উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
COB

সেনসেক্স : ৮৪,২১১.৮৮ (-৩৪৪.৫২)
নিফটি : ২৫,৭৯৫.১৫ (-৯৬.২৫)

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

চলন্ত বাসে আগুন, মৃত ২৫
রাজস্থানের পর এবার অন্ধ্রপ্রদেশ। যাত্রীবোঝাই চলন্ত বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের। শুক্রবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে কুর্নুল জেলায়। » ৭

শুভেন্দুর অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার
হাইকোর্টের রায়ে কার্যত অস্বস্তিতে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার শুভেন্দুকে দেওয়া অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। » ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ ৩২°	সর্বনিম্ন ২০°	সর্বোচ্চ ৩২°	সর্বনিম্ন ২০°	সর্বোচ্চ ৩২°	সর্বনিম্ন ২১°	সর্বোচ্চ ৩০°	সর্বনিম্ন ১৮°

আরও তিন বছর মায়ামিতে মেসি
ইন্টার মায়ামির নতুন চুক্তিতে সই করলেন লিওনেল মেসি। আরও তিন বছর মায়ামিতেই থাকছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। » ১২

৭ কার্তিক ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 25 October 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 155

কোচবিহারের পুলিশ সুপার বদলি হয়ে যাওয়ার পরও চর্চায় বাজি কাণ্ড। আদতে দোষী কে, পুলিশ সুপার নাকি যারা বাজি ফাটিয়েছিল তারা, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছেই। এমন অবস্থায় আদালতে কার্যত ধোপে টিকল না পুলিশের মামলা।

বাজি কাণ্ডে জামিন ৭ জনের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ অক্টোবর : বাজি কাণ্ডে অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নানা ধারা অনুযায়ী খুনের চেষ্টা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জমায়েত সহ বেশ কিছু জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দিয়েছিল পুলিশ। শুক্রবার আদালতে সেই মামলা ধোপেই টিকল না। ধৃতরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জমায়েত করেছিলেন বলে মামলা করা হলেও পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। প্রাণঘাতী হামলার প্রমাণ দিতেও ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। ফলে এদিন আদালতে সাতজনকেই জামিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পর আইনজীবীরা প্রশ্ন তুলছেন, তাহলে কি নিজের অন্যায় ঢাকতে সদ্য প্রাক্তন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের নির্দেশেই তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা আন্দোলনকারীদের মামলায় মিথ্যে ধারা যোগ করেছিলেন? ধৃতদের পক্ষের আইনজীবী আবদুল জলিল আহমেদ বলেছেন, 'পুলিশের দেওয়া কেস ডায়েরিতে অভিযোগগুলির প্রমাণ তারা দিতে পারেনি। তাই ধৃতদের জামিন হয়ে গিয়েছে।' প্রতিবেশী শিশু ও মহিলাদের পেটানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ নিয়ে দেখেছেন এই কাজ ঠিক হয়নি। তাই ওঁর বদলি হয়ে গিয়েছে।' ধৃতদের পক্ষের আরেক আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায়ের কথায়, 'ধৃত ১০ জনের মধ্যে তিনজন মহিলার আগেই জামিন হয়েছিল। বাকি সাতজনের এদিন জামিন হয়েছে। আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম পুলিশ মিথ্যে মামলা দিয়েছে। সেটাই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।'

গত সোমবার গভীর রাতে পুলিশ সুপারের বাংলোর পাশে বাজি পোড়ানো ও বাংলোর দিকে বাজি ছোড়ার অভিযোগে প্রাক্তন পুলিশ সুপার তাঁদের বেধড়ক পিটিয়েছেন বলে অভিযোগ। লাঠিপেটাতে সকলেই আহত হন। পাঁচজন শিশু সহ সাতজনের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। যদিও প্রাক্তন পুলিশ সুপার মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ওই মারধরের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বাসিন্দারা পথ অবরোধ করলে সেখানেও পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে অবরোধ তুলে দেয়। ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার তাঁদের সকলকে আদালতে তোলা হলে তিনজনকে সেদিনই জামিন দেওয়া হয়। শুক্রবার দুই হাজার টাকার বন্ডে বাকিদেরও জামিন দেওয়া হয়েছে। আগামী বছর ৩১ জানুয়ারি ফের মামলাটি আদালতে উঠবে।

এদিকে, অবরোধের ঘটনায় বৃহস্পতিবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এদিন তাঁকেও আদালতে তোলা হয়। যদিও পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেপাজতে চায়নি বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। ফলে তাঁকে দু'দিনের জন্য জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ঘটনার পর পুলিশ সুপারের বদলি হওয়ার পরেও জলঘোলা থামেনি। আইনজীবীদের দাবি, ধৃতদের কারও বিরুদ্ধেই এর আগে কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড নেই। এমনকি ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলা আইনজীবী, শিক্ষকও রয়েছেন। পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে মুখ খুলে আন্দোলনে নামার জন্যই তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান চলেছে বলে অভিযোগ আইনজীবীদের একাংশের।

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি
মালদা
কোচবিহার

আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে এক ধৃত।

সদ্যপ্রাক্তন এসপি-কে নিয়ে দু'ভাগ সোশ্যাল মিডিয়া

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ অক্টোবর : তাঁকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। তবে তাঁকে নিয়ে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিরন্তর চর্চা চলছে তাতে তিনি কোচবিহারেই স্বমহিমাতেই রয়ে গিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে সমস্ত চর্চাই যে ইতিবাচক তা অবশ্য নয়, যথেষ্ট নেতিবাচক চর্চাও রয়েছে। একটি অংশ কোচবিহারের সদ্যপ্রাক্তন পুলিশ সুপার (এসপি) দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে পরিবেশপ্রেমী, সমাজপ্রেমী, পশুপ্রেমী, সাহিত্যিক, নাট্যকার হিসেবে অভিহিত করে তাঁর জয়গানে মেতেছে। গভীর রাতে বাজি ফাটানোয় কড়া পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে। অন্যদিকে, যে ভিডিও ফুটেজকে কেন্দ্র করে যাবতীয় বিতর্ক, অনেকেই সেটিকে হাতিয়ার করেছেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য পুলিশকর্তার প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে কমেন্ট সেকশনে মন্তব্য ভাসিয়ে দিয়েছেন।

সোমবার রাতে প্রতিবেশীদের মারধরের ঘটনার সূত্রে দ্যুতিমানকে বৃহস্পতিবার বদলি করে দেওয়া হয়। স্যান্ডো গেঞ্জি, হাফ প্যান্ট ও মাথায় ফেট্টি বেঁধে দ্যুতিমান মারধরে ব্যস্ত। আক্রান্তরা এমন একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছিলেন। মঙ্গলবার তা প্রকাশ্যে আসার পরই সোশ্যাল মিডিয়া সরগরম হয়ে ওঠে। একের পর এক পোস্ট হতে থাকে। অনেকেই দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে তুলোধোনা করেছেন। আবার কেউ তাঁর পক্ষে থেকে তাঁকেই সমর্থন করেছেন। কেউ কেউ আবার বদলির পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন।

সংগীতা বিশ্বাস নামে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, 'একজন পরিবেশপ্রেমী, সমাজপ্রেমী, পশুপ্রেমী, সাহিত্যিক, নাট্যকার রূপে আমি তাঁকে দেখেছি।' বাণেশ্বরের মোহন (কচ্ছপ), কোচবিহারে কুকুরদের আশ্রয়স্থল কিংবা রসিকবিলের মেছোবিড়াল। সব জায়গাতেই প্রাক্তন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য প্রাণীদের পাশে দাঁড়াতেন। সেই রেশ ধরেই জয়দীপ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'ভালো মানুষের জায়গা নেই, শেষমেশ এসপি-কে সরানো হল।' *এরপর দশের পাতায়*

জীবনের উচ্ছ্বাস

খরস্রোতা গঙ্গায় রিভার র‍্যাফটিংয়ে মজেছেন পর্যটকরা। হৃষীকেশে শুক্রবার। -পিটিআই

নিশীথের দাবিতে হইচই

বাদ পড়বেন ৩ লক্ষ ভোটার

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৪ অক্টোবর : এসআইআর হলে তিন লক্ষ অবৈধ ভোটার বাদ পড়বে কোচবিহারের ভোটার তালিকা থেকে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের এমন মন্তব্যে সরগরম জেলার রাজনৈতিক মহল। নিশীথের দাবি, কোচবিহার জেলার ভোটার তালিকায় প্রায় তিন লক্ষ অবৈধ নাম রয়েছে। এঁরা এখানকার প্রকৃত বাসিন্দা নন। ২০০২ সালের পর বিভিন্নভাবে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে নিজেদের নাম তুলেছেন ভোটার তালিকায়। তাঁর অভিযোগ, সীমান্ত এলাকাগুলোতে জন্মহারের তুলনায় দ্বিগুণ হারে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে, যা তদন্তের দাবি রাখে।

বৃহস্পতিবার নিশীথ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও আপলোড করেন। সেখানে দেখা যায়, কোচবিহারে ভোটার তালিকায় দিনহাটার বেশকিছু এলাকার নাম করে তিনি বলছেন, এসআইআর হলে জেলার থেকে তিন লক্ষ নাম বাদ পড়বে। নিশীথ সরাসরি দিনহাটার গিতালদহ, শুকারুরকুঠি, ওকরাবাড়ি, শুকটাবাড়ি প্রভৃতি এলাকার নাম উল্লেখ করে ওই অঞ্চলগুলোকে 'মিনি পাকিস্তান' বলেছেন। তাঁর অভিযোগ, সেখানে বিরোধী দলের কোনও এজেন্ট কাজ করতে পারেন না, এজেন্ট পাঠালে তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়। ওইসব এলাকায় বুথপ্রতি ২০০ থেকে ২৫০ জাল ভোট পড়ে বলে দাবি তাঁর। নিশীথের ভাষায়, 'এসআইআর চালু হলে এই ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ পড়বে। শুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরি হবে।'

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর এই মন্তব্যে পালটা তোপ দেগেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর বক্তব্য, 'যদি এসআইআর প্রক্রিয়ায় কারও নাম বাদ যায়, তাহলে প্রথমেই বাদ যাবে নিশীথ প্রামাণিকের নাম। নিশীথ এখনও প্রমাণ করতে পারেননি তিনি প্রকৃত ভারতীয়। বাংলাদেশে এখনও মানুষ বলেন, আমাদের গ্রামের ছেলে ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছে।' উদয়ন গুহর অভিযোগ, নিশীথ প্রামাণিক সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষকে অপমান করেছেন। ওইসব গ্রামে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেন আর তাঁদের সবাই সমানভাবে ভারতীয় নাগরিক। উদয়নের মতে, যে নেতা নিজের ভোটক্ষেত্রের মানুষকে মিনি পাকিস্তান বলে অপমান করেন, তিনি আসলে নিজের রাজনৈতিক অক্ষমতা ঢাকতে বিভাজনের রাজনীতি করছেন।

নিশীথের বক্তব্যে কোচবিহারের রাজনৈতিক তাপমাত্রা চড়েছে। সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলোতে প্রাক্তন সাংসদের মন্তব্যকে ঘিরে গুঞ্জন ও ক্ষোভ বাড়ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নিশীথের এই মন্তব্য শুধুমাত্র ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা নয় বরং আগামী নির্বাচনের আগে কোচবিহারের ভোট রাজনীতিতে পদ্ম শিবিরের নতুন কৌশলের স্পষ্ট ইঙ্গিত। *এরপর দশের পাতায়*

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

সাদা চোখে সাদা কথায়

এসআইআর 'খেলাঘরে' কী আশায় পদ্ম, ঘাসফুল

গৌতম সরকার

জমছে না, মোটেই জমছে না। খেলাটা জমছে না। খেলা যে হবে, মাঠ কই! ভালো খেলোয়াড়ই বা কোথায়! ভোট যদি সময়মতো হয়, তবে দিন বেশি নেই আর। এখনও যদি ওয়ার্ম আপ না হয়, তবে মাঠে খেলাটা কবে হবে! খেলতে হলে বলটাও ভালো চাই। ফুটবল হোক, কিংবা ক্রিকেটে। ভোটের বল হল গিয়ে সেই সুনির্দিষ্ট বিষয়, যা মানুষের মনের বারপোস্ট পেরিয়ে সোজা গোলে ঢুকে যাবে।

২০২৬-এ বাংলার ভোটে কোন 'বল'-এ খেলা হবে? ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনায় দুর্নীতি! কিন্তু আদৌ চর্চায় আছে কি? কত কত তদন্ত কমিটি এল দিল্লি থেকে। কত কত রিপোর্ট লেখা হল। ভাগ্যিস এখন আর কাগজে রিপোর্ট লেখা হয় না। নাহলে কয়েক রিম (যদিও দিস্তা, রিম ইত্যাদি আজকাল অপ্রচলিত শব্দের তালিকায় ঠাঁই নিয়েছে) কাগজ খরচ হয়ে যেত।

সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কত না চোর চোর ধ্বনি উঠল। রাজ্য সরকার চোর! তৃণমূল চোর! নাম না করে ভাইপো চোর বলে কত না আত্মতুষ্টি। এই বুঝি গোটা তৃণমূল নেতৃত্ব, রাজ্য মন্ত্রীসভার সবাই জেলে যায়! আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে...। ফাঁকা মাঠে গোল অবধারিত। ও মা, এখন আর ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে দৌড়োতে দেখছেন কাউকে? দৌড় থেমে আছে!

উলটোদিকে দেখুন, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে 'নবজোয়ার', দিল্লি গিয়ে মারকুটে ধর্না, কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রকের সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পর সব চুপ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্যের বরাদ্দ না পেলে আবার দিল্লি যাত্রার হুমকিতে যেন কেউ জল ঢেলে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় ঘুরেফিরে ভাঙা রেকর্ডে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার সুর বাজে। ব্যাস, ওই পর্যন্ত।

কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের বলে ছক্কা হাঁকানোর উদ্যোগ চোখে পড়ছে কি? মাঠের সাইডলাইনে বসে শুধু ব্যানার, *এরপর দশের পাতায়*

কার্বাইড গানে মালদায় দৃষ্টি সংশয়ে ৯ শিশু

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৪ অক্টোবর : ভোপালের পর মালদা। উৎসব আবহে হোমমেড কার্বাইড গান যে নতুন বিপদ ডেকে এনেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, একের পর এক কিশোর ও তরুণের দৃষ্টিশক্তির ক্ষতির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে। মালদা জেলায় এমন ৮ কিশোর ও তরুণের সন্ধান মিলেছে, যাদের দৃষ্টিশক্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কার্বাইড গান ব্যবহারে। চিকিৎসার জন্য নেপালে যাওয়া একটি শিশুকে ধরলে সংখ্যাটা ৯। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা সমাজমাধ্যমের কুপ্রভাবের কথা বলছেন। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে কার্বাইডভিত্তিক এবং ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক আতশবাজি নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে অল ইন্ডিয়া অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটি।

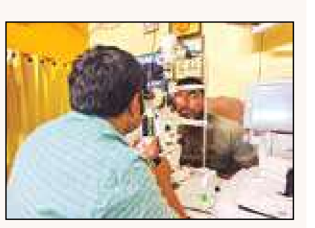

মধ্যপ্রদেশের ছায়া

- ভোপালের পর মালদাতেও কার্বাইড গানে একাধিকের চোখের ক্ষতি
- সমাজমাধ্যম দেখে কার্বাইড গান তৈরি করে বিপদে পড়ছে কিশোর-তরুণরা
- পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ উদ্বিগ্ন চক্ষু বিশেষজ্ঞদের

'ইউটিউব দেখে বাড়িতে থাকা খালি জলের বোতল আর কার্বাইড দিয়ে ওই বন্দুক বানিয়ে গ্যাস লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালাতেই বিস্ফোরণ হয়ে যায়। তারপর থেকে আর তেমন কিছু দেখতে পারছি না', শুক্রবার মালদা শহরের খ্যাতনামা চক্ষু বিশেষজ্ঞ দেবদাস মুখোপাধ্যায়ের চেম্বারে বসে কথাগুলি বলছিল গাজোলের প্রত্যন্ত গ্রামের ১৩ বছরের আকাশ বিশ্বাস। তার বক্তব্য, বাড়িতে থাকা আম পাকানোর কার্বাইড ভরে একটি জলের বোতলে। তারপর তার মধ্যে একটু জল দিয়ে ঝাঁকিয়ে নেয় এবং *এরপর দশের পাতায়*

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা "একলা চলোয়" বিশ্বাসী

পিছু হটেছে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ তৃতীয় পর্ব।

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্সে চা

রামঅবতার শর্মা

অবিভক্ত জলপাইগুড়ির আর্থসামাজিক চরিত্র ছিল জোতদার-আধিয়ার ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চা বাগান স্থাপনের মূল কারিগর হয়ে উঠলে পুরোনো ওই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। চা শিল্পের জন্য যা যা প্রয়োজন, অর্থাৎ পুঁজি, ব্যবস্থাপক, এমনকি অদক্ষ শ্রমিক- সবকিছুই বাইরে থেকে আনা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের এতে কোনও ভূমিকা ছিল না। পুঁজিবাদী বাগিচা অর্থনীতির গোড়াপত্তনের পর ১৯০৯ সালে ডুয়ার্সের চা কোম্পানিগুলির ডিভিডেন্ড হয় ১৭ শতাংশ। ১৯১৫ সালে বেড়ে হয় ৪৭ শতাংশ।

প্রথম দিকে চা বাগান পুরোপুরিভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু ডুয়ার্সে অন্য ইউরোপিয়ান মালিকানার চা কোম্পানিও ছিল। ওই সংস্থাগুলি ভারতে তাদের বিভিন্ন ফার্ম কিংবা ব্যক্তিগত উৎস থেকে টাকা সংগ্রহ করত। এলেনবাড়ি ও মানাবাড়ি বাগান দুটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কলকাতার এক ব্যাংক ম্যানেজার, দার্জিলিংয়ের এক চা শিল্পপতি এবং ল্যান্ডমর্টগেজ ব্যাংকের এক ডেপুটি ম্যানেজারের মাধ্যমে। পরে এসব বাগানের পরিচালনা শুরু হয় ডুয়ার্স ব্রাদার্স নামে। যা ছিল পুরোদস্তুর ব্রিটিশ এজেন্সি।

এসব চা শিল্পে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা রাষ্ট্রীয় মদতে ক্যাপিটালিজমের খণ্ডিত কিছু উদাহরণ তো বটেই। ক্রোনি স্বজনপোষণের পুঁজিবাদ চা বাগানে সেইসময় থাকলেও এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই। ১৮৭৯ থেকে ১৯১০ সময়কালে জলপাইগুড়ির দেশীয় চা শিল্পপতিরা ১১টি কোম্পানি তৈরি করে ফেলেছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলায় তখন ৪৭টি বাগান স্বদেশি মালিকানাধীন ছিল। তাতে মোট লগ্নি ছিল ২ কোটি ৬৭ হাজার ৫৭৯ টাকা। এর মধ্যে ভারতীয়দের লগ্নি ছিল ৭৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা।

জলপাইগুড়ির আইনজীবী কিংবা অন্যান্য পেশার কিছু মানুষ চা বাগানে বিনিয়োগ করতে শুরু করেন। তাঁদের অনেকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে এসে চা বাগান গড়ে তোলায় এগিয়ে আসেন। *এরপর দশের পাতায়*

হাতির হানায় তিনজনের মৃত্যুর পর মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক এখন থমথমে। জঙ্গল লাগোয়া বাসিন্দাদের মধ্যে এনিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আতঙ্ককে কাজে লাগাচ্ছে কাঠ পাচারকারীরা। পাশাপাশি গরুমারা জঙ্গলে হাতির দলের ছড়িয়ে থাকার জন্যে মানুষের বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে।

নজর ঘুরিয়ে কাঠ চুরি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

হাতির হানার খবর

- গত ৪ অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পুলিশ ও বনকর্মীরা সারারাত টহলদারি করছেন
- তাতে কাঠ চোরেরা বিপদে পড়েছে
- বনকর্মীদের দৃষ্টি ঘোরাতে নানা নাটক করা হচ্ছে

মাদারিহাট, ২৪ অক্টোবর : বুধবার হাতির হানায় পরপর ৩ জনের মৃত্যুর পর মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক এখন থমথমে। বিশেষ করে জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলিতে সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক রয়েছে। আর এই সুযোগে বনকর্মীদের দৃষ্টি ঘোরাতে এখন হাতির আতঙ্ককে কাজে লাগাচ্ছে কাঠ পাচারকারীরা। হাতির হানা সংক্রান্ত ভুয়ো খবর দিয়ে ব্যস্ত করে তুলছে বনকর্মীদের।

বৃহস্পতিবার রাতে মাদারিহাট নর্থ রেঞ্জের নর্থ বিটে অনেকটা এমন ঘটনাই ঘটেছে। মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় জানালেন, বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ একজন ফোন করে বন দপ্তরে জানায় যে, তার বন্ধুকে নাকি হাতি তুলে নিয়ে গিয়েছে। দুই বন্ধুর মধ্যে একজন পালিয়ে বেঁচেছে। আর তাদের বাইকটি নর্থ খয়েরবাড়ি জঙ্গলের ভেতর পড়ে রয়েছে। শুভাশিস বলেন, 'এই খবর শুনেই আমি টহলদারির টিমকে নর্থ খয়েরবাড়ি চলে আসতে বলি। পুলিশও সেখানে পৌঁছে যায়।'

এশিয়ান হাইওয়ের ধারেই, জঙ্গলের ভেতর তল্লাশি চালাতেই বাইকটির খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে হাতির পায়ের কোনও চিহ্ন পাননি বনকর্মীরা। কিছুক্ষণ পর সেখানে হাজির হয় এক তরুণ। দাবি করে, তাদের হাতি আক্রমণ করেছিল। একদিকে সেই বন্ধুর খোঁজ শুরু হয়, আরেকদিকে সেই তরুণকে জেরা করতে শুরু করে পুলিশ। তার অসংলগ্ন কথায় সন্দেহ হয়। পুলিশ জানতে পারে, সেই দুজনের বিরুদ্ধে এর আগে একাধিকবার কাঠ চুরির অভিযোগ রয়েছে। তারপর তাকে মাদারিহাট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেই 'নিখোঁজ' তরুণের খোঁজ চলতে থাকে।

> সারারাত ধরে আমরা খুঁজেছি ওই তরুণকে। জঙ্গলের ভেতর কোথাও পাইনি। শুক্রবার ভোরে খবর পেয়ে আমরা পৌঁছাই নর্থ খয়েরবাড়ি রাভা বস্তিতে। দেখি ওই ছেলেটি তার জামাইবাবুর ঘরে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যায়। হাতির ভয়ে আর বাইকটি নেওয়ার সাহস পায়নি।
>
> **অসীম মজুমদার** ওসি, মাদারিহাট থানা

মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার বলেন, 'সারারাত ধরে আমরা খুঁজেছি ওই তরুণকে। জঙ্গলের ভেতর কোথাও পাইনি। শুক্রবার ভোরে খবর পেয়ে আমরা পৌঁছাই নর্থ খয়েরবাড়ি রাভা বস্তিতে। দেখি ওই ছেলেটি তার জামাইবাবুর ঘরে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।' এরপর জেরা করলে সে জানায়, বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যায়। হাতির ভয়ে আর বাইকটি তোলার সাহস পায়নি। তবে এই কথাতেও বিস্তর গরমিল রয়েছে। রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস বলেন, 'বাইকটিতে না আছে কোনও নম্বর প্লেট। না আছে কোনও কাগজপত্র। আর দুজনের বিরুদ্ধে কাঠ চুরির বহু অভিযোগ রয়েছে। আমাদের দৃষ্টি ঘোরাতেই এই নাটক করেছিল।'

বনকর্মীরা বলছেন, গত ৪ অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর থেকে যেভাবে পুলিশ ও বনকর্মীরা সারারাত ধরে হাতি তাড়ানোর জন্য গ্রামগঞ্জে টহলদারি করছেন, তাতে কাঠ চোরেরা বিপদে পড়েছে। কতদিন আর চুরি না করে থাকা যায়? সেইজন্য বনকর্মীদের দৃষ্টি ঘোরাতে এমন নাটক করা হচ্ছে।

যদিও সেই তরুণের দাবি, তারা হাতি দেখেই পালাতে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর বাইক নিয়ে পড়ে গিয়েছিল। আর তার বন্ধুকে হাতি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বন্ধু জামাইবাবুর বাড়িতে পৌঁছাল কীভাবে? তার কোনও জবাব দিতে পারেনি সেই তরুণ। পুলিশ অবশ্য তাকে গ্রেপ্তার করেনি।

হাতির জন্য বাড়তি সতর্কতা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : গরুমারা জঙ্গলে ৬০-৭০টি হাতির বেশ কয়েকটি দল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এর ফলে পর্যটক থেকে শুরু করে বনবস্তির সাধারণ মানুষের বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে। জঙ্গলে হঠাৎ এতগুলি হাতির পাল চলে আসায় বনকর্মীদের মাথায় চিন্তার হাত। ইতিমধ্যে বন দপ্তরের তরফে জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন বনবস্তিতে প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'জঙ্গলে এমনিতেই হাতির পাল থাকে। তবে, গত কয়েকদিন ধরে গোটা জঙ্গলে অনেকগুলি হাতির দল রয়েছে। এজন্য জিপসিচালক ও গাইডদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। হাতির পাল দেখলে সেখান থেকে দ্রুত সরে যাওয়া বা সেই রাস্তা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটকরা যাতে কোনওভাবে হাতি দেখে উত্তেজিত হয়ে না পড়েন সেদিকেও বাড়তি নজরদারি রাখতে বলা হয়েছে।'

লোকালয়ে হাতির পাল। -সংবাদচিত্র

শুক্রবার সকালে নাগরাকাটা ব্লকের নিউ খুনিয়া বস্তিতে বুনো হাতির হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ঠিক ওই এলাকার পাশে লাটাগুড়ি জঙ্গলে সাফারির রাস্তায় হাতির আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরে লাটাগুড়ির জঙ্গলে ৬০-৭০টি হাতির দল আশ্রয় নিয়েছে। জঙ্গল সাফারির রাস্তায় সেগুলি যখন তখন বেরিয়ে পড়ছে। হাতি দেখে পর্যটকরা বেজায় খুশি হলেও বন দপ্তরের কাছে এটি ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ জঙ্গলে এত হাতি একসঙ্গে থাকলে যে কোনও সময় পর্যটকদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বন দপ্তরের লাটাগুড়ির জঙ্গলের গাইড চঞ্চল দত্তর কথায়, 'এদিনও গাড়িধুরার রাস্তা, লাটাগুড়ি সেন্ট্রাল বিট ও বড়দিঘি বিট সহ একাধিক স্থানে হাতির পালের দেখা মিলেছে।'

এছাড়া লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মধ্যে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কেও মাঝে মাঝে হাতির পাল উঠে পড়ছে। এর জেরে ব্যস্ততম এই পথে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেজন্য বন দপ্তর পথচলতি মানুষ ও পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

জঙ্গলের মাঝে জাতীয় সড়ক থেকে কিছুটা দূরে দূরে বনকর্মীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। স্পেশাল পেট্রলিং ভ্যান দিয়ে লাগাতার নজরদারি চলছে। লাটাগুড়ি জঙ্গলের পাশাপাশি গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের তরফেও হাতি নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের গরুমারা সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ধ্রুবজ্যোতি দে'র বক্তব্য, 'গরুমারা জঙ্গলে পর্যটকদের যাতে সাবধানে নিয়ে যাওয়া হয় সেবিষয়ে গাইড ও চালকদের সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি ধান পাকার মরশুমে লোকালয়ে অনেক জায়গায় হাতি বেরিয়ে আসছে। গ্রামবাসীকে হাতি বেরিয়ে এলে বন দপ্তরকে খবর দিতে বলা হচ্ছে। সেইসঙ্গে একের পর এক সচেতনতা শিবিরও চলছে।'

এশিয়ান যুব গেমসে ব্রোঞ্জ পলাশের

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৪ অক্টোবর : প্রথমবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে নেমেই পদকপ্রাপ্তির স্বাদ পেল মালদার পলাশ মণ্ডল। বাহরিনে আয়োজিত এশিয়ান যুব গেমসে ছেলেদের

অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ৫ হাজার মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান দখল করল সে। জিতল ব্রোঞ্জ পদক। ৫ হাজার মিটার হাঁটতে পলাশ সময় নেয় ২৪ মিনিট ৪৮.৯২ সেকেন্ড। ২৮ অক্টোবর পলাশ দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবে। এরপর ৩০ ও ৩১ অক্টোবর কলকাতায় রাজ্য স্তরের মিটে হাঁটবে। এখন পলাশের একটাই লক্ষ্য, জাতীয় যুব প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করার।

পদক জয়ের পর পলাশের বক্তব্য, 'প্রথমবার আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে নেমে পদক পেলাম। খুব ভালো লাগছে।' সঙ্গে তার আক্ষেপ, 'তবে জুতোর জন্য হাঁটতে সমস্যা হচ্ছিল। আরও ভালো জুতো থাকলে হয়তো ফল অন্যরকম হলেও হতে পারত।' পলাশের বাড়ি ইংরেজবাজারের বাহান্নবিঘা গ্রামে। সে বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বাবা গয়া মণ্ডলের মালদার ঝলঝলিয়া বাজারে সবজি দোকান।

পলাশের সাফল্যে খুশি পরিবার সহ গোটা গ্রাম। পদক জিতেই সে প্রথম ফোন করে বাবাকে। তারপর কোচ ও স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা হয়। ছোট থেকেই খেলাধুলোয় আগ্রহ পলাশের। একসময় সে স্কুলের হয়ে খো খো, কাবাডি, ফুটবল খেলত। গত দুই বছর ধরে হাঁটা প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে।

পড়াশোনার পাশাপাশি কোচ অমিতাভ রায়ের কাছে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নেয় পলাশ। কখনও বিমানবন্দর মাঠে, আবার কখনও কাজিগ্রাম মাঠে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক্স সাব-কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি সুদামচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীষণ খুশি। পলাশকে দেখে জেলার আরও অনেক ক্রীড়াবিদ অনুপ্রাণিত হবে।' গয়া বলেন, 'ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ফোনে কথা হয়েছে। আমি চাই, ও আরও এগিয়ে যাক।'

পরিবারের আর্থিক অনটনের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরে একাধিক সাফল্য পাওয়ার পর পলাশ এবার যুব এশিয়ান গেমসে সুযোগ পায়। দেশের হয়ে ছেলেদের ৫ হাজার মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় পলাশই ছিল একমাত্র প্রতিনিধি। মেয়েদের দলে দুজন হাঁটা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৬৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ক্রীড়া সুবিধার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৬_২০২৫/কে/৮৫৪ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি২৬_২০২৫। কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম পরিসরে ক্রীড়া সুবিধার উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৮৫,৭৪,৯৩০.০৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৪২,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টেশন মাস্টারের চেম্বার/কক্ষে এসির ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২-২০_২০২৫/কে/৮৪৮ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি২-২০_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের সমগ্র স্টেশন মাস্টারের চেম্বার/কক্ষে এসির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৬৩,৩৩,৯১৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,২৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মেকানাইজড ক্লিনিং চুক্তি

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৬৩৪২৫২; তারিখ ঃ ১৭-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন এবং এর সঞ্চালন এলাকায় ০৪ বছর (১৪৬১ দিন) মেয়াদের জন্য মেকানাইজড ক্লিনিং চুক্তি। আনুমানিক মূল্য ঃ ৫,০৯,৬৩,০৩৮/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪,০৪,৯০০/- টাকা; বিড বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ২১:০০ টায় এবং বিড খোলা ২১:৩০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে পণ্য ছাউনিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর/জিএসই/০৬ অফ ২০২৫, তারিখ: ২১-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (ক) কাটিহার, সূর্য কমল, কিষাণগঞ্জ, রাঙ্গাপানি এবং নিউ জলপাইগুড়ির পণ্য ছাউনিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। (খ) পূর্ণিয়া, রানীপাত্র, জালালগড়, আরারিয়া, ফোর্বসগঞ্জ এবং বাথনাহা -এর পণ্য ছাউনিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ২৯,২৬,৩৪,৬৬৫.৭৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১৬,১৩,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিপিএম/জিএস, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৯_২০২৫/কে/৮৫৭ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি২৯_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো/খেতে স্থিত ওয়াশিং/পিক লাইনে এইচওজি কোচসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩,১০,৫৬,৮০৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,০৫,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২২_২০২৫/কে/৮৫০, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ আরটি২২_২০২৫, কাজের নামঃ "জালালগড় (জেএজি)-এ ড্রেনেজ সিস্টেম, গুড্‌স অফিস, মাল্টি রুমের উন্নয়ন এবং পূর্ণিয়া (পিআরএনএ), রানীপত্র (আরএনএস), বাথনাহা (বিটিএফ), জালালগড় (জেএজি)-এ গোডাউনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৩,২৩,৬২৪/- টাকা; বায়নার অর্থঃ ২,২১,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৩_২০২৫/কে/৮৫১ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি২৩_২০২৫। কাজের নামঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "যোগবানীতে-স্টাবলিং লাইন, ওয়াশিং নেকের নির্মাণ এবং পিএফ লাইনে লোকো রিভার্সেল লাইনের পরিবর্তন"। টেন্ডার রাশিঃ ৫০,৩৩,৩৩৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০০,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২৭_২০২৫/কে/৮৫৫, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ আরটি২৭_২০২৫, কাজের নামঃ বাণিজ্যিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "কাটিহার ডিভিশনের ১৮টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্য সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ল্যান সংযোগের কাজ" (স্টেশনঃ কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জং., বারসোই জং., পূর্ণিয়া জং., জোগবানী, কিষাণগঞ্জ, সামসি, রায়গঞ্জ, ফোর্বসগঞ্জ, আরারিয়া কোর্ট, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, বালুরঘাট, আলুবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি, বুনিয়াদপুর এবং গঙ্গারামপুর)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩৩,৬১,০০২/- টাকা; বায়নার অর্থঃ ৬৭,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ক্রীড়া কার্যক্রম এবং সুরক্ষা বৃদ্ধির সুবিধার্থে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২৫_২০২৫/কে/৮৫৩, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ আরটি২৫_২০২৫, কাজের নামঃ কাটিহারে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া কার্যক্রমের সুবিধার্থে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮৫,০২,৩৩৪.০৪ টাকা; বায়নার অর্থঃ ২,৪২,৬০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিধাননগর রোড স্টেশনে চার জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেন থামবে না

নিম্নলিখিত ০৪(চার) জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেন শিয়ালদহ ডিভিশনের বিধাননগর রোড স্টেশনে ২৭.১০.২০২৫ তারিখ (সোমবার) থেকে থামবে নাঃ

ট্রেন নং. এবং নাম	যে তারিখ থেকে থামবে না
১৩১৫৩ শিয়ালদহ-মালদা গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	২৭.১০.২০২৫
১৩১৫৪ মালদা-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	
১৩১৪৭ শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	
১৩১৪৮ বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	
১৩১৪৯ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	
১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	
১৩১৮৫ শিয়ালদহ-জয়নগর গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	
১৩১৮৬ জয়নগর-শিয়ালদহ গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	

উপরে উল্লিখিত ট্রেনগুলির যাত্রাপথের অন্যান্য স্টেশনের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

কর্মখালি

KKDMS (H.S.) (CBSE Affiliated English Medium School) Invites CV for : Principal | Vice Principal | TIC | Teachers (Eng, Maths, Hindi, Science, SST, Dance) | Accountant | Receptionist | Office Staff | Peon | Security Guard | Car Driver | Hostel Warden | Hostel Aunty. Facilities : Attractive salary + Fooding & Lodging (In-campus) kkdmsrecruitment72@gmail.com, WhatsApp: +91-9144400872. (C/118373)

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 9635658503. (C/118375)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ড নং - 5902 9218 8055 -এ আমার সঠিক নাম Abbena Khatun-এর জায়গায় Rabbena Bibi থাকায় গত 24-10-25 কোচবিহার সদর নোটারী পাবলিক অ্যাফিডেভিট বলে আমি Abbena Khatun এবং Rabbena Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বামনপাড়া, শীতলকুচি, কোচবিহার। (C/118160)

NOTICE

This is to notify that my client, SandeepG Realestate Ltd., a company having its office at G-0214, City Centre Office Block, Uttorayon-734010, P.O. & P.S. Matigara, Dist. Darjeeling, being the absolute and exclusive owner of the land measuring 3.13 Acre in part of R.S. Plot No. 97 corresponding to L.R. Plot No. 19, recorded in R.S. Khatian No. 9/1, corresponding to L.R. Khatian Nos. 1221, 1222, 1223, 1224, 1226 and 1227 at Mouza- Gourcharan, P.S.- Matigara, Dist.- Darjeeling has filed a suit being Title Suit No. 98 of 2023 against (1) Sri Sunil Kallani, (2) Sri Sharad Kallani and (3) Sri Govind Advani in the Court of the Ld. Civil Judge (Senior Division) at Siliguri and the Ld. Court, after hearing both the parties to the suit, was pleased to pass an order of injunction in and over the said land restraining said (1) Sri Sunil Kallani, (2) Sri Sharad Kallani and (3) Sri Govind Advani from alienating, transferring, and/or creating any third party interest in and over the said land, in any matter whatsoever till disposal of the suit. The suit is still pending and the order of injunction is also subsisting. Public in general is hereby cautioned not to deal in the said land or shall face legal consequences thereof.

Samir Kumar Ghosh (Advocate)
Swamiji Sarani, Hakimpara,
Siliguri-734001, M-98320 61622

আজ টিভিতে

বিয়ের পর কেমন হবে দুর্গার নতুন জীবন?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ টিক টিক টিক (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১২.৪৫ জিও পাগলা, বিকেল ৪.০০ বিয়ের লগ্ন, সন্ধে ৭.০০ লাভেরিয়া, রাত ১০.০০ মন মানে না

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ ক্রিমিনাল, দুপুর ১২.৩০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ জামাই রাজা, সন্ধে ৭.০০ অন্নদাতা, রাত ১০.৩০ নাগপঞ্চমী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মানুষ কেন বেইমান, দুপুর ১২.০০ বিদ্রোহিনী নারী, ২.৩০ স্বপ্ন, বিকেল ৫.০০ সুখ দুঃখের সংসার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.০০ লক্ষ্যভেদ, সন্ধে ৭.৩০ সুজন সখি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ মুজরিম, বিকেল ৩.০০ ডর, সন্ধে ৭.০০ বেটা, রাত ১০.০০ জুলমি

জি সিনেমা : সকাল ৯.২১ খট্টা মিঠা, দুপুর ১২.৩৩ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.০০ ক্র্যাক, সন্ধে ৭.৫৫ গেম চেঞ্জার, রাত ১০.৫৯ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৬ পুলিশগিরি, দুপুর ২.২৬ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, বিকেল ৪.৩৪ রাউডি রকসক, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.০৯ রাধে

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ১০.৪২ দিল জংলি, দুপুর ১২.৪৭ লভ হস্টেল, ২.২৪ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিকেল ৪.৪৪ তুম্বাড়, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ আই ওয়ান্ট টু টক, ১২.০০ হোটেল মুম্বই

আই ওয়ান্ট টু টক রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

লাভেরিয়া সন্ধে ৭.০০ জলসা মুভিজ

আফ্রিকাজ বিগ ফাইভ রাত ৯.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

কমলের গলায় ভাইরাল 'ধৌসী'-র গান

শামুকতলা, ২৪ অক্টোবর : কালীপুজোর সময় আদিবাসীদের মধ্যে 'ধৌসী' খেলার প্রচলন রয়েছে। সেই খেলা নিয়েই সাদরি ভাষায় একটা গান বেঁধেছেন কোহিনুর চা বাগানের বাসিন্দা কমল সরকার।

আর স্থানীয় কিছু ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেই গান গেয়ে, একটি মিউজিক ভিডিও বানিয়েছেন কমল।

গত শনিবার কালীপুজোর আবহে, সেই গান সমাজমাধ্যমে প্রকাশের পরেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত সমাজমাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষেরও বেশি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে তাঁর গান। তাঁর গানের রেকর্ডিস্ট, কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ির বাসিন্দা রাজু তুড়িকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। আগামীতে আরও ভালো গান বেঁধে সকলকে শোনাতে চান।

কমলের সাফল্যে খুশি কোহিনুর চা বাগানের বাসিন্দা ফিরোজ আলম বলেন, 'কমল দারুণ গান বেঁধেছে ও গেয়েছে। আমরা চাই আগামীতে কমল আরও ভালো গান তৈরি করুক।'

সূচনা পতঞ্জলি হাসপাতালের

নিউজ ব্যুরো

২৪ অক্টোবর : পতঞ্জলি যোগপীঠে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নতুন ইতিহাস তৈরি হল। রামদেব এবং আচার্য বালকৃষ্ণের উপস্থিতিতে যজ্ঞ-অগ্নিহোত্র এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে হরিদ্বারে 'পতঞ্জলি ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার' হাসপাতালের পথ চলা শুরু হল।

হাসপাতালের উদ্বোধনের পর রামদেব বলেন, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ থেকে এক নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। এটি কোনও কর্পোরেট হাসপাতাল নয়। এই হাসপাতাল রোগীদের সেবা করবে, চিকিৎসা নিয়ে কোনও ব্যবসা করবে না। আমাদের লক্ষ্যই হল রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুদের সাহায্যে কোনও না হওয়া কাজ চালু হতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্তদের বিদেশ যাত্রার সুযোগ। আর্থিক মন্দা কাটবে। বৃষ : বিভিন্ন কারণে আর্থিক খরচের বহর বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় কথা এড়িয়ে চলুন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : পাওনা অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা মিটে যেতে পারে। শারীরিক কারণে অর্থব্যয়। কর্কট : স্নায়ুঘটিত সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বাধায় বারবার কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। অংশীদার ব্যবসায় অংশীদারদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কন্যা : ব্যবসাসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তি মিটে যাবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। তুলা : রাস্তাঘাটে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : চাকরির প্রয়োজনে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। প্রতিযোগীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন। ধনু : যৌথ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় সুফল লাভের যোগ। শ্লেষ্মাজাতীয় সমস্যায় ভোগান্তি। মকর : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। পায়ের হাড়ে চোট লাগতে পারে। কুম্ভ : পাওনা টাকা আদায় করতে সক্ষম হবেন। সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ। মীন : কর্মপ্রার্থীরা বিদেশে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে একটু সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৩ কার্তিক, ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ৭ কাতি, সংবৎ ৪ কার্তিক সুদি, ২ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।১। শনিবার, চতুর্থী রাত্রি ১২।২৮। অনুরাধানক্ষত্র প্রাতঃ ৬।১৬। শোভনযোগ অহোরাত্র। বণিজকরণ দিবা ১১।২৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১২।২৮ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, প্রাতঃ ৬।১৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১২।২৮ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৭।৭ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।১১ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৫।১ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৩৬ মধ্যে ৪।৭ গতে ৫।৪৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১১।২৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। কবিশেখর কালিদাস রায়ের তিরোভাব দিবস(২৫শে অক্টোবর ১৮৮৯)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৯ গতে ২।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।২৩ গতে ৩।১৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিএলএ'দের বদলি নিষেধ

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : সম্ভবত ১ নভেম্বরই এসআইআরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী সোমবার সেই ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। তিন মাসের মধ্যে এসআইআর সম্পূর্ণ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। কমিশনের এই নির্দেশের পরই রীতিমতো সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে কলকাতা মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে।

এখন থেকে ২৪ ঘণ্টা সিইও'র দপ্তর খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন জেলা শাসকদের কাছে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বার্তায় সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, ম্যাপিং নিয়ে কোনওরকম বকেয়া কাজ ফেলে রাখা যাবে না।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এসআইআর চলাকালীন এই কাজে যুক্ত কোনও কর্মী ও আধিকারিককে বদলি করা যাবে না। অতিরিক্ত দায়িত্ব হলেও নির্বাচনের কাজকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সেই শর্ত প্রযোজ্য। কিছুদিন আগেই বিএলও'র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে শিক্ষকদের একাংশ কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, বিএলও'র দায়িত্ব সামলে শিক্ষকতা করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বিএলও'র দায়িত্ব পালন করতে হলে স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু এদিনের নির্দেশিকায় স্পষ্ট যে, শিক্ষক বিএলও'দের নির্বাচনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সম্ভাবনা রইল না। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বিএলও'র দায়িত্ব পালনে যাঁরা অস্বীকার করেছিলেন, তাঁদের বিষয়েও কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। তবে একইসঙ্গে প্রশাসন বা রাজনৈতিক চাপের মুখে যাতে তাঁদের পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করার আশ্বাস বিএলওদের দিল কমিশন।

প্রতিটি জেলার নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকরা। ইআরও'দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন যুগ্ম নির্বাচনি আধিকারিকরা।

ছাই ফেলা যাবে তো... শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

সোনালিকে ফেরানো নিয়ে অনিশ্চয়তা

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : উৎসবের মরশুম শেষ হতেই ফের বাঙালি অস্মিতা ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামল তৃণমূল। হাইকোর্টের নির্দেশের পরও বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড যে ফের আইনি পদক্ষেপের রাস্তায় হাঁটবে, তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বীরভূমের মুরাইয়ের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন সহ ৬ জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। সেই নিয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তাঁদের ৬ সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। শুক্রবার ৬ সপ্তাহ পূর্ণ হয়েছে। এখনও তাঁদের ফেরানো হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বাংলা বিরোধী জমিদাররা ফের বাংলাকে হেনস্তা করার চেষ্টা করছে। সোনালি খাতুন সহ ৬ জনকে অন্যায়ভাবে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়ার পরও তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। তাঁদের বেআইনিভাবে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হয়েছে। শুধু কলকাতা হাইকোর্ট নয়, বাংলাদেশ কোর্টও জানিয়ে দিয়েছে, ওই ৬ জন ভারতীয়। বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসকে এই তথ্যও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের ফেরানোর উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা বিরোধীদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'

গত কয়েক মাস ধরে ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তার ঘটনা ঘটছে। এই রাজ্যের বাসিন্দাদের এনআরসির নোটিশ পাঠাচ্ছে বিজেপি শাসিত অসম সরকার। এই নিয়ে আগেই রাস্তায় নেমেছেন মমতা ও অভিষেক। তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিনে এই ইস্যুতে দল যে ফের মাঠে নামবে, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন সামিরুল। তিনি বলেন, 'এরাজ্যে দেড় কোটি ভিনরাজ্যের লোক রয়েছেন। কিন্তু এই রাজ্যের বাসিন্দাদের বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছি। সোনালি খাতুনদের ফিরিয়ে আনতে আমরা ফের আইনি পদক্ষেপ করব।' যদিও বঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'এই রাজ্যে যে প্রচুর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ হয়েছে, তা কি তৃণমূল অস্বীকার করতে পারবে? রাজ্যের বাসিন্দাদের নয়, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালাব।'

শুভেন্দুর অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কার্যত অস্বস্তিতে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার শুভেন্দুকে দেওয়া অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এর আগে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে হলে আদালতের অনুমতির প্রয়োজন ছিল।

এদিন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ, 'আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার। কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না।' ফলে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে রাজ্যের বাধা রইল না বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শুভেন্দু রক্ষাকবচ চেয়ে ২০২১ ও ২০২২ সালে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ২০২২ সালে ৮ ডিসেম্বর শুভেন্দুকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ ও ২৬টি এফআইআরে স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি মান্থা। রাজ্যের যুক্তি, কোনও ঘটনায় তদন্ত করতে হলে প্রাথমিকভাবে এফআইআর রুজু করতে হয়। তবে ওই রক্ষাকবচের ফলে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করা যাচ্ছে না।

ফলে তদন্তেও ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা থাকছে। রাজ্য সরকার ওই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল ছিল।

যদিও এই নির্দেশকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, 'মমতা পুলিশকে দিয়ে যত মিথ্যা মামলা করিয়েছিল তার অধিকাংশই আজ খারিজ করে দিয়েছে আদালত। বাকি মামলায় সিবিআইকে যুক্ত করে সিট গঠন করেছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, রাজ্য পুলিশ তৃণমূলের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে। আবার মিথ্যা মামলা করলে আদালতে যাওয়ার রাস্তা আমার খোলা আছে।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই রায়ের মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে। নির্দিষ্টভাবে সরকারকে বার্তাও দিয়েছে আদালত।' আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বীরবাহা হাঁসদার মামলায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করেনি। আগের মামলায় পদক্ষেপ করা যাচ্ছিল না। এখন সেই রাস্তা খুলে গেল।'

শুভেন্দুর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, '৪-৫টি এফআইআর শুধু বাতিল করা হয়নি। আগের মামলাগুলি নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়েছে। তাই একে ঠিক রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা বলা চলে না।'

বিপাকে অর্জুন

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : গুলি চালানোর অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় বিপাকে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শুক্রবার সেই আর্জি খারিজ করেছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আদালতের নির্দেশ, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মার নেতৃত্বে সিট গঠন করা হবে। তারা এই মামলায় অর্জুনের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাবে। তবে আগাম জামিনের সুযোগ থাকবে বিজেপি নেতার।

ফের দলের বিরুদ্ধে হুমায়ুন

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : মুর্শিদাবাদের ভরতপুর ১ ও ২ ব্লকে কমিটি গঠন নিয়ে দলের রাজ্য নেতৃত্ব কোনও পদক্ষেপ না করায় ফের বেফাঁস মন্তব্য করলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। দল এই জেলায় যাদের কথা অনুযায়ী চলছে, তাতে বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদে দলের আসন সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তিনি।

বলেন, 'এই জেলায় সব ব্লকে কমিটি গঠন হলেও আমার বিধানসভার অন্তর্গত দুটি ব্লকে এখনও কমিটি গঠন করা হয়নি। ১৭ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার প্যানেল জমা দিয়েছি। কিন্তু দল সেই প্যানেল অনুযায়ী কমিটি গঠন এখনও করেনি। এতে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। মানুষ এটা ভালো চোখে দেখছে না। এর ফল বিধানসভা নির্বাচনে ভুগতে হবে।'

টিআই প্যারেড ধৃতদের

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে সহপাঠী ছাড়া বাকি পাঁচজন ধৃতকে উপসংশোধনাগারে মুখোমুখি টিআই প্যারেড করানো হল। শুক্রবার দুপুরে আদালতের নির্দেশে বিচারকের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া চলে। তাঁর বয়ান ও শনাক্তকরণ আইনি দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধতা যাতে পায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রক্রিয়া চালাল আদালত।

এদিন নির্যাতিতার সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা। আসেন অতিরিক্ত জেলার বিচারক রাজীব সরকার সহ এই মামলার তদন্তকারী অফিসার (আইও)। দেড় ঘণ্টা ধরে এই প্রক্রিয়া চলে। সবশেষে নির্যাতিতাকে নিয়ে উপসংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে যায় পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃত ৬ জনের বিরুদ্ধে বিএনএস-এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ। ধাপে ধাপে তদন্ত চলছে।

বৈশাখীকে চিঠি

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছোল উচ্চশিক্ষা দপ্তরের চিঠি। সেখানে বলা হয়েছে, মধ্য কলকাতার একটি কলেজে সহকারী অধ্যাপিকা হিসেবে যে তারিখ পর্যন্ত বৈশাখী কাজ করেছিলেন, সেখানে তার একবছর আগের তারিখে তাঁর চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে চিঠির ওপরে ৮ অগাস্ট ২০২৫ তারিখ উল্লেখ করা থাকলেও চিঠিটি পৌঁছেছে ১৬ অক্টোবর। তারিখ বিভ্রাট নিয়েইরহস্য দানা বেঁধেছে।

সন্দেহ প্রকাশ করে বৈশাখী উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'শোভনের তৃণমূলে ফেরাতে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই অসন্তুষ্ট। এই ঘটনার পিছনে তাঁদের পরিকল্পনা আছে বলেই মনে করছি। দার্জিলিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাতের পর যেদিন কলকাতায় ফিরেছি, সেদিনই চিঠিটি কেন পাঠানো হল, সেই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহজনক। বিষয়টি ভীষণভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ।'

নিগ্রহের রিপোর্ট

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকা নিগ্রহের ঘটনায় অভিযুক্ত অস্থায়ী কর্মীকে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল নিম্ন আদালত। শুক্রবার তাঁকে কড়া পুলিশি প্রহরায় আদালতে হাজির করানো হয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুনানি চলে। বিচারক পুলিশের আবেদনকে মান্যতা দিয়ে মেডিকো লিগ্যাল পরীক্ষা, নির্যাতিতার মায়ের গোপন জবানবন্দি, ডিএনএ পরীক্ষার জন্য অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বুধবার নাবালিকাকে টিকিট করে দেওয়ার নাম করে এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারের শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ অভিযুক্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ, মেডিকেল রেকর্ড, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের বয়ান খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনায় স্বাস্থ্য দপ্তর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য দপ্তর দুটি পৃথক তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্য মহিলা কমিশনও বিষয়টির দিকে নজর রেখেছে। জানা গিয়েছে, পুলিশের হাতে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী দেখা গিয়েছে, কিশোরীকে ট্রমা কেয়ারে নিয়ে যাচ্ছিলেন অভিযুক্ত। নিজেকে শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিয়ে পরিবারের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন তিনি। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, চিকিৎসকের পোশাক পরে এনআরএসের অস্থায়ী কর্মী হয়েও কীভাবে অভিযুক্ত এসএসকেএমে প্রবেশ করলেন।

পাশাপাশি উলুবেড়িয়ায় চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় সিনিয়ার রেসিডেন্ট চিকিৎসকরা এদিন পেনডাউন কর্মসূচি করে। তাঁদের দাবি, যতদিন না পর্যন্ত তাঁদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হচ্ছে, ততদিন তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

INTERIO BY GODREJ DEALERS: Alipurduar – 9593800963 Cooch Behar – 9733391000 Jalpaiguri – 9614294702 Malda – 9734100868 Siliguri – 9083622225, 9434046764 INTERIO BY GODREJ DISTRIBUTORS: Alipurduar – 9593800963 Malda, North Dinajpur, South Dinajpur & Murshidabad – 9734100868 Siliguri – 9832063174, 9434046764 EXCLUSIVE BRAND OUTLET: Balurghat – 8967930309 Barobisha – 7908786772 Chanchal – 9733143786 Gangarampur – 9932983498 Hamiltongunj – 9434807108 Jaigaon – 8967140350 Jalpaiguri – 9434730818 Malbazar – 9232604120 Raiganj – 9434423444 INTERIO BY GODREJ KITCHEN GALLERY: Siliguri – 9083622226, 9832063174 RETAILERS: Mathabhanga – 9733172090 Falakata – 9434010471 Dhupguri – 9832311222 Dinhata – 8370930012, 9832346817, 9851835903 Malbazar – 7432027639, 7047849272 Kamakhyaguri – 9434491724 Barobisha – 7384585140, 7872402624 Tufangunj – 7001915619, 7908054941 Jhinaidanga – 9733021170 FOR DEALERSHIP ENQUIRIES, CALL – 9830823600 / 9771402564 / 9836207555 FOR MODULAR KITCHEN, CALL – 9831540129

শনিবার থেকে 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' সাফাই শুরু

রাসমেলার মাঠে জঞ্জাল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৪ অক্টোবর : শহরের কেন্দ্রে থাকা রাসমেলার মাঠ এখন অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। মাঠের একপাশে ঢিপি করে রাখা হয়েছে আবর্জনা। মাঠের বিভিন্ন অংশে ফেলে রাখা হচ্ছে গৃহস্থালির আবর্জনা, থার্মোকল, প্রতিমার কাঠামো সহ নানা সামগ্রী। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুরসভার গাড়ি এসে মাঝেমধ্যেই সেখানে জঞ্জাল ফেলে যাচ্ছে। কিন্তু সময়মতো সেগুলো তোলা হচ্ছে না। বিষয়টি দেখা সত্ত্বেও চোখ বুজে রয়েছেন সকলে। এসবের জেরে একদিকে মাঠের গরিমা যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি এলাকাজুড়ে দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'শনিবার থেকে রাসমেলার মাঠের সাফাই শুরু হচ্ছে। মেলার আগে প্রতিবারের মতো এবারেও মাঠটি পরিষ্কার করা হচ্ছে।'

মাঠটি বর্তমানে জেলা প্রশাসনের অধীনে রয়েছে। এবিষয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক হিমাদ্রি শেখর বলেন, 'মাঠে আবর্জনা ফেলার জন্য কেউ আমাদের কাছে কোনও অনুমতি নেয়নি। তবে খুব শীঘ্রই মাঠটি পরিষ্কার করে ফেলা হবে।'

ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা মাঠের এই পরিস্থিতি কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না শহরের সচেতন নাগরিকরা। তাঁদের কথা, রাসমেলার ১৫ দিন ছাড়া মাঠটি সারাবছর উন্মুক্তই থাকে। তবে মাঝেমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনসভা এবং বছরে হাতেগোনা কয়েকটি মেলা এই মাঠে হয়। প্রতিবার রাসমেলার আগে মাঠটি পরিষ্কার করা হলেও

কোচবিহার রাসমেলার মাঠে জমে রয়েছে আবর্জনা। ছবি : জয়দেব দাস

সারাবছর একই অবস্থায় থাকে মাঠটি। শহরের মাঝে এত বড় মাঠ থাকায় সংলগ্ন এলাকার শিশুদের অনেকে মাঠটিতে খেলাধুলো করে। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা অরূপ গুহ বললেন, 'একটা মাঠ কখনোই ডাম্পিং গ্রাউন্ড হতে পারে না। ওখানে পাশের স্কুল, এলাকার বাচ্চারা খেলাধুলো করে। তাদের জন্য সারাবছর মাঠটা পরিষ্কার রাখা হোক।'

শুক্রবারও সেখানে গিয়ে দেখা গেল, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের বাউন্ডারি সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনা স্তূপাকারে ফেলা রয়েছে। নজরদারির অভাবে মাঠটি শৌচাগারেও পরিণত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতেও কেন পুরসভা বা প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণও দ্রুত মাঠ পরিষ্কারের কথা বললেন। তাঁর কথায়, 'রাসমেলার মাঠটিকে অলিখিত ডাস্টবিনে পরিণত করাটা একেবারেই ঠিক নয়। আবর্জনাগুলি মাঠে যেভাবে ফেলা হচ্ছে মাঠ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

হেরিটেজ তালিকায় থাকা এই মাঠ সংলগ্ন এলাকাতেই রয়েছে জেনকিন্স স্কুল, এবিএন শীল কলেজ, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়। রয়েছে স্টুডেন্টস হেলথ হোম, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের ঠাকুরবাড়ি এবং দেশবন্ধু মার্কেটও। ফলে সারাদিনই ওই এলাকা থাকে জমজমাট। মাঠজুড়ে আবর্জনা ফেলে রাখায় পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি দৃশ্য দূষণও হচ্ছে বলে অভিযোগ পরিবেশপ্রেমীদের। অ্যাসোসিয়েশন অফ বেটার কোচবিহার সম্পাদক তথা প্রবীণ আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'সামনেই রাসমেলা। দু'একদিনের মধ্যে স্কুলও খুলে যাবে। হেরিটেজ তালিকায় থাকা মাঠটির এই পরিস্থিতি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এবিষয়ে প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।'

লজ্জাজনক

রাসমেলা ছাড়া ওই মাঠে দু'একটা রাজনৈতিক জনসভা ও মেলা হয়

সারাবছর সেই মাঠে তাই আশপাশের এলাকার মানুষজন এসে আবর্জনা জমা করেন

অনেকে শৌচকর্ম করতেও বেছে নিয়েছেন মাঠটিকেই

দায়িত্ব নেই, বসেই রয়েছেন বারলা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ অক্টোবর : চা বাগানের শ্রমিক আন্দোলন ছিল তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের ভিত্তি। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর দলের তরফে ঘোষণা করা হলেও ট্রেড ইউনিয়নের কোনও দায়িত্বে এখনও তাঁকে আনা হয়নি। ডুয়ার্সের প্লাবন পরিস্থিতিতে তাই কার্যত বসেই রইলেন প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জায়গায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ত্রাণ নিয়ে গেলেও বারলার সঙ্গে দলীয় নেতৃত্বকে সেভাবে দেখা যায়নি।

তৃণমূলের অন্দরেই কথা উঠেছে, বামনডাঙ্গায় সাংসদ-বিধায়কদের ওপর হামলাকে ইস্যু করে বিজেপি আদিবাসী তাস খেললেও তার মোকাবিলায় তিনি রাজ্যের শাসকদলের তুরুপের তাস হতে পারতেন। কিন্তু প্লাবনের পর ডুয়ার্সে এসে মুখ্যমন্ত্রী সভা করলেও তাঁকে কোনও দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলেননি। ফলে, তৃণমূলে বারলার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা বাড়ছে তাঁর অনুগামীদের মধ্যেও।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ অবশ্য বলছেন, 'জন বারলা আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। দায়িত্বের বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার শীর্ষ নের্তৃত্ব নেবে।' তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী

পদ পাননি পাঁচ মাস পরেও

মহুয়া গোপ বলেছেন, 'শীর্ষ নেতৃত্ব সমস্তকিছু সম্পর্কে অবগত। তাঁকে সঠিকভাবেই কাজে লাগানো হবে।' বারলার সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। দল যা বলবে সেই অনুযায়ীই চলব। মূল লক্ষ্য আগামী বিধানসভা নির্বাচনে চা বলয়ের সবক'টি আসনে আমাদের যাঁরা প্রার্থী হবেন, তাঁদের জয় নিশ্চিত করা। সেটাই করব।'

বিজেপি ছেড়ে বারলা তৃণমূলে যোগ দেন চলতি বছরের ১৫ মে। সেদিনই তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী জানিয়েছিলেন, দলের ট্রেড ইউনিয়ন দেখার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হবে। তারপর পাঁচ মাস কেটে গিয়েছে। এখনও স্বমহিমায় দেখা মিলছে না বারলার। তবে তৃণমূলের কর্মসূচি থাকলে যাচ্ছেন। বারলা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সময়ই শোনা গিয়েছিল তাঁকে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান করা হবে। এজন্য কমিশনের বিধি সংক্রান্ত সংশোধনী এনে বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছিল ১৪ অগাস্ট।

তবে এখনও বারলার ওই পদপ্রাপ্তির খবর নেই। তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, সেটা দ্রুত হয়ে যাবে। বারলা জানিয়েছেন, অনেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন। চা বাগানের সমস্যা নিয়ে তাঁর বাড়িতে আসছেন। কালচিনির সাতালি চা বাগানের আদিবাসী নেতা জসমন সুরি বলেন, 'দাদার দায়িত্বপ্রাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছি। সেটা হলে অনেকেই তাঁর সঙ্গে থাকবেন।'

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বারলাকে তৃণমূলের চা শ্রমিক সংগঠনে কীভাবে কাজে লাগানো হবে, তা ঠিক করাও শাসকদলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রংবাহারি।। কালিম্পংয়ের কোলাখামে ছবিটি তুলেছেন শুভজিৎ ধর।

সজলের মন্তব্যে অন্য গল্প খুঁজছেন আবেদ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ অক্টোবর : জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের (হিপ্পি) বিরুদ্ধে মন্তব্য করা নিয়ে এবার তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লকের সভাপতি সজল সরকারকে একহাত নিলেন দলের খোল্টা-মরিচবাড়ি অঞ্চলের সহ সভাপতি আবেদ হোসেন। আবেদের দাবি, সজলকে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন জেলা কমিটি তথা দলের জেলা সভাপতি। অথচ তিনি জেলা সভাপতিকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধেই নানা কথা বলছেন। এটা ঠিক নয়। এর পেছনে সজলের অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মত আবেদের। তৃণমূলের ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে দলের একজন অঞ্চল সহ সভাপতির এ ধরনের মন্তব্যকে ঘিরে জেলা তৃণমূলের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

কোচবিহার-২ ব্লকের ব্লক ও অঞ্চল কমিটি গঠন এবং পালটা গঠন নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) এবং ব্লক সভাপতি সজল সরকারের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। যা নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে। তৃণমূলের ওই সহ সভাপতি আবেদ হোসেন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'সজলকে ব্লক সভাপতি তো তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকই করেছেন। দলের রাজ্য কমিটি তো করেনি। তাহলে ওঁর তো উচিত ছিল মিটিংয়ে বার্তা দেওয়া যে, জেলা সভাপতি তাঁকে ব্লক সভাপতি করেছেন। তাঁর ওপর আস্থা রেখেছেন। তাই তিনি জেলা সভাপতির সঙ্গে কথা বলে আগামীতে দলের বিভিন্ন কর্মসূচি করবেন। কিন্তু সেসব তো দূরের কথা, বরং উনি হুংকার দিলেন, জেলা সভাপতিকে উনি মানেন না। সাংসদকে মানেন না, মন্ত্রী উদয়ন গুহকে মানেন না।' তাঁর সংযোজন, 'জেলা সভাপতি সম্পর্কে ওঁর এ ধরনের বার্তা প্রসঙ্গে আমার মনে হচ্ছে, এর পেছনে অন্য কোনও গল্প আছে। ব্যবসায়ী ছেলে তো, ব্যবসাটা উনি ভালোই বোঝেন।' বিষয়টি নিয়ে ব্লক সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ফলে বক্তব্য মেলেনি।

এদিকে, হিপ্পি-ঘনিষ্ঠ ব্লক অবজার্ভার শুভঙ্কর দে'র অনুগামী হিসাবে পরিচিত একজন অঞ্চল সহ সভাপতির এ ধরনের মন্তব্যকে ঘিরে দলে কোন্দল যে আরও বাড়ছে, তা পরিষ্কার। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের জেলা সভাপতি এবং ব্লক সভাপতির মধ্যে এই কোন্দল যদি বন্ধ না হয় এভাবেই আরও বাড়তে থাকে, তাহলে বিজেপির পৌষমাস আর তৃণমূলের সর্বনাশ।

> জেলা সভাপতি সম্পর্কে ওঁর এ ধরনের বার্তা প্রসঙ্গে আমার মনে হচ্ছে, এর পেছনে অন্য কোনও গল্প আছে। ব্যবসায়ী ছেলে তো, ব্যবসাটা উনি ভালোই বোঝেন।
>
> **আবেদ হোসেন**
> *সহ সভাপতি, তৃণমূল খোল্টা-মরিচবাড়ি অঞ্চল*

টুকরো খবর

ধরলাঘাট পরিদর্শনে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা।

ঘাট পরিদর্শন

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দপাড়ায় শুক্রবার ধরলা নদীর বিসর্জনঘাট পরিদর্শন করে মেখলিগঞ্জ পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসন। পরিদর্শকদের মধ্যে ছিলেন মেখলিগঞ্জ বিডিও অরিন্দম মণ্ডল, মেখলিগঞ্জ মহকুমার এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, সিআই মেখলিগঞ্জ থানা ভাস্কর প্রধান, মেখলিগঞ্জের ওসি মহম্মদ শাহাবাজ। এসডিপিও বললেন, 'শনিবার চ্যাংরাবান্ধার সমস্ত কালী প্রতিমা বিসর্জন হবে। ঘাটে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুলিশকর্মীরাও থাকবেন।' পুলিশের কাছে নৌকা না থাকায় বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানালেন তিনি।

মনোনয়নপত্র

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন রয়েছে ৩১ অক্টোবর। তার আগে শুক্রবার অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মেখলিগঞ্জ পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল ঘটনাস্থলে। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ট্রাক মালিকদের অনেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য অফিসের সামনে বসে ছিলেন। ট্রাক মালিকদের পক্ষে ইয়াজুল হক বলেন, '২৩টি পদের জন্য ৮২টি নমিনেশন জমা পড়েছে।'

অভিযোগ

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৪ অক্টোবর : বাড়ি ফেরার পথে লোহার রডের আঘাতে আহত হলেন এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার রাতে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়াবাড়িতে ঘটনাটি ঘটে। গয়াবাড়ির আশিক মিয়াঁর অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে পানিখাওয়া থেকে গান শুনে বাড়ি ফেরার সময়ে দীপ বর্মন তাঁকে লোহার রড দিয়ে আঘাত করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছান। এরপর ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

শক দিয়ে শিকার

জামালদহ, ২৪ অক্টোবর : দিনেরবেলায় জামালদহে সুটুঙ্গা নদীতে অবৈধভাবে চলছে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মাছ শিকার। শুক্রবার কয়েকজন তরুণকে জামালদহ সুটুঙ্গা সেতু সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ উপায়ে মাছ ধরতে দেখা যায়। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা।

গাড়ি বদলে মিরিক থেকে শিলিগুড়ি

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ২৪ অক্টোবর : ফের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় বেলগাছি, পুডুং, নলডারা হয়ে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হল। শুক্রবার সকাল থেকে সমস্ত যাত্রীবাহী ভাড়ার গাড়ি মিরিক থেকে দুধিয়া পর্যন্ত চলাচল শুরু করেছে। আবার হেঁটে সেতু পেরিয়ে এপারে এসে যাত্রীদের শিলিগুড়ির গাড়ি ধরতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যাগপত্র নিয়ে বালাসন নদী পেরোতে চরম হয়রানির শিকার হয়েছেন পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ। তবে, ব্যক্তিগত ছোট গাড়িগুলি সুখিয়াপোখরি, ঘুম হয়ে চলাচল করছে। পূর্ত দপ্তর শনিবার থেকেই হেঁটে দুধিয়ার অস্থায়ী রাস্তা দিয়ে চলাচল করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে। সম্ভবত রবিবার থেকেই ছোট গাড়িও এই পথে চলাচল শুরু করবে।

৪ অক্টোবর রাতের প্রবল বৃষ্টিতে বালাসন নদীতে জলস্ফীতি হয়। জলের প্রচণ্ড ধাক্কায় মিরিকের লাইফলাইন ১২ নম্বর রাজ্য সড়কে দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপরে থাকা লোহার সেতু ভেঙে যায়। সেই সময় থেকেই মিরিকের সঙ্গে শিলিগুড়ির সংযোগকারী প্রধান রাস্তাটি বন্ধ রয়েছে। ৬ অক্টোবর থেকে পূর্ত দপ্তর নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরির কাজ করছে।

দুধিয়ায় সেতু ভাঙার পর থেকে মিরিকের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ঘুম, সুখিয়াপোখরি হয়েই চালু রয়েছে। পাশাপাশি নকশালবাড়ির বেলগাছি, পুডুং, নলডারা হয়ে অপর একটি রাস্তা দিয়েও ছোট যানবাহন চলাচল করছে। তবে, এই রাস্তাটি এতটাই চড়াই এবং ঝুঁকিপূর্ণ যে, মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। বুধবার ১৯ জন যাত্রী নিয়ে একটি ভাড়ার গাড়ি নেপালের কাঁকড়ভিটা থেকে এই রাস্তা হয়ে মিরিক যাওয়ার সময় নলডারায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। এই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর পরেই এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে প্রশাসন। কথা বলা হয় পরিবহণচালকদের সঙ্গে।

মিরিক মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পরিবহণচালকরাও প্রশাসনের সঙ্গে একমত হয়ে নলডারা, পুডুং রোড হয়ে যাত্রী নিয়ে চলাচলের ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। তাই ওই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিকল্প হিসাবে মিরিক থেকে দুধিয়া এবং দুধিয়া থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াতের জন্য বালাসনের দু'পাশেই গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিরিক-দুধিয়া ১৫০ টাকা এবং দুধিয়া-শিলিগুড়ি ১৫০ টাকা হিসাবে ভাড়া ধার্য করা হয়েছে। মিরিক থেকে যাত্রীবাহী গাড়িগুলি যাত্রীদের এনে দুধিয়ার সেতুর ওপারে নামিয়ে দিচ্ছে। সেখান থেকে লাগেজ নিয়ে যাত্রীদের নদীর ওপরে অস্থায়ী সাঁকো পেরিয়ে এপারে এসে শিলিগুড়ির জন্য অপর গাড়ি ধরতে হচ্ছে। আর এর জেরেই ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ।

লাগেজ নিয়ে নদী পেরোনোর সময় বনগাঁর বাসিন্দা বাসুদেব সামন্ত বললেন, 'কালীপুজোর ছুটি কাটাতে দার্জিলিং এসেছিলাম। সেখান থেকে মিরিক হয়ে ফিরছি। প্রথমে বলেছিল সুখিয়াপোখরি হয়েই ফিরতে হবে। কিন্তু এদিন সকালেই জানলাম যে, দুধিয়া হয়েই গাড়ি পালটে পালটে শিলিগুড়ি নামতে হবে।'

ভোগান্তির যাত্রা

- দুর্ঘটনার জেরে বেলগাছি, পুডুং, নলডারা হয়ে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ
- বিকল্প হিসাবে মিরিক থেকে দুধিয়া এবং দুধিয়া থেকে শিলিগুড়ির জন্য বালাসনের দু'পাশে গাড়ি থাকছে
- ব্যাগপত্র নিয়ে যাত্রীদের সাঁকো পেরিয়ে গাড়ি ধরতে ভোগান্তি হচ্ছে

দেহ উদ্ধার

শামুকতলা ও কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : শুক্রবার ৩১সি জাতীয় সড়কের পাশে একটি ধাবা থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। খবর পেয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেন, 'মৃত ওই ব্যক্তির নাম রবীন্দ্র দাস। তিনি ওই ধাবাতেই কাজ করতেন (৪৫)। তাঁর বাড়ি কামাখ্যাগুড়ি সুপার মার্কেট এলাকায়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

অপেক্ষায়।। ঝুড়ির পসরা সাজিয়ে বসে বিক্রেতা। কোচবিহারে ভবানীগঞ্জ বাজারে। অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

থমথমে ডোরাডাবরি

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধার ডোরাডাবরি থেকে বৃহস্পতিবার একসঙ্গে ৫ বাংলাদেশি ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। সেইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় আশ্রয়দাতার স্ত্রীকেও। তারপর থেকেই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি। স্থানীয় বাসিন্দা মকসেদুল রহমানের কথায়, 'আমরা সাধারণ চাষি মানুষ। কৃষিকাজ করেই দিন যায়। তাই সবসময় কার বাড়িতে কে এল না এল, এসব খোঁজ এখন রাখা হয় না আগের মতো। বৃহস্পতিবার খেতের কাজ করে ফেরার পর জানতে পারি এলাকায় পুলিশ এসে বাংলাদেশিদের ধরেছে।'

অপর এলাকাবাসী মমতা বেগমের মন্তব্য, এখন বাইরের কোনও আত্মীয় বাড়িতে এলে কী হবে? সকলের মনে সন্দেহ হবে সেই আত্মীয়কে নিয়ে। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা জানান, এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে নিয়মিত টহল দেওয়া হচ্ছে। তারপরও আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার সকলে। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমানের কথায়, 'রশিদুল রহমানের নামে এর আগেও নানান অভিযোগ এবং মামলা হয়েছিল। নানান অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রশিদুল। এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলেও তাঁর খোঁজ চলছে।' এলাকায় অচেনা কাউকে দেখলে পঞ্চায়েত এবং পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গ্রামবাসীকে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা বলবেন প্রধান।

শীতের মধ্যে এভাবেই স্কুল যেতে হয় পড়ুয়াদের। -ফাইল চিত্র

বুড়িতিস্তার ওপর সেতুর দাবি

ভুগছে রাঙ্গাপানি কলোনি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৪ অক্টোবর : বুড়িতিস্তার ওপর সেতু না থাকায় ব্লকের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে হলদিবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গাপানি কলোনি গ্রাম। ফলে বর্ষাকালে ওই গ্রামের বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাই বুড়িতিস্তা নদীর ওপর স্থায়ী কংক্রিটের সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

যদিও এবিষয়ে দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বলরাম সরকার বলেন, 'ওই এলাকায় সেতু নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।'

এই রাঙ্গাপানি কলোনি গ্রামের একদিকে রয়েছে বুড়িতিস্তা নদী এবং অন্যদিকে রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা। এই গ্রামে ১২০টি পরিবার বসবাস করে। এলাকায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারে নিয়ে যেতে, হাসপাতাল, পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাংক এমনকি স্কুলে যেতে হলেও এই গ্রামের বাসিন্দাদের বুড়িতিস্তা নদী পার করতে হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের অন্য সময় তাঁরা নদীর জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পার হলেও সমস্যা হয় বর্ষাকালে। তখন তাঁদের প্রায় ২.৫ কিমি রাস্তা ঘুরে ভাওলাগঞ্জ মোড় হয়ে যাতায়াত করতে হয়। এর ফলে সময় এবং অর্থ দুই-ই বেশি লাগে।

এই গ্রামের পড়ুয়াদের প্রবল শীতে নদীর জল পার করে স্কুলে যেতে হয়। ফলে বেশিরভাগ দিন তাদের জামাকাপড় দীর্ঘক্ষণ ধরে ভেজা থাকে। স্থানীয় বাসিন্দা ফুলমালা সরকারের অভিযোগ, 'আর কয়েকদিন পর থেকে শীত পড়তে শুরু করবে। তখন রোজ নদীর জল পার করে স্কুলে যাওয়ার ফলে এলাকার পড়ুয়ারা সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হয়। ফলে ওদের স্কুলে যাওয়া কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।' আরেক বাসিন্দা শেফালি সরকার বলেন, 'বর্ষা শুরু হলে নদীতে জলের স্রোত বেড়ে যায়। ফলে মাঝেমধ্যে বাচ্চাদের বইয়ের ব্যাগ, জুতো ভেসে যায়। এমনকি গত বর্ষায় দুজন পড়ুয়া সহ এক অভিভাবক জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন।'

> ওই এলাকায় সেতু নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।
>
> **বলরাম সরকার** *উপপ্রধান, দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

ঘোলা জলে মাছ নেই, সংকটে জেলেরা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৪ অক্টোবর : বাংলা বাগধারাতে একটা কথা আছে, 'ঘোলা জলে মাছ ধরা'। নানা বিষয়ে কথাটা সমালোচনার ছলে আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু বাস্তবের ঘোলা জলে মাছ ধরা তো দূরের কথা, মাছের নাগালই পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা হাড়েহাড়ে অনুভব করছেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রায়ডাক ও সংকোশ নদীপাড়ের বাসিন্দারা। একসময় জীবিকার প্রয়োজন মেটাত এই নদীগুলি, আজ যেন নীরব অভিশাপে পরিণত হয়েছে। পলিতে ভরা ঘোলা জল এখন জেলেদের সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘোলা জলে দেখা নেই মাছের, জীবিকা অর্জনের তীব্র সংকটের মুখোমুখি রায়ডাকপাড়ের জেলেরা।

এই সময় রায়ডাক নদীতে কখনও নদীয়ালি মাছের টান পড়ত না। বোরোলি, ট্যাংরা, পুঁটির মতো বিভিন্ন প্রজাতির মাছে ভরে যেত জেলেদের জালগুলি। কিন্তু গত ৪ অক্টোবর ভুটান থেকে আচমকা নেমে আসা প্রবল জলস্রোতের পরে নদীর প্রাণটাই যেন হারিয়ে গিয়েছে। মাছ মিলছে যৎসামান্যই। নদীর তলদেশে জমেছে পুরু পলির আস্তরণ, জল ঘোলাটে, আর স্রোত প্রায় নেই বললেই চলে।

কোচবিহার ন্যাস গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহ বলেন, 'মাছেরা ডিম পাড়ার পরপরই সেই দুর্যোগ আসে। জলের তীব্র স্রোতের তোড়ে মাছ ও ডিম ভেসে চলে যায় বা পলির নীচে চাপা পড়ে। ফলে বহু প্রজাতির মাছ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'নদীর পাড় বা বাঁধ ঘেঁষে শৌচাগার নির্মাণ ও ক্রমাগত আবর্জনা ফেলার কারণে কলিফর্ম জীবাণু নির্ধারিত মাত্রা থেকে অনেক বেড়ে যাচ্ছে। মূলত এসব কারণে নদীতে মাছ টিকতে পারছে না। নদী রক্ষায় প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।'

এই অবস্থায় সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন নদীপাড়ের জেলেরা। বক্সিরহাটের মৎস্যজীবী গোপাল সরকার বলেন, 'প্রতি বছর এই সময় রায়ডাক ও সংকোশ নদীতে মাছ ধরে দিনে সাতশো টাকার মতো আয় হত, এখন একশো টাকাও হয় না।' একই আক্ষেপ রাজদেও সাহানির গলাতেও। বলছিলেন, 'সংসার চালানোই এখন মুশকিল হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ খুঁজছেন।'

নদীতে মাছের অভাবের কারণে স্থানীয় বাজারেও মাছের দাম হুহু করে বাড়ছে। সাধারণ ক্রেতার পকেটেও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে সেই চাপ। শালডাঙ্গার বাসিন্দা প্রদীপ চক্রবর্তী জানান, 'প্রতি বছর এই সময়টাতে বোরোলি সহ নানা প্রজাতির মাছ বাজারে উঠত। কিন্তু এখন বোরোলি তো দূরের কথা নদীয়ালি মাছ চোখেও পড়ছে না। অতি সামান্য যতটুকু উঠছে তার দামও আকাশছোঁয়া।'

রায়ডাকের পাড়ে এখন শুধু পড়ে রয়েছে নৌকা।

একই দিনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক

পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় চাপ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অক্টোবর : একই দিনে পড়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা। এমন ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন। একই দিনে দুটি বড় পরীক্ষার আয়োজন কী করে করা সম্ভব, সেটাই এখন দুশ্চিন্তার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ারের মতো প্রান্তিক জেলায় অনেক জায়গাতেই একটি মাত্র স্কুলে পালা করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের আসন পড়ে। একই দিনে দুটি পরীক্ষা হলে একই স্কুলে একই সঙ্গে দুটি পরীক্ষা দেবে পড়ুয়ারা। তাতে পরিকাঠামোর সমস্যার আশঙ্কা রয়েছে।

২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি। ১২ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে। মাধ্যমিকের পরীক্ষা সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয়ে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলবে। ১২ ফেব্রুয়ারি, মাধ্যমিকের শেষ দিন ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে। আবার উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সিমেস্টার শুরু হবে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে। শেষ হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি। চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে। এছাড়া সিসি ও কমপার্টমেন্টাল পরীক্ষার্থীদের আবার পরীক্ষার সময় তিন ঘণ্টা। ফলে ১২ ফেব্রুয়ারি একই পরীক্ষাকেন্দ্রে উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিকের দুটি পরীক্ষা একই সময় অনুষ্ঠিত হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন মাধ্যমিকের পরীক্ষা শুরু করতে হবে। একই পরীক্ষাকেন্দ্রে দুটি পরীক্ষার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। গার্ড দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া, পরিকাঠামোর বিষয়গুলি তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে পরীক্ষার্থীদের ওপরও প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ার জেলার প্রায় ১৪টি পরীক্ষাকেন্দ্রে একই সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার কথা। স্বাভাবিকভাবেই মাদারিহাট-বীরপাড়া, ফালাকাটা ও কালচিনির মতো ব্লকে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করাটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক আয়োজক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু একটি দিন হাতেগোনা কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে সমস্যা হতে পারে। তবে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য বিকল্প পরীক্ষাকেন্দ্রের খোঁজ চলছে। তা সম্ভব না হলে অতিরিক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষা পরিচালনার কাজে লাগানো হবে।'

রুটিন

- ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা ১২ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে
- মাধ্যমিক সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয়ে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলবে
- শেষ দিন ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে
- উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সিমেস্টার শুরু হবে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে
- চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে
- এছাড়া সিসি ও কমপার্টমেন্টাল পরীক্ষার্থীদের আবার পরীক্ষার সময় তিন ঘণ্টা

'২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে টার্গেট করে ঘর গোছাচ্ছে তৃণমূল

পঞ্চায়েতে অবজার্ভার নিয়োগ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ অক্টোবর : সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এই অবস্থায় নির্বাচনে ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে জেলার ১২৮টি পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতে ২ জন করে অবজার্ভার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোচবিহার জেলা তৃণমূল।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) বলেন, ''বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে প্রতিটি অঞ্চলে ২ জন করে, জেলায় মোট ২৫৬ জনকে নতুন করে অবজার্ভার নিয়োগ করা হচ্ছে। নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য আপাতত এঁদের রাখা হল। নির্বাচনের পরে কাজের সফলতা বিচার করে এঁদের 'কন্টিনিউ' করা হবে।'

জেলায় তাদের সাংগঠনিক ২২টি ব্লক রয়েছে। ইতিমধ্যে ১৮টি ব্লকের পঞ্চায়েতে তৃণমূল এই অবজার্ভার নিয়োগ করেছে। যে ৪টি ব্লক বাকি রয়েছে সেগুলি হল কোচবিহার-২ ব্লক, হলদিবাড়ি গ্রামীণ ব্লক, দিনহাটা-২ এবং দিনহাটা-১বি ব্লক। আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে এইসব ব্লকেও তারা অবজার্ভার নিয়োগ করবে।

> বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে প্রতিটি অঞ্চলে ২ জন করে, জেলায় মোট ২৫৬ জনকে নতুন করে অবজার্ভার নিয়োগ করা হচ্ছে। নির্বাচনের পরে কাজের সফলতা বিচার করে এঁদের 'কন্টিনিউ' করা হবে।
>
> **অভিজিৎ দে ভৌমিক**
> *জেলা সভাপতি, তৃণমূল*

দলীয় সূত্রে খবর, পঞ্চায়েতে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে, অথচ দলে তেমন কোনও পদে নেই, দলের জন্য সময় দিতে পারবে এমন ব্যক্তিদের বেছে নিয়ে তৃণমূল এই অবজার্ভার নিয়োগ করছে। তাছাড়া ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে এই অবজার্ভার নিয়োগ করা হচ্ছে ব্লকে অবস্থিত পার্শ্ববর্তী কোনও অঞ্চলের বাসিন্দাদের থেকে। অর্থাৎ কোনও অঞ্চলের অবজার্ভার সেই অঞ্চলের দলের কোনও পদাধিকারী বা কর্মী হবেন না। তাঁরা পার্শ্ববর্তী অন্য অঞ্চলের বাসিন্দা হবেন।

নয়া পদে যাঁরা

- পঞ্চায়েতে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে
- দলে তেমন কোনও পদে নেই
- দলের জন্য সময় দিতে পারবেন
- ব্লকে অবস্থিত পার্শ্ববর্তী অন্য অঞ্চলের বাসিন্দা হতে হবে

যদিও প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচনের আগে হঠাৎ করে তৃণমূলের এই অবজার্ভার নিয়োগ করার প্রয়োজন পড়ল কেন? দলীয় সূত্রে খবর, প্রথমত এর মাধ্যমে জেলায় তাদের আরও ২৫৬ জন সক্রিয় নেতা উঠে আসবেন। এছাড়া এঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজকর্ম দলের জেলা নেতারা আরও ভালোভাবে করতে পারবেন। দলের জেলা ও ব্লক নেতাদের সব নির্দেশ এবং পরামর্শ এঁরা অঞ্চলগুলিতে দলের নেতা-কর্মী সকলের মধ্যে ভালোভাবে তুলে ধরবেন। কারণ, তাঁদের প্রধান কাজই হচ্ছে জেলা ও ব্লকের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে অঞ্চলগুলিকে ভালোভাবে চালানো। পাশাপাশি অঞ্চলগুলিতে দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে অঞ্চলে কোথায় কী সমস্যা, সুযোগসুবিধা, অসুবিধা রয়েছে সেইসব বিষয় তাঁরা দলের জেলা নেতৃত্বকে জানাবেন। এতে অঞ্চলগুলিতে কাজের গতি আরও বাড়বে, কাজের প্রতি নজরদারি আরও বাড়বে। অঞ্চল সভাপতি ও চেয়ারম্যানরা আরও দুজন লোক অতিরিক্ত পাওয়ায় তাঁদেরও কাজে সুবিধা হবে। ফলে ব্লক কমিটির মিটিংয়ে অঞ্চল কমিটির চিত্র তাঁদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে।

এ ব্যাপারে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'তৃণমূল অবজার্ভার নিয়োগ করুক আর যা-ই করুক তাতে কোনও লাভ হবে না। কারণ সাধারণ মানুষ ওদের পাশ থেকে সরে গিয়েছে। যে কারণে তৃণমূল এখন পুলিশ ও প্রশাসনিক মেশিনারি দিয়ে দল চালাচ্ছে। ভোটবাক্সে মানুষ এর সমুচিত জবাব দেবে।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, এমনিতেই কোচবিহার জেলায় বিজেপি অনেকটা শক্তিশালী। জেলায় ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ছয়টি আসন বিজেপির দখলে রয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনের আগে জেলায় তৃণমূলের অন্দরে কোন্দল যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে জেলায় ভালো ফলাফল করতে হলে অঞ্চলগুলিকে যে শক্তিশালী করতে হবে তা বিলক্ষণ জানে তৃণমূল। যে কারণে কোন্দল কমিয়ে অঞ্চলগুলিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সম্ভবত তৃণমূলের এই অবজার্ভার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত।

অশান্তিতে ছুরির আঘাত

চৌধুরীহাট, ২৪ অক্টোবর : পারিবারিক অশান্তির জেরে প্রথম পক্ষের মেয়ে ও স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-২ ব্লকের নাগরেরবাড়িতে। ওই এলাকার বাসিন্দা অভয় বর্মন কুড়ি বছর আগে প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে ছেড়ে বিয়ে করে অন্যত্র সংসার শুরু করেন। মাঝেমধ্যে নিজের বাড়িতে প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তানের সঙ্গে দেখা করতে এলে তাঁদের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। এবার ওই ব্যক্তি প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করা নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। সেইসময় রাগের বশে অভয় তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। মেয়ে মাকে বাঁচাতে গেলে মেয়ের ওপরও চড়াও হন অভয়। মেয়ের গলায় আঘাত লাগে। এদিকে, স্ত্রী ও কন্যার চিৎকারে বাসিন্দারা ছুটে আসেন। পরে তাঁদের রক্তাক্ত অবস্থায় বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পলাতক অভয়। সাহেবগঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

স্ত্রীকে খুন

বীরপাড়া, ২৪ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে পিটিয়ে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল দীপাই খাড়িয়ার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ডিমডিমা চা বাগানের পাকা লাইনে। স্থানীয়রা জানান, ঘটনার রাতে নেশা করা নিয়ে অশান্তি হচ্ছিল দম্পতির মধ্যে। এরপরই স্ত্রী কুমারী মাহালি খাড়িয়াকে মারধর শুরু করে দীপাই। পিঁড়ি দিয়ে মাথায় এবং চাকু দিয়ে দেহে আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২৭ বছর বয়সি কুমারীর। দীপাইকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

চুরি

শীতলকুচি ও তুফানগঞ্জ, ২৪ অক্টোবর : শীতলকুচি ব্লকের বড়মরিচায় একটি বাড়িতে চুরি হয় বৃহস্পতিবার রাতে। রাতে বাড়ির মালিক রিপন আলম স্ত্রীকে নিয়ে আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন। শুক্রবার অলংকার এবং নগদ টাকা চুরির বিষয়টি নজরে আসে। সেই রাতেই তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা একাদশ ক্লাবেও চুরির ঘটনা ঘটে।

বিক্ষোভ মিছিল

কোচবিহার, ২৪ অক্টোবর : সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছিল তাতে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সামগ্রী, স্কুলের পোশাক দেওয়া, তাদের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা করা সহ একাধিক দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে কোচবিহার শহরে মিছিল ও আন্দোলন করে এসএফআই। কাছারি মোড়ে জমায়েত হয়ে তারা কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করে।

বাড়িতে শ্রমিক

সিতাই, ২৪ অক্টোবর : দীর্ঘ ১৩ দিন নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশের সাহায্যে বাড়ি ফিরলেন চামটা গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক সুশান্ত বর্মন। টিটাগড় থেকে সিতাই থানায় খবর দিলে পুলিশ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাঁর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার চার বছরের মেয়ে

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু মায়ের

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে শুক্রবার মৃত্যু হল এক মহিলার। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে তাঁর চার বছরের শিশুকন্যাকে। এদিন দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাটের ভুলকিতে।

মৃতার নাম পপি দেব (৪৫)। জানা গিয়েছে, বাড়ি বুড়িরহাটের ভুলকি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে পপি মেয়ে মলিকে নিয়ে প্রান্তিক বাজার সংলগ্ন রেললাইন এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস আসার আগে ওই মহিলা রেললাইনের ধারে বসেছিলেন। সকলে তাঁকে রেললাইন থেকে সরে যাওয়ার জন্য বলেন। কথা শুনে তিনি সরেও গিয়েছিলেন।

ঘটনার পর রেললাইনের ধারে ভিড়। প্রান্তিক বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

তারপর দুপুর আড়াইটে নাগাদ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দিনহাটা স্টেশন পেরিয়ে কোচবিহারের দিকে যাওয়ার সময় পপিকে রেললাইনের ওপর দিয়ে শিশুর হাত ধরে হাঁটতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা চিৎকার করে সতর্ক করলেও তিনি সরে যাননি। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা।

স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে গুরুতর আহত মলিকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। রেল পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান মৃতার স্বামী বাদল দেব এবং পরিবারের সদস্যরা। আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। রেল পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দেওয়ালের কান থাকুক বা না থাকুক
আমাদের আছে

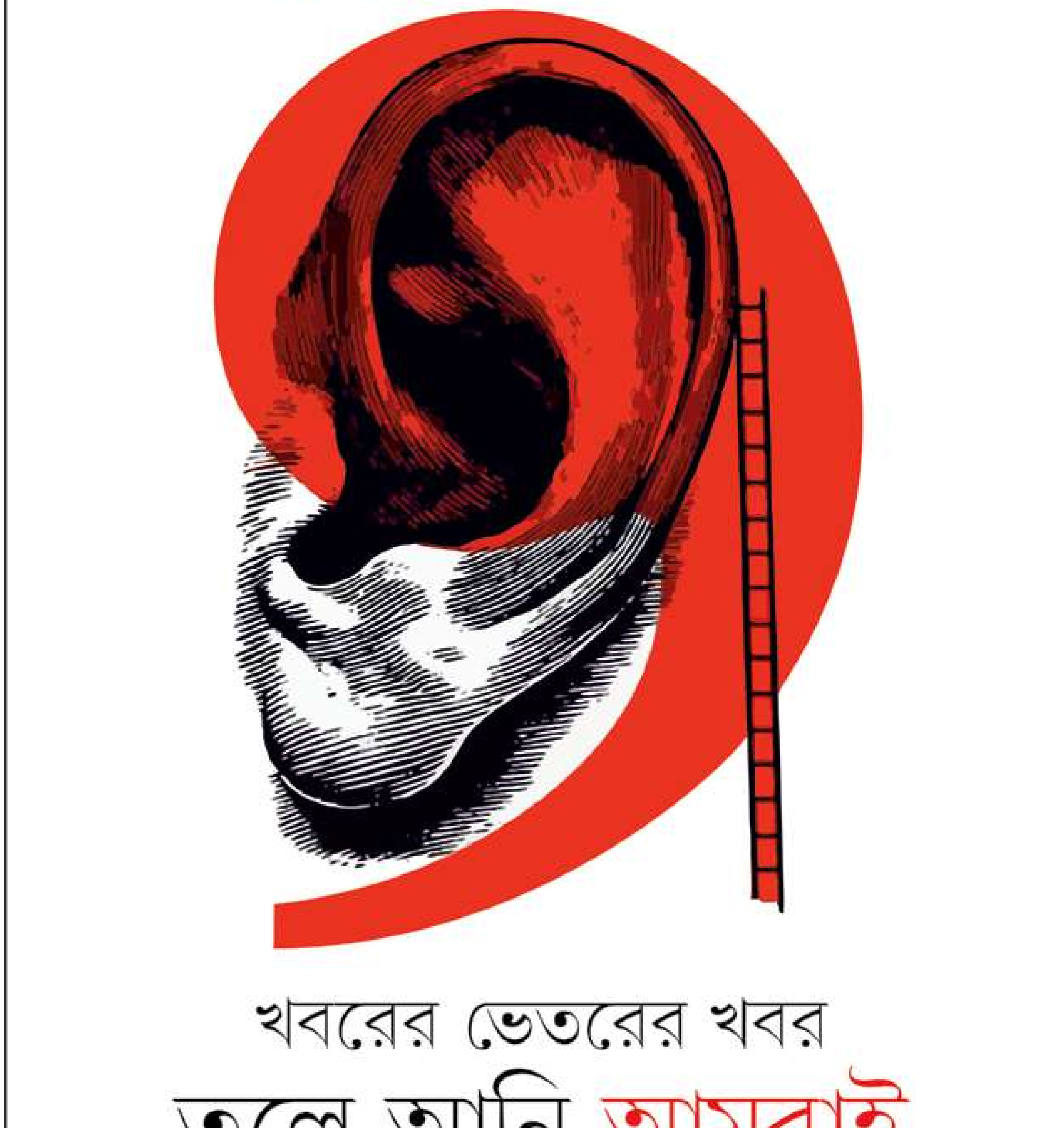

খবরের ভেতরের খবর
তুলে আনি আমরাই
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambad.com

সূচনা এবং প্রসারণ মন্ত্রালয়
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৪
অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান
সিনেমা সংক্রান্ত ফিল্ম এবং লেখা জমা দিন
যোগ্যতা
✤ পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র
সিবিএফসি কর্তৃক প্রত্যয়িত ইংরেজির অনুবাদ সহ জমা দিতে হবে
✤ সিনেমা সংক্রান্ত প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ/পর্যালোচনা
০১.০১.২০২৪ থেকে ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত
(উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)
বিশদ জানতে ফোন করুন - ০১১-২৬৪৯৩৩৭০/৭৮ -এ
(সকাল ০৯:৩০ টা - বিকেল ০৫:০০ টা)
নিয়মাবলি জানতে ও অনলাইনে জমা দিতে ৩১.১০.২০২৫
(বিকেল ০৫:০০ টার মধ্যে) দেখুন www.mib.gov.in ও nfaindia.org
সমস্ত নথি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান :
ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস সেল
তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রক
ভারত সরকার
সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্স
অগাস্ট ক্রান্তি মার্গ
নিউ দিল্লি-১১০০৪৯
Email: nfa.mib@gov.in | 72nfa2024@gmail.com
Website: www.mib.gov.in | nfaindia.org
CBC 22201/11/0019/2526

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৫ সংখ্যা, শনিবার, ৭ কার্তিক ১৪৩২

পথ দেখাল কেরল

সদিচ্ছা থাকলে যে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব, কেরলের বাম গণতান্ত্রিক জোটের (এলডিএফ) সরকার সেটা দেখিয়ে দিল। ১ নভেম্বর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে কেরলকে চরম দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করতে চলেছে পিনারাই বিজয়নের সরকার। যে দেশে এখনও ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে র‍্যাশন জোগাতে হয়, সেই দেশের একটি অঙ্গরাজ্যের এই প্রাপ্তি সহজে আসার কথা নয়।

স্বাধীনতার পর গত ৭৮ বছরে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্য বারবার শোনা গিয়েছে রাজনীতিবিদদের মুখে। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ হয়নি। সেদিক থেকে কেরল সরকারের চরম দারিদ্র্যমুক্তির এই পদক্ষেপ একটি মডেল তৈরি করল গোটা দেশের সামনে। যা বাকি রাজ্যগুলি অনুসরণ করতে পারে। কেরলের এই অসাধ্যসাধনের নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘ পরিকল্পনা।

কেরলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী এমবি রাজেশের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, এক্সট্রিম পভার্টি ইরাডিকেশন প্রোজেক্ট (ইপিইপি) প্রকল্পে রাজ্যের ৬৪,০০৬টি পরিবারকে চরম দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। ওই পরিবারগুলির জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা, উপার্জনের সুযোগ এবং মাথার ওপর পাকাপোক্ত ছাদের নিশ্চয়তা তৈরি করেছে রাজ্য সরকার।

রাজেশের দাবি, কেরলই দেশে প্রথম এবং চিনের পর বিশ্বে দ্বিতীয় অঞ্চল, যেখানে চরম দারিদ্র্যমুক্তি ঘটেছে। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ সরকারের প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রথম সিদ্ধান্তই ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদলে চরম দারিদ্র্য দূর করার কর্মযজ্ঞ হাতে নেওয়া। তাতে ১০০ শতাংশ লক্ষ্যপূরণ হয়েছে। কেরলের সাফল্যে প্রশ্ন উঠছে, অন্য রাজ্যগুলি কেন একই পদক্ষেপ করতে পারছে না?

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই দাবি করেন, তাঁর সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথীর মতো একাধিক প্রকল্পে রাজ্যে দারিদ্র্য কমেছে। তাতে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্যের স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু কেরল সরকার যাতে একজনও চরম দরিদ্র না থাকেন রাজ্যে, তা সুনিশ্চিত করেছে। প্রকল্পটি গ্রহণের সময় কেরলের ৬৪,০০৬টি পরিবারের মোট ১,০৩,০৯৯ জন চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতেন।

কেরলকে চরম দারিদ্র্যমুক্ত করতে গরিব পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে একের পর এক পদক্ষেপ করেছে সরকার। খাদ্য, স্বাস্থ্য, পাকা বাড়ি, জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করেছে ওই পরিবারগুলিতে। এর আগে কেরল দেশের সবথেকে শিক্ষিত রাজ্যের স্বীকৃতি আদায় করেছিল। ইদানীং শোনা যাচ্ছে, কেরলের বেসরকারি স্কুলগুলির চেয়ে সরকারি স্কুলগুলিতে ভর্তির প্রবণতা বাড়ছে। এই কৃতিত্ব এলডিএফ সরকারের বলে সিপিএম দাবি করছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কেরলের অগ্রগতি অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকারের আমলেও হয়েছিল। আসলে কেরল সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্যের পাশাপাশি চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তির দিশা দেখানোর মডেল তুলে ধরেছে। গত ১১ বছরে দেশের উন্নয়নে গুজরাট মডেলের কথা শোনা গিয়েছে। ইদানীং অপরাধ দমনে উত্তরপ্রদেশে বুলডোজার মডেলের কথা শোনা যায়।

মাঝে আপ শাসনে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে দিল্লি মডেল নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। আবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল গোটা দেশকে বাংলা পথ দেখাচ্ছে বলে জোরালো প্রচার করেছে। কেরলের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে সারা দেশে সিপিএমের ভাবমূর্তি শোধরানোর সহায়ক।

যদিও পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সার্বিক বিকাশের পথে হাঁটার বহু সুযোগ বামফ্রন্ট সরকার পেলেও কেরলের ধাঁচে অগ্রগতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেই ব্যর্থতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মানচিত্র থেকে বামেরা কার্যত মুছে গিয়েছে। অথচ কেরলে যা করা সম্ভব হয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গে অনেক আগেই করা যেত।

রাজনীতির কচকচানির বাইরে গিয়ে কেরলের চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করার সাফল্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে এখন আলোচনা দরকার। প্রয়োজন কেরল মডেলকে আরও উন্নত করে বিভিন্ন রাজ্যের আর্থসামাজিক অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করা।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

–শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

পদ্মাপারে বিভ্রান্তির গলিতে ছাত্র নেতারা

বাংলাদেশে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জিতছে জামায়াতের সংগঠন। ছাত্রদের পার্টি এনসিপি জোটের সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

জেন জেড ২১২!

মরক্কোয় ইদানীং এক বিপ্লব শুরু হয়েছে, যার নাম এরকমই! টেলিফোনে আন্তর্জাতিক কোডে মরক্কোর নম্বর ২১২। সেই কথা মাথায় রেখেই বিপ্লবের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে এই নম্বর।

কারণটা কী? মরক্কোর বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে নতুন করে আন্দোলনে নেমেছে তরুণ সম্প্রদায়! অবশ্যই তাদের সামনে আদর্শ এখন মাদাগাস্কার!

মাদাগাস্কার এবং কেপ ভার্দে--এই দুটো দেশ এখন আফ্রিকাজুড়ে আলোচনায়। মাদাগাস্কারে তরুণ প্রজন্মের বিদ্রোহে সরকারের পতন ঘটেছে। কেপ ভার্দে আবার বিশ্বকাপ ফুটবলে মূলপর্বের টিকিট পেয়েছে মহাদেশের সব শক্তিধর দেশের সবার আগে। আইসল্যান্ড ছাড়া অতীতে এত ছোট দেশ কখনও মূলপর্বে খেলতে পারেনি।

দুটো দেশেই তারুণ্যের জয়গান। এবং সেটা অন্য দেশগুলোকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে।

মাদাগাস্কারের বিপ্লব দেখেই মরক্কোর তরুণরা নেমে পড়েছেন জেন জেড ২১২ আন্দোলনে!

সব দেশেই কি তরুণরা ভালো বিকল্প আনতে পারছেন? জনতার বিপ্লবে নির্বাচিত সরকার ভেঙে পড়েছে বাংলাদেশেও! সেখানে আন্দোলনে যাদের বড় ভূমিকা ছিল, ছাত্রদের দল সেই এনসিপি কিন্তু এখনই বড় বিপদের মুখে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল। নেতারা ক্ষমতার স্বাদে লোভী বাঘ। এ ওকে কামান ছুড়ছে। বহু প্রশ্নের সামনে পার্টির নেতাদের নৈতিক চরিত্র।

আপনি ভাবতে পারেন, আফ্রিকা নিয়ে লিখতে লিখতে হঠাৎ কেন বাংলাদেশের প্রসঙ্গে চলে যাওয়া হল? কারণ একটাই! সামগ্রিকভাবে আফ্রিকান মহাদেশে যে ডামাডোল চলছে, সেটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে আজকের বাংলাদেশ!

সবচেয়ে বেশি সমালোচনার মুখে ছাত্রদের নতুন পার্টি। কেননা তাদের ওপরেই নতুন সূর্যোদয়ের আশা ছিল সবচেয়ে বেশি, আর সবচেয়ে সুবিধাবাদী হিসেবে ভোটের রাজনীতিতে অবতীর্ণ ছাত্রদের পার্টিই।

তারা এখন হিসেবে ব্যস্ত, বাকি দুটো ফেভারিট পার্টির মধ্যে কোন পার্টির সঙ্গে তারা জোট বাঁধতে যাবে। বিএনপি না জামায়াতে? নেতাদের কাছে সাধারণ ছাত্ররা উপেক্ষিত।

সোজা কথা সোজাভাবে বললে, যারা বেশি সুবিধে দেবে তাদের সঙ্গেই হাত মেলানো হবে। আদর্শ-টাদর্শ অত্যন্ত বাজে কথা। বেশি সুবিধা পেলে তারা প্রবল সম্প্রদায়িক জামায়াতের হাত ধরতেও সময় নেবে না। এতটাই বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে তারা। কে বলবে, এক বছর আগে এরা বিশ্বকে এক অন্য স্নিগ্ধ আলোর সন্ধান দিয়েছিল?

দিনদুয়েক আগে মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করে বেশ কিছু উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশের বড় পার্টিগুলো। দাবি করা হয়েছে তাঁদের অপসারণ। বিএনপির বক্তব্য, কিছু উপদেষ্টা কিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার দিকে আঙুল তুলেছে খালেদা জিয়ার পার্টি। ওই দুজনের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ। অথচ এঁরা ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ।

সম্প্রতি বাংলাদেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হল। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গিরনগর-- চারটে বিশ্ববিদ্যালয়েই জিতেছে ছাত্রশিবির, জামায়াতের ছাত্র সংগঠন। আওয়ামী লিগের সংগঠন এখন আর নেই। বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল এলোমেলো। ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে নিজস্ব শৃঙ্খলা ও সুসংগঠিত কাঠামো গড়েছে। নিয়মিত সভাসমাবেশ, সাংস্কৃতিক আয়োজন, অনলাইন ক্যাম্পেন— সবকিছুতেই তারা ছিল সংগঠিত। তার ফলও পেয়েছে হাতেনাতে।

প্রশ্ন হল, দেশের নির্বাচনে জামায়াতে এর ফয়দা তুলতে পারবে কি না।

ঢাকা, রংপুর, কুষ্টিয়ার চেনা মানুষজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলে মনে হল, ছাত্রশিবিরের সাফল্যের প্রভাব কিছুটা পড়বে সাধারণ নির্বাচনে। তবে পুরোটা নয়। ছাত্র নির্বাচন ও সাধারণ নির্বাচনে ফারাক সব দেশেই অনেক। সেখানে সাধারণ নির্বাচনে এখনও বিএনপিই এগিয়ে। ছাত্রদের পার্টির ওপর আস্থা নেই সাধারণ মানুষের।

বাংলাদেশে দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো মোটামুটি শান্তিতে কেটেছে এবার। কারণটা কী? ঢাকা থেকে এক সাংবাদিক বন্ধু ভালো বললেন, 'কারণটা কিছুই নয়, এবার আসলে রক্ষক আর ভক্ষক, পাহারাদার ও হামলাকারী একই লোক। যারা ঝামেলা করে থাকে, তারাই এবার ক্ষমতায়। তাই নিন্দার ভয়ে কোনও হামলা করতে পারেনি।' এখানেও বোঝানো হল, আওয়ামী লিগের বিপক্ষ দলের তরুণ প্রজন্মই সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে ইন্ধন জোগাত বেশি।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে আক্রমণ করা হয়েছিল বাংলাদেশের এক ছাত্র নেতাকে। সেই প্রসঙ্গে তাসনিম জারা নামে এক সিনিয়ার ছাত্র নেত্রী যা বলেছেন, তা মন ছুঁয়ে যায়। বহুদিন পর দুই বাংলা মিলিয়ে কোনও বাঙালি নেতা বা নেত্রীকে বলতে শুনলাম, ভদ্রতা হারানো মানে পরাজয় মেনে নেওয়া। 'ওরা অপমানের রাজনীতি করুক। আমরা মর্যাদার রাজনীতি গড়ব। মর্যাদা মানে শুধু নেতাদের সম্মান দেওয়া নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের সম্মান নিশ্চিত করা।' সম্মান নিশ্চিত করা বলতে তিনি কী বলেছেন? যা বলেছেন, তা ছাত্র নেতারা পালন করতে পারলে ওই বাংলার মতো এই বাংলার রাজনীতিও পালটে যেতে পারত। সেটা যায়নি।

আদর্শ পরিস্থিতির ব্যখ্যায় গিয়ে তাসনিম জারা লিখেছিলেন,

'একজন নাগরিক ঘুষ না দিয়েও সরকারি অফিসে সম্মান পাবেন।

একজন রোগী হাসপাতালে ভিআইপি না হয়েও সেবা পাবেন।

রাজনীতিবিদরা প্রভু না হয়ে সেবক হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াবেন।

একজন নারী রাস্তায়, বাসে, বা অনলাইনে হেনস্তার শিকার হবেন না।

একজন ছাত্র মিছিলে গেলে গুলি খাবেন না।

একজন নাগরিক মন্ত্রী-এমপিদের সমালোচনা করতে পারবেন কোনও ভয় ছাড়া।'

ওই ছাত্র নেত্রীর পরবর্তী মন্তব্য ছিল, 'আমাদের মর্যাদার রাজনীতি মানে হল : বাংলাদেশে আর কাউকে ভয় দেখিয়ে, ঘুষ খাইয়ে, অপমান করে চুপ করানো যাবে না।'

এসব আদর্শ পরিস্থিতি উপমহাদেশের কোনও দেশে হলে মানুষ স্বর্গে যাবে। কিন্তু সে তো বাস্তবে এখানে আর হওয়ার নয়।

গত এক বছরে ছাত্ররা যেখানে সরকারে গিয়ে এত ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে, তার বিন্দুমাত্র রেশ কিন্তু ভারত বা পাকিস্তানে নেই। যে ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী, যে ভারতের হাত ধরেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়া, সেখানেও ইদানীং ছাত্র রাজনীতি বদ্ধ জলাশয়। যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের জন্ম, যে পাকিস্তান একদা প্রবল শত্রু হয়েও আজ বন্ধু হওয়ার দিকে এগিয়ে, সেখানেও এক দৃশ্য।

ভারত-পাকিস্তানে কি দুর্নীতি নেই তা হলে? অবশ্যই আছে এবং সেটা বাংলাদেশের থেকে বেশি করে আছে। তবুও এই ভারত-পাক ছাত্র সংগঠনগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারছে না রাজনীতিতে, প্রশ্নটা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালাতে পারেন। তাতে কোনও লাভ হবে না।

দুটো দেশেই ছাত্র রাজনীতি আর দানা বাঁধে না প্রধানত দুটো কারণে। এখানে নেতারা অনেক বেশি সক্রিয় ও শক্তিশালী। ছাত্রসমাজ ঝুটঝামেলায় যেতে চায় না, রাজনীতিতে তাদের আগ্রহ নেই। হয় তারা নিজস্ব কেরিয়ার গড়তে ব্যস্ত, নইলে ব্যস্ত জীবনযুদ্ধে। পেশাদার দক্ষ নেতারা এদের দমিয়ে ব্যবহার করেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকেন।

বাংলাদেশের ছাত্রদের জ্বলে ওঠা নতুন ঘটনা নয়। হাসিনার সেরা ফর্মেও একটা সময় ছাত্ররা বিশেষ করে স্কুল ছাত্ররা স্তব্ধ করে দিয়েছিল বাংলাদেশের রাজপথ। তাতে লাভের লাভ অবশ্য কিছুই হয়নি। কিছুদিন পরে দেখা যায় সব বিদ্রোহ ঠান্ডা। আজকের বাংলাদেশি ছাত্রদের মধ্যেও সেই প্রবণতা মারাত্মক। নেতা হয়ে ওঠার পর স্বাভাবিক অসুখের সবই তাদের আক্রমণ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, বড় হয়ে উঠেছে ঔদ্ধত্য। যে ঔদ্ধত্য নিয়ে কিছুদিন আগে খেলার তরুণ উপদেষ্টা আক্রমণ করেছেন দেশের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার সাকিবকে, সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার বার্তা। এত ঔদ্ধত্য ভালো নয়।

এই এক বছরে পদ্মাপারে সাম্প্রদায়িক জামায়েত দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যা বেড়েছে, তা বাড়াতে পারেনি ছাত্রদের পার্টি। সম্প্রীতির পালটা বার্তাও দিতে পারেনি। ক্লাসরুমে নারী সতীর্থদের কথা ভেবেও দিতে পারেনি নারী স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার বার্তা। এখন ছাত্রদের দলকে একবার বিএনপি, একবার জামায়েত-- এই করে যেতে হচ্ছে! তার মানে তো সেই চূড়ান্ত সুবিধাবাদের রাজনীতি, যা আমরা চিরকাল দেখে এসেছি! বাংলাদেশের ছাত্র পার্টি তাহলে আমাদের নতুন কী দিল এতদিনে?

অতীতের ইতিহাস ধরলে আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা-- অনেক জায়গাতেই দেশীয় রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ছাত্র আন্দোলন। আমেরিকার ফ্রি স্পিচ আন্দোলন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ থেকে আজকের ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার। চিনের ১৯১৯ ও ১৯৮৯-এর প্রতিবাদ আন্দোলনেও বড় ভূমিকা ছিল ছাত্রদের। ভারতে জরুরি অবস্থার সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষবিরোধী আন্দোলন, চেকোস্লোভাকিয়ার ভেলভেট আন্দোলন, ফ্রান্সের ১৯৬৮ মে মাসের ছাত্র আন্দোলনের কথা এখনও বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ানো হয়। আজকের পৃথিবীতে বাংলাদেশ-নেপাল ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, কেনিয়া, মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়াতেও ছাত্র আন্দোলন নিয়ে চর্চা হয়েছে প্রচুর।

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন যদি দুর্নীতির ফাঁসে, ধান্দাবাজির চক্করে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেটা বিশ্বের ছাত্র আন্দোলনের পক্ষেই খারাপ। বাংলাদেশের ছাত্র নেতারা অবশ্য ওই ধান্দাবাজির পথে এগোচ্ছেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে।

ছাত্র নেতা থেকে রাষ্ট্রপ্রধান, এমন নজির সাম্প্রতিক বিশ্বে নেই। ব্যতিক্রমী মুখ চিলির গাব্রিয়েল বোরিক ফন্ট। ছাত্র নেতা হিসেবেই উত্থান, তিন বছর আগে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন পাবলো নেরুদার দেশে। এখন বয়স মাত্র ৩৯।

এখনই বলা যায়, বাংলাদেশ অদূরভবিষ্যতে কোনও গাব্রিয়েল বোরিককে পাবে না।

আজ

১৯২৯

অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৪৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন।

আলোচিত

আমির বলিউডের সবচেয়ে ধূর্ত শিয়াল। ও সলমনের থেকেও বেঁটে। কিন্তু কী মারাত্মক চালাক আর ম্যানিপুলেটিভ। এর আগেও আমি অনেক বলেছিলাম, বলিউড পরিচালকদের ওপর প্রভাব খাটানোর ট্রেন্ড আমিরই শুরু করেছেন। পরে সেই স্ট্যাটেজি অনুসরণ করে চলা শিখেছেন ওঁর সহকারীরা।

- অভিনব কাশ্যপ

ভাইরাল/১

মিরাটের নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্মীদের অত্যাচারে ৪৫ বছরের এক ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ৪ জন তাঁকে বেঁধে মারধর করছে। তিনি চেষ্টা করছেন বাঁধনমুক্ত হতে। পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভাইরাল/২

হনুমানের দাদাগিরি। রাস্তার মাঝে বসে সে। পাশ দিয়ে বাইক যাচ্ছিল। বাইকের ওপর লাফিয়ে পড়ে হনুমানটি। বাইক নিয়ে রাস্তায় পড়ে যান চালক। 'গুন্ডা' হনুমানের অত্যাচারে দুমকার বাসিন্দারা অতিষ্ঠ। বনকর্মীরা সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে আসেন।

জনমন জনমত

বনাঞ্চলে ফুড কোর্ট-রেস্তোরাঁয় সর্বনাশ পরিবেশের

১৯ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'রংটংয়ের বদলে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি' শীর্ষক খবরের পরিপ্রেক্ষিতে বলি, এসব অঞ্চল হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত। মানুষের হানাদারিতে, বিশেষ করে অবাধ যাতায়াতে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনধারা ব্যাহত হতে পারে। নদীর গতিপথ আটকে, নদী দখল করে, নদীর পাড়ে চা, টোস্ট, অমলেট বিক্রির দোকান খুললে আর সেখানে গিয়ে রিল্যাক্স করলে নদীর বাস্তুতন্ত্র ক্ষয়ে যায়। পরবর্তীতে হড়পা এসে যে সবকিছুকে তছনছ করে দেয়, সেটা আপনারা অন্যান্য প্রতিবেদনে অসংখ্যবার লিখেছেন।

বাস্তবিক শিলিগুড়ির পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল এখন আর বনাঞ্চল নেই। সেটা তরিবাড়ি, গুলমা, বেঙ্গল সাফারি হোক বা সেবক, শালুগাড়া, নকশালবাড়ি বা খড়িবাড়ি যাইহোক, সর্বত্র নদী, বনাঞ্চল, পাহাড়ের তলদেশে গড়ে উঠছে ফুড স্টল, ফুড কোর্ট, রেস্তোরাঁ, বার, পাব, ফুড জয়েন্ট, মুরগির মাংস বিক্রির দোকান, সাঁলো সহ টোস্ট-পাউরুটির দোকান। আর এসব জায়গায় অবাধে বিক্রি হচ্ছে মদ, ড্রাগস। মদের ভাঙা শিশিতে হাতি, বাইসনের জীবন বিপন্ন হচ্ছে, অন্যদিকে মদের টানে এবং গন্ধে হাতিরা এসব জায়গায় হামলা চালাচ্ছে। এসব দোকানের লাইসেন্স, কাগজপত্র বৈধতা কিছুই নেই।

একইভাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে গড়ে উঠেছে ফুড জয়েন্ট। ছেলেমেয়েরা সব সন্ধ্যার পর ওখানে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলেই হাতির হানাদারির খবর বেরিয়েছে। বাস্তবিক, স্ববিরোধিতা বা অসংগতি আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সবকিছুকেই ঘিরে ধরেছে। খাওয়াদাওয়া, আউটিং, রিল্যাক্স প্রভৃতির আড়ালে মদের দোকান, বিলিতি মদের দোকান কখন যে গড়ে ওঠে আমরা খেয়ালই করি না।

রাজ্য সরকারে টার্গেটই হল, অন্তত ২১০০০ কোটি টাকার মদ বিক্রি করা। অন্যদিকে, কোষাগারের ঘাটতি মেটাতে সেই রাজ্য সরকারই ২৯০০০ কোটি টাকা বাজার থেকে ধার করছে। এই আবহে অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রির আবহে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে সবচেয়ে বড় মহাকালধাম করতে চলেছেন উত্তরবঙ্গে। সেখানেও ট্যুরিজম হবে। আর ট্যুরিজম হলে যা হয় সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

ময়নাগুড়িতে এক অতি বৃহৎ শিবমন্দির আছে। তারপরেও মহাকাল মন্দির! ধার করেই তো মহাকাল মন্দির তৈরি হবে? ধার করে, ঋণ করে সব চলছে। এদিকে, গোটা বিশ্বের জিডিপির তুলনায় গোটা বিশ্বের ঋণের পরিমাণ ২৯১ শতাংশ বেশি। রাজনৈতিক নেতাদের স্ববিরোধী কর্মসূচির হাত থেকে ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে হলে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসুর রচনাবলির দিকে তাকানো দরকার। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখর কথা। স্ববিরোধিতা কীভাবে আমাদের জীবনকে পেঁচিয়ে ধরে আমাদের বুদ্ধি, চিন্তা, মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেটা বুঝতে হলে সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক চলচ্চিত্রটি দেখা দরকার।

শান্তনু বসু, চাঁচল, মালদা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সবকিছু আলাদাভাবে দেখার অন্য চোখ

সম্প্রতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কতটা প্রখর ছিল মনে করিয়ে গেল।

স্বপনকুমার মণ্ডল

তখন তাঁর অগাধ সাম্রাজ্য। আমি তখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বহুদূর থেকে তাঁরই উষ্ণতায় তাঁকে উপভোগ করি। ১৯৯৮-এ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী ছিল। সেই মহান মানুষটিকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিভাগে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। বহু রথী-মহারথীর সঙ্গে সেখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরও আগমন হল। সৃষ্টির প্রাচুর্যে পুরস্কার-সম্মানের আলোয় তখন তাঁর আকর্ষণীয় বিস্তার। তাঁর সৃজনবিশ্বের আলোতেই তাঁর সাধারণ জীবনের পরিচয় জেনে আত্মবিশ্বাসের রসদ খুঁজেছিলাম। আসলে সকলে নিজের মতো করেই তা খোঁজে, নিজেকে মেলাতে চায়। আমার ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে এদেশে এসে অতি সাধারণ পরিবারে বেড়ে ওঠা সুনীলের গড়ে তোলা জীবনের ইতিবৃত্তে তখন নিজেকে খুঁজে নেওয়ার রোমাঞ্চ আমার মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে।

বিভাগের সেমিনারে সেদিন তাঁর উপস্থিতি ছিল বাড়তি পাওয়ার আনন্দ, সেলেব্রিটির আগমনী উত্তেজনা। বিশিষ্ট সেই সাহিত্যিকের বক্তব্য শোনার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। সেদিন তাঁর বক্তব্যের দুটি বিষয় আমাকে আজও ভাবায়। তাঁর কথায়, বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। গ্রামবাংলাকে তাঁর মতো আর কেউ তুলে ধরতে পারেননি। অবশ্য অন্য দুই বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্থাৎ বিভূতিভূষণ ও মানিকের প্রতিও তাঁর অসীম শ্রদ্ধার কথা পরে জেনেছি। কমলকুমার মজুমদারকে নিয়ে তাঁর অসামান্য মূল্যায়নও পড়েছি। কিন্তু সেদিন তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক পরিচয়ে তাঁর শ্রদ্ধাবোধ নতুন করে ভাবিয়েছিল আমায়। সত্যিই তো সত্তরের বেশি উপন্যাসের ক্যানভাসে গ্রামবাংলার আকাঁড়া জীবনচিত্রের পরিচয়ে তারাশঙ্কর অতুলনীয়। তাঁর মতো বিবর্তমান দ্বন্দ্বমুখর উপন্যাসের পরিচয় সত্যিই দুর্লভ।

অন্যদিকে বাড়তি উপহারস্বরূপ সুনীল আরেকটি মজার বিষয় বলেছিলেন সেদিন। ফরাসিদের বিষয়ে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য। একটি মেয়ে সেখানকার রাস্তায় ছুটে যাচ্ছে। তাকে একজন জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, 'এখন দাঁড়ানোর সময় নেই, জামাটা পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। তাই নতুন জামার খোঁজে ছুটে চলেছি।' ফরাসি মেয়েরা আয়নার সামনে বসে প্রথমে বিভিন্ন প্রসাধনী মুখে মেখে খুব সুন্দর করে সাজে। সাজা শেষ হলে আবার সেগুলো মুছে ফেলে। এবার অন্য রকম সৌন্দর্য বেরিয়ে আসে। এভাবে সাজার পরে মুছে আরও নান্দনিকতার অজানা খনির পরশমণিতে আমরা তখন বিস্ময়ের ঘোরে। সুনীল এমনই ছিলেন। সবকিছু আলাদাভাবে দেখার জন্য তাঁর অন্য এক দৃষ্টি ছিল। সেটাই তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। আমাদের সামনে হাজির হয়ে তিনি যে তাঁর রূপ দেখিয়েছিলেন, আমরা আজও তাতে মজে। স্বকীয়তা দিয়েই সুনীল সেদিন সকলের সমীহ আদায় করে নিয়েছিলেন। যে কোনও বিষয়কে অন্য চোখে দেখলে যে বাড়তি কিছু দেখা যায় সেটা সেদিনই আবিষ্কার করেছিলাম। সেই শিক্ষা আজও কাজে লাগছে। যতটা পারছি সেই শিক্ষা আমার ছাত্রছাত্রীদেরও শেখানোর চেষ্টা করে চলেছি। জীবন এমনই। এভাবেই বয়ে চললে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ মানুষের হদিস পাওয়া যায়।

(লেখক সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৫

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। দামের অগ্রিম দেওয়ার নথি ৩। মহামারি, সংক্রামক অসুখে অনেক মানুষের মৃত্যু ৫। বৈষ্ণব মতে বিয়ে ৭। অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত ৯। খেতাব বা পদক বা পরিচয়ের চিহ্ন ১১। এই মোরগ ঘরে থাকে না ১৪। একটি পাখির নাম ১৫। তিমির আকৃতির সমুদ্রের কাল্পনিক প্রাণী।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের মিষ্টি, ঘি, ময়দা আর চিনির পাকে তৈরি ২। ভালোবাসার মানুষ, প্রেমিক ৩। নিয়োগকর্তা, বাড়ির মালিক ৪। ঝগড়া, তর্কাতর্কি ৬। শতকের দশ ভাগের এক ভাগ ৮। অন্যের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ১০। গানের আসর ১১। কাচের পাত্র ১২। সোনার টাকা ১৩। ভুলভ্রান্তি।

সমাধান ■ ৪২৭৪

পাশাপাশি : ১। মন্তাজ ৩। বৃতি ৫। গণ্ড ৬। মক্ষিকা ৮। জড়ুল ১০। তালাও ১২। মাতন ১৪। বাপু ১৫। খাজা ১৬। রাগবি।

উপর-নীচ : ১। মমতাজ ২। জগদ্দল ৪। তিরিক্ষি ৭। কালা ৯। লামা ১০। তানপুরা ১১। ওলাবিবি ১৩। তনখা।

বিন্দুবিসর্গ

চলন্ত বাসে আগুন মৃত ২৫

কুর্নুল, ২৪ অক্টোবর : রাজস্থানের পর এবার অন্ধ্রপ্রদেশ। যাত্রী বোঝাই চলন্ত বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের। শুক্রবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে কুর্নুল জেলায়। বেসরকারি বাসটি হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল। চিন্নাতেকুরের কাছে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি বাইকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ হয়। বাসের সামনের অংশে আটকে যায় বাইক। সেই অবস্থায় বেশ কিছুদূর এগিয়ে যায় বাস। তারপর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসটিতে আগুন লেগে যায়। আগুন দ্রুত গোটা বাসে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২০ যাত্রীর। বেশ কয়েকজন আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাসটিতে ৪১ জন যাত্রী ছিলেন।

কুর্নুলের জেলা শাসক গুডিপতি শিবনারায়ণ জানিয়েছেন, আগুনে পুড়ে যাওয়া বাসটি কাবেরী ট্রাভেলস নামে একটি সংস্থার। বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর বাইকের জ্বালানি ট্যাংকে আগুন ধরে যায়। সেই আগুন গোটা বাসে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় বাইক চালকের মৃত্যু হলে বাসের চালক মিরিয়ালা লক্ষ্মীয়া, সহকারী চালক গুডিপতি শিবনারায়ণ এবং বাসকর্মী মিরিয়ালা অশোক প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁরাই পুলিশকে দুর্ঘটনার খবর দেন।

একনজরে
- শুক্রবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে কুর্নুল জেলায়
- বাসটি হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল
- ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বাইকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ
- বাইকের জ্বালানি ট্যাংক ফেটে বাসে আগুন
- মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ কেন্দ্রের

পুড়ছে যাত্রীবাহী বাস। ডানদিকে ভস্মীভূত বাসের কঙ্কাল।

নিহতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে সাহায্য ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন তিনি।

পিএমও থেকে করা পোস্টে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রত্যেক নিহতের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আহতদের ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।'

শোকপ্রকাশ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল লিখেছেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নির্দোষ মানুষদের প্রাণহানি খুব দুঃখজনক এবং পীড়াদায়ক। এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারানো যাত্রীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি শোকপ্রকাশ করেছেন। দিনকয়েক আগে রাজস্থানের জয়সলমেরে একটি বাসে আগুন লেগে ২০ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। এবার কার্যত তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল দক্ষিণ ভারতে।

প্রয়াত 'বিজ্ঞাপন গুরু' পীযূষ পান্ডে

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর : বিজ্ঞাপন জগতের কিংবদন্তি পীযূষ পান্ডে আর নেই। বয়স হয়েছিল মাত্র ৭০ বছর। সংক্রমণে ভুগছিলেন তিনি। শুক্রবার প্রয়াত এই বিজ্ঞাপন গুরুই গড়েছিলেন ফেভিকল, ক্যাডবেরি, এশিয়ান পেন্টস সহ বহু স্মরণীয় বিজ্ঞাপন। শনিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

প্রায় চার দশকের কর্মজীবনে ওগিলভি সংস্থার ক্রিয়েটিভ প্রধান ও এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান ছিলেন পান্ডে। তাঁর ভাবনা থেকেই তৈরি হয়েছিল বিজেপির প্রচার স্লোগান 'অব কি বার, মোদি সরকার'।

পীযূষের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, 'বিজ্ঞাপনের জগতে তাঁর

অবদান স্মরণীয়। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য।' শোকবিহ্বল চিত্রপরিচালক সুজিত সরকার বলেন, 'দাদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু বছরের। সেই ২০১৩-২০১৪ সাল থেকে। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে মানুষটা নেই। এটা আমার কাছে ব্যক্তিগত শোক এবং ক্ষতি। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে শিখেছি অনেক। তবে শিল্পীর মৃত্যু হলেও শিল্পের মৃত্যু হয় না। তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই বেঁচে থাকবেন পীযূষ।'

পীযূষের জন্ম জয়পুরে, ১৯৫৫ সালে। পড়াশোনা জয়পুরের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। স্নাতক হন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে। বিখ্যাত গায়িকা ইলা অরুণের ভাই তিনি। ১৯৮২ সালে বিজ্ঞাপন দুনিয়ায় পা রাখেন পীযূষ। ক্রিকেট থেকে টি টেস্টিং, নানা বিষয়ে আগ্রহ থাকলেও বিজ্ঞাপনই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রেম। ২০১৬ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন পীযূষ। তিনি ছিলেন 'মিলে সুর মেরা তুমহারা'র গীতিকার এবং 'ভোপাল এক্সপ্রেস' ছবির সহ চিত্রনাট্যকার।

ছটপুজোয় বাড়ি ফেরার হুড়োহুড়ি। পাটনা স্টেশনে শুক্রবার। -পিটিআই

নেতা নীতীশই, স্পষ্ট বার্তা নমোর

পাটনা, ২৪ অক্টোবর : বিহারে এনডিএ-র মুখ যে নীতীশ কুমার সেটা বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর নামের পাশে 'সুশাসনবাবু' বলে যে তকমা দীর্ঘ ২০ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বের পর সেঁটে গিয়েছে তাকেও ধার করেছেন নমো। সমস্তিপুরে এবারের প্রথম নির্বাচনি জনসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর ঘোষণা, 'এবার নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ অতীতের যাবতীয় জয়ের রেকর্ড ভেঙে দেবে। বিহার এনডিএ-কে সবথেকে বড় জনাদেশ দেবে।' তিনি স্লোগান দেন, 'আরও একবার এনডিএ সরকার, আরও একবার সুশাসন সরকার।'

সমস্তিপুরের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সহ সমস্ত শরিক নেতা

ভোটের বার্তা। ভারতরত্ন কর্পুরী ঠাকুরের গ্রামে প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার।

হাজির ছিলেন। তাঁদের সামনে নীতীশ কুমারকে এনডিএ-র মুখ হিসেবে তুলে ধরার যে জোরালো প্রচেষ্টা প্রধানমন্ত্রী করেছেন তাতে স্পষ্ট, মুখ নিয়ে বিরোধী মহাজোটের লাগাতার খোঁচায় শাসক শিবির খানিকটা হলেও জেরবার।

বৃহস্পতিবার মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তেজস্বী যাদবের নাম ঘোষণা করা হয়। তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর নীতীশ কুমারই এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী মুখ কি না জানতে চান তেজস্বী এবং কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। বিজেপি নীতীশ কুমারকে আর কিছুতেই মুখ্যমন্ত্রী করবে না বলেও দাবি করেন তেজস্বী। কিন্তু বিরোধীদের ভুল প্রমাণে বৃহস্পতিবার আগাগোড়াই তৎপর ছিলেন মোদি। এদিন প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি বিহারে নির্বাচনি প্রচার করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-ও। তিনি সিওয়ান এবং বক্সারে দুটি জনসভা করেন।

তবে মোদি যে দাবিই করুন, সহর্ষে একটি জনসভায় তা নস্যাৎ করে তেজস্বী বলেন, 'এনডিএ ফের ক্ষমতায় এলে নীতীশ কুমারকে আর মুখ্যমন্ত্রী করা হবে না। আমরা জানি না এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী মুখ কে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপি নীতীশ কুমারকে আর মুখ্যমন্ত্রী পদে দেখতে চায় না। বিজেপি ওঁর সঙ্গে যে অন্যায় করছে সেটা অত্যন্ত দুঃখের।' তেজস্বীর আর্জি, 'আমাকে একবার সুযোগ দিন। ২০ বছরে এনডিএ যে কাজ করতে পারেনি, আমি ২০ মাসে তা করে দেখিয়ে দেব।'

নীতীশ কুমারকে নিয়ে এনডিএ-র বিশেষ করে বিজেপির অন্দরের টানাপোড়েন ইতিমধ্যে স্পষ্ট। কারণ, বিজেপির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি তাদের হাতেই থাকুক। কিন্তু বিহারে নীতীশের বিকল্প যোগ্য কোনও মুখ গেরুয়া শিবিরের হাতে আপাতত

> এবার নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ অতীতের যাবতীয় জয়ের রেকর্ড ভেঙে দেবে। বিহার এনডিএ-কে সবথেকে বড় জনাদেশ দেবে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

নেই। বর্তমান দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী এবং বিজয় সিনহাকে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিকল্প হিসেবে মানতে অনেকেই নারাজ।

এদিকে এদিন সমস্তিপুর ও বেগুসরাই দুটি জনসভাতেই বিরোধীদের তোপ দাগেন মোদি। দর্শকদের মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালানোর পরামর্শ দিয়ে আরজেডিকে কটাক্ষ করেন মোদি। তিনি বলেন, 'যখন সবার কাছে আধুনিক যন্ত্র রয়েছে তখন লণ্ঠনের আর কোনও দরকার নেই।' দুর্নীতি, জঙ্গলরাজ নিয়েও আরজেডিকে নিশানা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'যাঁরা জামিনে মুক্ত তাঁরা জননায়ক কর্পুরি ঠাকুরের পরম্পরা চুরি করার চেষ্টা করেছেন।'

মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে চুক্তি নয় : গোয়েল

বার্লিন ও নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শেষের পথে। দিনকয়েকের মধ্যে চুক্তির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে। একইসঙ্গে মার্কিন সূত্রে দাবি, চুক্তি হলে ভারতীয় পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ৫০ শতাংশ থেকে কমে ১৫-১৬ শতাংশ হতে পারে। জল্পনার মধ্যে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তিনি জানিয়েছেন, চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে ভারতের তরফে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে না। রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি কমানো নিয়ে যেসব রিপোর্ট সামনে এসেছে, সে ব্যাপারে গোয়েলের মত, ভারত কোনও তৃতীয় দেশের ইচ্ছায় নিজের বাণিজ্যসঙ্গী নির্বাচন করে না। তাঁর বক্তব্য আমেরিকাকে বার্তা বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

শুক্রবার বার্লিন ডায়ালগে অংশ নিয়ে পীযূষ গোয়েল বলেন, 'আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করছি। আমেরিকার সঙ্গেও আমাদের কথাবার্তা চলছে। তবে আমরা এসব ব্যাপারে কখনও তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিই না। সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বা মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে চুক্তিতে সইও করি না।' ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে ভারত। আমেরিকার সঙ্গেও বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা চলছে।

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। কেন্দ্র অবশ্য ট্রাম্পের দাবিতে সিলমোহর দেয়নি। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার অগ্রগতি নিয়েও নীরব দিল্লি।

এই পরিস্থিতিতে বাণিজ্যমন্ত্রীর বয়ান বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'বাণিজ্য চুক্তি একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা, যা আস্থা এবং স্থায়ী সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এটি শুল্ক বা স্বল্পমেয়াদে বাজারে প্রবেশাধিকারের মতো বিষয়গুলির চেয়ে অনেক বিস্তৃত।'

কৃত্রিম বৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : বায়ুদূষণে বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লি ও এনসিআর এলাকা। দূষণ কমাতে এবার কৃত্রিম মেঘ তৈরি করে বৃষ্টি নামানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কৃত্রিম মেঘ তৈরি করে যে আগামী সপ্তাহে বৃষ্টি ঘটানো হতে পারে, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এই তথ্য জানিয়েছেন। ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে বৃষ্টি ঘটানো হতে পারে।

যোগী-রাজ্যে সাংবাদিককে কুপিয়ে খুন

প্রয়াগরাজ, ২৪ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার ভরসন্ধ্যায় এক সাংবাদিককে কুপিয়ে খুনের ঘটনা ঘটল উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। তাঁর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সিং ওরফে পাপ্পু (৫৪)। পুলিশ জানিয়েছে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই সাংবাদিককে কোপানো হয়। সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই সাংবাদিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তীব্র গুলির লড়াইয়ের পর এই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বিশালকে জখম অবস্থায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার পায়ে তিনটি গুলি লেগেছে। বর্তমানে একটি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। আরও এক অভিযুক্তের খোঁজে

তল্লাশি চলছে। সন্দেহের বশে আরও দুজনকে পুলিশ আটক করেছে। কেন এই খুন তা জানা না গেলেও প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই সাংবাদিকের সঙ্গে বেশ কিছুদিন বিশালের গোলমাল চলছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ সিংয়ের অন্য পরিচয় হল তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি অশোক সিংয়ের ভাইপো। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার অজয় পাল শর্মা জানিয়েছেন, অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী বিশাল নামে একজন ব্যক্তি তাঁর শাগরেদদের সঙ্গে নিয়ে ওই সাংবাদিকের ওপর চড়াও হয়। প্রয়াগরাজের একটি হোটেলের কাছে ওই কোপানোর ঘটনা ঘটে। যে ছুরিটি দিয়ে সাংবাদিককে কোপানো হয় সেটি খুলদাবাদের মাছলি বাজার থেকে কিনেছিল বিশাল।

অভিযোগের তির দুই পুলিশ আধিকারিকের দিকে

মহারাষ্ট্রে আত্মঘাতী 'ধর্ষিতা' চিকিৎসক

পুনে, ২৪ অক্টোবর : হাতের তালুতে পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও হয়রানির অভিযোগ লিখে আত্মঘাতী হলেন মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার একটি সরকারি হাসপাতালের এক তরুণী চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার রাতে ফলটনের একটি হোটেলের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই চিকিৎসক তাঁর হাতের তালুতে একটি সুইসাইড নোট লিখে রেখে গিয়েছেন। সেই নোটে তিনি দুই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও মানসিক হয়রানির মতো গুরুতর অভিযোগ এনেছেন।

পরিবারের দাবি, ফলটন উপজেলা হাসপাতালে কর্মরত ওই চিকিৎসককে জোর করে মিথ্যা মেডিকেল রিপোর্ট তৈরি করতে বাধ্য করা হতো। রোগী উপস্থিত না থাকলেও 'ফিটনেস সার্টিফিকেট' দিতে হত তাঁকে। মৃতা তরুণীর এক তুতো ভাই জানান, 'দিদি বারবার অভিযোগ করেছিলেন পুলিশ সুপার ও ডিএসপি-কে। তাঁদের জানিয়েছিলেন লিখিতভাবেও। কিন্তু

কেউ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।'

লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী, সাব ইনস্পেকটর গোপাল বাদানে গত পাঁচ মাস ধরে ওই মহিলা চিকিৎসককে অন্তত বার চারেক ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি করেছেন। পাশাপাশি প্রশান্ত বনকার নামে আর এক পুলিশ আধিকারিক লাগাতার মানসিক নির্যাতন করছিলেন তাঁকে।

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ সাতারা পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেন এবং অভিযুক্ত দুই পুলিশ আধিকারিককে অবিলম্বে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে এই মামলায় জড়িত সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন ফড়নবিশ।

মহারাষ্ট্র মহিলা কমিশনের প্রধান রুপালি চাকানকরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন সাতারা পুলিশকে। ইতিমধ্যে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পাশাপাশি মৃতার হাতের তালুতে লেখা সুইসাইড নোটের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও অভিযুক্তরা বর্তমানে পলাতক।

ধৃত দুই আইএস জঙ্গি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : রাজধানীর বুকে আইএস জঙ্গীদের বড়সড়ো আত্মঘাতী হামলার ছক ভেস্তে দিল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। ভোপাল থেকে আসা ২ আইএস জঙ্গিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তাদের দুজনের নামই আদনান। তদন্তে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গেও তাদের যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। তারা দিল্লির ব্যস্ত জনবহুল এলাকায় আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা নিয়েছিল বলে দাবি পুলিশের। ফিদায়েঁ প্রশিক্ষণের সময়ই তাদের গতিবিধি নজরে আসে গোয়েন্দাদের। দিল্লির সাদিকনগর ও মধ্যপ্রদেশের ভোপালে একযোগে অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার প্রমোদ কুশওয়াহা এবং এসিপি ললিতমোহন নেগির নেতৃত্বে ছিলেন। ধৃতদের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, একাধিক পেন ড্রাইভ, আইএসআইএসের প্রচারমূলক ভিডিও এবং বেশ কিছু বিপজ্জনক ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে একটি ঘড়িও, যা দিয়ে আইইডি তৈরির চেষ্টা চলছিল বলে সন্দেহ।

আসছে নেলি গণহত্যার রিপোর্ট

গুয়াহাটি, ২৪ অক্টোবর : ১৯৮৩ সালে ঘটা অসমের 'নেলি গণহত্যা'র রিপোর্ট অবশেষে পেশ করতে চলেছে অসম সরকার।

অসমের মাটি থেকে বাঙালিদের তাড়াতে আটের দশকে ফুঁসে উঠেছিল অসমের বাসিন্দারা। বাঙালি অধ্যুষিত নেলি সহ লাগোয়া গ্রামগুলিতে অভিযান চালিয়ে একরাতে দু-তিন হাজার বাঙালিকে খুন করেছিল দুষ্কৃতীরা। নিহতদের বেশিরভাগই ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলা ও শিশু। ৪২ বছর পর সেই গণহত্যার রিপোর্ট দিনের আলো দেখতে চলেছে। খুব শীঘ্রই রিপোর্ট পেশ হবে অসম বিধানসভায়। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, আগামী নভেম্বরেই নেলি হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ত্রিভুবন প্রসাদ তিওয়ারি কমিশনের রিপোর্ট পেশ করবে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'অসমের ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যায়টি মানুষের জানা প্রয়োজন। তাই সরকার এই সাহসী পদক্ষেপ করেছে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে তৎকালীন ঘটনার ঠিক তথ্য সকলের সামনে আসবে।'

পাকিস্তানে জলপ্রবাহ আটকাতে বাঁধের ভাবনা

কাবুল, ২৪ অক্টোবর : পহলগাম হামলার পর সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে ভারত। সিন্ধু ও তার উপনদীগুলিতে বাঁধ তৈরি করে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। এবার সেই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল আফগানিস্তান। আফগান তথ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, কুনার নদীর ওপর বাঁধ তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তালিবানের শীর্ষনেতা মৌলবি হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা।

দিনকয়েক আগে রক্তাক্ত সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়েছিল আফগান ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। শতাধিক প্রাণহানি ঘটেছে। কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় দু'পক্ষ সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হলেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটলে প্রলেপ পড়েনি। এই পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানে ক্ষমতায় থাকা তালিবান শীর্ষনেতার বাঁধ তৈরির সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। তালিবান সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুহাজের ফারাহি বৃহস্পতিবার এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, বাঁধ তৈরির সঙ্গে আফগানিস্তানের কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করার নির্দেশ দিয়েছেন আখুন্দজাদা। লন্ডনভিত্তিক আফগান সাংবাদিক সামি ইউসুফজাই বলেন, 'ভারতের পর এবার পাকিস্তানে জল সরবরাহ সীমিত করার পালা আফগানিস্তানের। সর্বোচ্চ নেতা জল ও জ্বালানিমন্ত্রককে বিদেশি সংস্থাগুলির জন্য অপেক্ষা না করে দেশীয় আফগান কোম্পানিগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করার নির্দেশ দিয়েছেন।' ৪৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুনার নদীর উৎপত্তি উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পাহাড়, যা পাকিস্তান সীমান্তের কাছে ব্রোঘিল পাসের কাছে অবস্থিত। এটি দক্ষিণে কুনার এবং নাঙ্গারহার প্রদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় প্রবেশ করে, যেখানে এটি জালালাবাদ শহরের কাছে কাবুল নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। পাকিস্তানে কুনারকে চিত্রাল নদী বলা হয়। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে জলের চাহিদা পূরণের প্রধান উৎস হল কুনার নদী। এখানে জলপ্রবাহ কমে গেলে সিন্ধু নদীর ওপর গভীর প্রভাব পড়বে। যার ফলে পাঞ্জাবেও জলের সরবরাহ কমবে। ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করার পর পাকিস্তানে সিন্ধু নদে বাঁধ দিয়ে বর্ষার জল সংরক্ষণ ও গ্রীষ্মে সেই জল ব্যবহার নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু বেহাল আর্থিক অবস্থার কারণে এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি শরিফ সরকার। অথচ সেই পরিকল্পনা কার্যকর করার পথে হাঁটছে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা আফগানিস্তান সরকার। আফগান সরকারের পক্ষে দেশীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের কথা বলা হলেও প্রকল্পে ভারতের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ভারত সরকারের তরফে অবশ্য আফগানিস্তানে বাঁধ তৈরি নিয়ে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি। তবে আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির দিল্লি সফরের সময় দু-দেশের যৌথ বিবৃতিতে ভারতের সাহায্যে তৈরি আফগানিস্তানের সালমা বাঁধের উল্লেখ করা হয়েছিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হেরাতে ভারত-আফগানিস্তান মৈত্রী বাঁধ (সালমা বাঁধ) নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ভারতের সহায়তার প্রশংসা করে আফগানিস্তান। দু'পক্ষ টেকসই জল ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। আফগানিস্তানের জ্বালানি চাহিদা পূরণ করতে এবং দেশটির কৃষি উন্নয়নে সহায়তার জন্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে ভারত।' ঘটনাচক্রে এই যৌথ বিবৃতির পরেই কুনারে বাঁধ তৈরির কথা ঘোষণা করেছে আফগান তালিবান।

ভারতের পথে আফগানিস্তান

খতম গ্যাংস্টার

লখনউ, ২৪ অক্টোবর : পুলিশের গুলিতে নিকেশ হল দাগি গ্যাংস্টার ফয়জল। সঞ্জীব সজিবা গ্যাংয়ের শার্প শুটার ফয়জলের মাথার দাম ছিল ১ লক্ষ টাকা। উত্তরপ্রদেশের ভোগি মাজরা গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশি অভিযানে তার মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন এক কনস্টেবল। পুলিশ জানিয়েছে, ফয়জলের বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি সহ ১৭টি মামলা রয়েছে।

বহুদিন থেকে পালিয়ে বেড়ানো ফয়জল সম্প্রতি বারনায়ি গ্রামে এক দম্পতির মোটর সাইকেল, মোবাইল, তিন হাজার টাকা ডাকাতি করে। খবর পেয়ে পুলিশ এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালালে ফয়জল ও তার শাগরেদরা গুলি চালায়। পুলিশের পালটা গুলিতে গুরুতর আহত ফয়জলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বঙ্কিম দাস - কে 27.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82J 09071 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই বিশাল পুরস্কার আমাকে একটি নতুন সূচনা দিয়েছে। এখন আমি আগের চেয়ে আরও অনেক শক্তিশালী এবং নিরাপদ বোধ করছি। আমার জীবনে আলো আনার জন্য ও আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শীতের মেকআপ

সাজের জন্যও চাই প্রস্তুতি। আগে থেকে সবটুকু তৈরি করে রাখতে হবে। মুখ পরিষ্কার করার পর সব ধরনের ত্বকেই আর্দ্রতার প্রয়োজন পড়ে। ময়েশ্চারাইজারের ক্ষেত্রে তেলবিহীন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করাই ভালো। বাজারে সাধারণত জেল, তেল ও সিলিকনভিত্তিক প্রাইমার পাওয়া যায়। যে কোনও ধরনের ত্বকেই মানিয়ে যায় জেলভিত্তিক প্রাইমার। এটি ত্বকের আর্দ্রতাকে ধরে রাখতেও সহায়তা

করে। তবে যাদের ত্বকে ব্রণের দাগ আছে, তাঁরা বেছে নিতে পারেন সিলিকনভিত্তিক প্রাইমার।

ফাউন্ডেশন

মেকআপের একটি অপরিহার্য উপাদান হল ফাউন্ডেশন। ত্বকের ধরন বুঝে সঠিক ফাউন্ডেশন বেছে নেওয়া জরুরি। শীতকালের জন্য সবচেয়ে ভালো ডুয়েল ফিনিশ ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশন পরিমাণে লাগে খুবই অল্প, কিন্তু সব ধরনের ত্বকেই খুব ভালোভাবে মিশে যায়। আলাদাভাবে বলতে গেলে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন তেলবিহীন ফাউন্ডেশন, তেমনি স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন ময়েশ্চারাইজারসমৃদ্ধ ফাউন্ডেশন।

স্থায়ী করতে পাউডার

ফাউন্ডেশন ব্যবহারের পর এটিকে ত্বকে স্থায়ী করতে ব্যবহার করা হয় পাউডার। এ ক্ষেত্রে সব ধরনের ত্বকেই ব্যানানা পাউডার বা হোয়াইট টোন পাউডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাউডার ব্যবহারের পর ত্বক বেশি শুষ্ক দেখালে সেটিং স্প্রে দিয়ে পাউডার ও ফাউন্ডেশনকে সেট করে নিতে হবে।

চোখের সৌন্দর্য

চোখের সাজের ক্ষেত্রে ম্যাট ফিনিশ আইলাইনার ব্যবহার করাই ভালো। চোখের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে চোখের পাপড়িতে ব্যবহার করতে পারেন ভলিউম মাসকারা। আজকাল চোখের সাজে গ্লসি আইশ্যাডো বেশ জনপ্রিয়। এর ব্যবহারে চোখে চলে আসবে ভিন্নতা। চোখের বেজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন বাদামি রঙের গ্লসি আইশ্যাডো, এর ওপর হালকা শিমার দিলেই চোখের সাজ সম্পূর্ণ।

ঠোঁটের সাজ

শীতকালে আবহাওয়ায় আর্দ্রতার অভাব ও শরীরে জলশূন্যতার জন্য ঠোঁট শুকিয়ে যায়। শুকনো ঠোঁটে কোনও সাজই ভালো লাগে না। এ সময় ঠোঁটে আর্দ্রতাযুক্ত লিপবাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে হবে। এরপর ব্যবহার করতে পারেন গ্লসি লিপস্টিক। কারণ, চোখের মতোই, ঠোঁটের সাজেও চলছে গ্লসি লুকের আধিপত্য।

উজ্জ্বলতায় হাইলাইটার

মুখের ত্বক নরম ও উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে হাইলাইটার। স্কিন টোন অনুযায়ী বেছে নিতে হবে হাইলাইটার। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন পাউডার হাইলাইটার আর শুষ্ক ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন তরল হাইলাইটার। মেকআপের পর সবশেষে ফিক্সিং স্প্রে দিয়ে মেকআপ ঠিক করে নিন।

উৎসব শেষে স্টিকারে জেরবার?

মা দুর্গা থেকে মা লক্ষ্মী এমনকি মা কালীর পায়ের ছাপ। ঘরের এখানে-ওখানে যত্রতত্র। পুজোর জামা-কাপড় থেকে নতুন কেনা প্যান-ওভেনেও সেই স্টিকারের দৌরাত্ম্য। আঠা আর আঠা। সহজে আঠা তোলার ৯টি কার্যকর উপায়।

চুল থেকে আঠা তোলায় হেয়ার ড্রায়ার

- স্টিকারের আঠা ছাড়ে না সহজে। দাগ তোলার সহজ উপায় হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার। কারণ, হালকা গরমে আঠা নরম হয়, কিন্তু স্টিকারের ক্ষতি হয় না।
- হেয়ার ড্রায়ার বা হিটগান সবচেয়ে কম তাপমাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। স্টিকার বা লেবেলের ওপর হালকা তাপ দিন, এতে আঠা নরম হয়ে যাবে। স্টিকারের আঠা নরম হলে প্লাস্টিকের স্ক্র্যাপার দিয়ে ধীরে ধীরে তুলে ফেলুন বা আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষেও তুলে ফেলতে পারেন।
- তবে বেশি গরম করবেন না, এতে যেখানে স্টিকার লাগানো সেটির ওপরের অংশ পুড়ে যেতে পারে।

হাতের নাগালে তেল

- স্টিকার তোলার আরেকটি সহজ উপায় তেল ব্যবহার করা, যা অতি সহজে নাগালে পাওয়া যাবে।
- নারকেল তেল কিংবা অলিভ অয়েল প্রাকৃতিক সলভেন্ট বা দ্রাবক হিসেবে কাজ করে। এটি আঠার মধ্যে ঢুকে আঠার আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে সহজে স্টিকার তোলা যায়।
- স্টিকারের চারপাশে কিছু তেল ঢেলে বা ব্রাশ দিয়ে মেখে নরম হতে দিন, তারপর ধীরে ধীরে ঘষে তুলে ফেলুন।
- শেষে সাবান ও গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কাঠের ওপর স্টিকার লাগানো থাকলে ভালোভাবে পলিশ করুন, যাতে কাঠ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে।
- তেল সহজেই শোষণ করে নেয়, তাই কাপড় বা বার্নিশ ছাড়া কাঠে তেল ব্যবহার করবেন না। তবে কাচ, প্লাস্টিক বা বার্নিশ করা কাঠে নিরাপদে তেল ব্যবহার করা যায়।

টুথপেস্টে বাজিমাত

- স্টিকারের আঠার দাগ তোলার জন্য টুথপেস্টও দারুণ ঘরোয়া উপায়, বিশেষ করে কাচের আঠা তোলার জন্য।
- কাপড় বা বার্নিশহীন কাঠে টুথপেস্ট ব্যবহার করবেন না; কারণ, এতে রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বা কোনও জিনিসের রং উজ্জ্বল করার উপাদানযুক্ত টুথপেস্ট ব্লিচিং হিসেবে কাজ করে।
- প্রথমে আঠার ওপর টুথপেস্ট মেখে দিন, এতে আঠা নরম হয়ে যাবে।

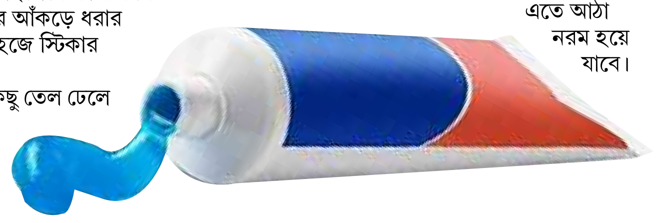

এরপর ধীরে ধীরে ঘষে সহজেই দাগ তুলতে পারবেন।
- টুথপেস্ট দিয়ে স্থায়ী মার্কারের দাগও দূর করা যায়।
- এ ক্ষেত্রে জেল ধরনের টুথপেস্ট ব্যবহার করবেন না।

নেইল পলিশ রিমুভার

- অ্যাসিটোন বা নেইল পলিশ রিমুভারও স্টিকারের আঠা তুলতে দারুণ কার্যকর।
- কাচ ও কিছু কিছু কাপড় থেকে আঠা সরাতে পারে অ্যাসিটোন। উপাদানটি সাধারণত ড্রাই ক্লিনিংয়ে ব্যবহৃত হয়।
- স্টিকারের আঠা তুলতে কটন বাড বা তুলোয় অ্যাসিটোন লাগিয়ে ধীরে ধীরে ঘষুন। অ্যাসিটোন কিছু প্লাস্টিক ও পলিমার গলিয়ে দিতে পারে, তাই সাবধানে ব্যবহার করুন।
- রং করা দেয়ালে ব্যবহার করবেন না।
- প্লাস্টিক ও পলিমারে ব্যবহারের আগে ওই জিনিসটিরই চোখের আড়ালে থাকা কোনও অংশে প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। তাহলে বুঝতে পারবেন, অ্যাসিটোনের প্রভাবে প্লাস্টিক বা পলিমারে কোনও পরিবর্তন আসছে কিনা।

কাজে আসবে রাবিং অ্যালকোহল

- রাবিং অ্যালকোহলের মূল উপাদান হল আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল। এটি স্টিকারের আঠা তোলার জন্য বেশ ভালো।
- প্রথমে স্টিকার যতটা সম্ভব তুলে নিন। কটন বাড বা সোয়াব দিয়ে আঠার জায়গা অ্যালকোহলে ভিজিয়ে দিন। এরপর আঠা ধীরে ধীরে ঘষে তুলে ফেলুন।
- কাচ, কিছু কাপড় এবং শক্ত প্লাস্টিকে ব্যবহার করা যায়, তবে আগে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো।
- বার্নিশ করা কাঠ বা ল্যাটেক্স রং করা দেয়ালে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

ভিনিগার

- কাপড় বা স্পঞ্জ ভিনিগারে ভিজিয়ে আঠার জায়গায় হালকাভাবে ঘষুন।
- ভিনিগার সহজেই স্টিকারের আঠার শক্তি কমিয়ে দিতে পারে। এছাড়া এটি বাজেটের মধ্যে এবং পরিবেশবান্ধবও বটে।
- নিয়মিত ও সাবধানে ঘষলে আঠার দাগ সহজেই উঠে যাবে। উপরের অংশের ক্ষতি হবে না।
- ভিনিগার বেশির ভাগ সারফেস ও কাপড়ের জন্য নিরাপদ। তবে পাথরের কাউন্টার টপ, যেমন মার্বেলের ওপর ব্যবহার করা উচিত নয়।

টেপ

- ব্লু পেইন্টার্স টেপ বা উচ্চমানের মাস্কিং টেপ শক্ত কোনও জায়গা থেকে আঠা সরাতে ব্যবহার করা যায়। টেপটি আঠার জায়গায় লাগান এবং ভালোভাবে চেপে ধরুন, যাতে এটি পুরোপুরি আঠার সঙ্গে মিশে যায়। ধীরে ধীরে টেপটি টেনে তুলুন। এতে সহজে আঠা উঠে যাবে এবং উপরের অংশের কোনও ক্ষতি হবে না। যেসব বস্তুতে রাসায়নিক ব্যবহার নিরাপদ নয়, সেখানে এটি কার্যকর।

পেইন্ট থিনার

- সুতি কাপড় দিয়ে আঠার জায়গায় পেইন্ট থিনার লাগান এবং ধীরে ধীরে ঘষে স্টিকার তুলে ফেলুন। পেইন্ট থিনার প্লাস্টিক, পিভিসি, রং করা দেয়াল, বার্নিশ করা কাঠে ব্যবহার করবেন না।
- ব্যবহারের সময় গ্লাভস পরুন, সম্ভব হলে চশমাও। পেইন্ট থিনার ব্যবহারের আগে প্রথমে উপরের অংশের নিরাপত্তা পরীক্ষা করুন।

বায়োফিলিক আসবাব কী? কেন? কীভাবে?

আপনি কি পরিবেশসচেতন? তাহলে আপনার পয়লা পছন্দ হবে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আসবাব।

প্রকৃতির কাছাকাছি

বায়োফিলিক ডিজাইন। ঘরে থেকেও প্রকৃতির সঙ্গে অনুভব করা যায় এই আসবাব ব্যবহারে। এই ধারার নকশায় ঘরে আলো, কাঠ, পাথর, বাঁশ, বেত, মাটিসহ যথাসম্ভব প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতির মতোই সবুজ রঙের প্রাধান্য দেখা যায় এই ধরনের অন্দরসজ্জায়। ঘরে থাকতে পারে ওপর-নীচ নানা ধরনের সবুজ গাছের স্তর দিয়ে সাজানো সবুজ দেয়াল। থাকে ছোট জলাধার বা জলের প্রবাহ। এছাড়া থাকে আলো-বাতাস আসা-যাওয়ার জন্য যথাযথ খোলা স্থান। অন্দরের প্রতিটি জায়গায় যেন প্রকৃতির ছোঁয়া থাকে। এই কাজটাই এখানে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বায়োফিলিক

ডিজাইনের আসবাব এই ধরনের অন্দরসজ্জায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আজকাল এই ডিজাইনের আসবাব শোভা পাচ্ছে পরিবেশসচেতন মানুষের ঘরে।

প্রকৃতির অনুপ্রেরণা

বায়োফিলিক ডিজাইন এমন একটি ধারণা, যেখানে মানুষের বাসস্থান বা কর্মস্থলে প্রকৃতির উপস্থিতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঘরের ভিতরেও প্রকৃতির প্রশান্তি অনুভব করা যায়।

প্রাকৃতিক জিনিসপত্র দিয়ে দূষণমুক্ত প্রক্রিয়ায় তৈরি করার কারণে বায়োফিলিক আসবাব ঘরের বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখে। আমাদের মনোযোগ ও মানসিক স্বস্তি দেয়।

বায়োফিলিক ডিজাইনের আসবাব যে শুধু প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি, তা-ই নয়; এসব আসবাব তৈরির অনুপ্রেরণাও প্রকৃতি থেকে নেওয়া। গোলাকৃতি বা বাঁকা আকৃতির আসবাব, আসবাবে ঢেউখেলানো নকশা কিংবা গাছের পাতার মোটিফ ইত্যাদি দেখা যায় এই ধারায়, যা আমাদের প্রকৃতির কাছাকাছি এনে দেয়।

মানুষ এখন ঘরের ভেতরেই খুঁজছে প্রকৃতির ছোঁয়া। এই প্রবণতা থেকেই ডিজাইনাররা এখন এমন আসবাব বানাচ্ছেন, যা দেখতে শুধু আধুনিকই নয়, বরং পুরোপুরি প্রাকৃতিক উপাদাননির্ভর ও পরিবেশবান্ধব।

ফিলগুড আসবাব

বায়োফিলিক ডিজাইনের আসবাবে সাধারণত ওক বা বিচ কাঠ ব্যবহার করা হয়। এতে কাঠের স্বাভাবিক রং ও গঠন অক্ষুণ্ণ থাকে। এ ছাড়া জার্মান প্রযুক্তির সাহায্যে কাঠের অপচয় কমিয়ে বাড়তি অংশ ব্যবহার করে বানানো হয় পুনর্ব্যবহারযোগ্য পার্টিকেল বোর্ড। এতে অন্য কাঁচামাল ব্যবহারের প্রয়োজন কমে যায়। ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস বেরোনোর পরিমাণ কমে। এছাড়া পরিবেশে বর্জ্য জমার পরিমাণও কমে আসে।

এ ধরনের আসবাবের গড়নে থাকে নরম বাঁক ও ফাঁকা জায়গা, যাতে আলো-বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে। এমনকি কাপড় ও ফোমের অপচয় কমাতে তৈরি হয় রিবন্ডেড ফোম, যা ব্যবহৃত হয় সোফার ভেতরের অংশে। এসব উপাদান আসবাবকে করে টেকসই।

তরুণ প্রজন্ম আজকাল এই ধরনের টেকসই, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর বেছে নিচ্ছে সুখী গৃহকোণের জন্য।

গাজর ও কাজুবাদাম কেক

যা যা লাগবে

- ময়দা: ১৪০ গ্রাম
- কর্নফ্লাওয়ার: ১০ গ্রাম
- বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ
- বেকিং সোডা: ১ চিমটি
- লবণ: ১ চিমটি
- মাখন: ১৪০ গ্রাম
- চিনি: ১৪০ গ্রাম
- ডিম: ৩টি
- ভ্যানিলা এসেন্স: ১ চা-চামচ
- ভিনিগার: ১ চা-চামচ
- গুঁড়ো দুধ: ১ কাপ
- গাজর কুচানো: ২০ গ্রাম
- কাজুবাদাম কুচি: ২ টেবিল চামচ বা ২০ গ্রাম ।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা ও লবণ একসঙ্গে চেলে নিন। আলাদা একটি বাটিতে মাখন ও চিনি বিট করুন। যতক্ষণ না মিশ্রণটি হালকা ও ক্রিমি হয়। এরপর ডিম দিয়ে বিট করতে থাকুন চিনি না গলা পর্যন্ত। এবার এতে ভ্যানিলা এসেন্স, ভিনিগার ও গুঁড়ো দুধ মেশান। শুকনা উপকরণগুলো ধীরে ধীরে তরল মিশ্রণে মিশিয়ে মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার কুচানো গাজর ও কাজুবাদাম কুচি মিশিয়ে দিন। প্রস্তুত হওয়া মিশ্রণটি মাখন মাখানো কেক মোল্ডে ঢেলে নিন। ১৬০ থেকে ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫০-৬০ মিনিট বেক করুন। কেকের মাঝখানে কাঠি ঢুকিয়ে দেখুন, শুকনো বের হলে বুঝবেন কেক তৈরি। ঠান্ডা হলে মোল্ড থেকে বের করে ওপরে সামান্য কাজুবাদামকুচি, ক্যারামেল সস ও গাজরকুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

অক্টোবর মাসের বিষয় : পার্বণ

আগমনী

প্রথম : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন) নিকন জেডে৫

মুখা পার্বণ

দ্বিতীয় : নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস আর৬

দীপাবলি

তৃতীয় : চন্দন দাস
(ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার) নিকন জেডে৬ ২

দুর্গতিনাশিনী

চতুর্থ : ডঃ উদয়ন মজুমদার
(হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি) সোনি এ৬৭০০

উমা

পঞ্চম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেডে৫ ২

সিঁদুরখেলা

ষষ্ঠ : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) স্যামসাং এনএক্স১

উপাসনা

সপ্তম : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০

শুভেচ্ছা

অষ্টম : অভিরূপ ভট্টাচার্য
(নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৫৩০০

বিজয়া

নবম : সোমনাথ দেব
(নিউটাউন নেতাজি রোড, কোচবিহার) নিকন জেডে৬ ৩

চিত্র চিরন্তন

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

দেবাদৃতা সাহা, দেবাশিস আচার্য, সৌমিলি সাহা, দোয়েল নন্দী, দুর্বার সান্যাল, সমন্বয় সাহা, রোহিত দে, প্রিয়ানি পাল, তনিমেষ বর্মন, সুহান চক্রবর্তী, দুর্জয় রায়, প্রিয়তোষ কর্মকার, কোহিনুর কর, বিট্টু রায়, বাবলু পাল, অর্ণব চৌধুরী, শোভন রায়, অরিন্দম পাল, ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৌভিক মৃধা, প্রিয়ঙ্কর চাকি, বনশ্রী বাড়ই, অরজিৎ ভদ্র, ইন্দ্রজিৎ সরকার ও জগৎজীবন রায় বসুনিয়া।

টুসু পরব

দশম : পার্থপ্রতিম দাস
(বরপেটা, অসম) ক্যানন ইওএস ৬ডি মার্ক ২

পৃথিবীর পাঠশালা

৫,৭০০ বছর চলবে

বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম হীরায় মোড়ানো একটি পারমাণবিক ব্যাটারি তৈরি করেছেন, যার শক্তির জীবনকাল ৫,৭০০ বছরেরও বেশি। এই উদ্ভাবন ডায়মন্ড নিউক্লিয়ার ভোল্টাইক ব্যাটারি নামে পরিচিত। এটি কার্বন-১৪-এর মতো পুনর্ব্যবহারযোগ্য পারমাণবিক বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। ব্যাটারিগুলি খুব কম মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা নির্গত করে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। এগুলি ছোট, দীর্ঘস্থায়ী এবং এমন ব্যবহারের জন্য আদর্শ যেখানে ব্যাটারি পরিবর্তন করা অসম্ভব। যেমন মহাকাশ প্রোব, পেসমেকার, স্যাটেলাইট বা দূরবর্তী সেন্সর। মাইক্রো নিউক্লিয়ার শক্তির এই নতুন যুগে আমাদের কম পাওয়ারের ইলেক্ট্রনিক্সকে শক্তি দেওয়ার পদ্ধতিকে পরিবর্তন করতে পারে। একটি মাত্র ব্যাটারি, যা হাজার হাজার বছর চলবে!

সাধারণ শাকেই ক্যানসার নাশ

কানাডার গবেষকদের একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার বলছে, ড্যান্ডেলিয়ন মূলের নির্যাস ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্যানসার কোষকে মেরে ফেলতে পারে। বিশেষত লিউকিমিয়া এবং কোলন ক্যানসারের কোষগুলিকে। অথচ সুস্থ কোষের কোনও ক্ষতি করে না। এই ভেষজ নির্যাসটি কেমোথেরাপির মতো কোনও বিষাক্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ক্যানসার কোষগুলিতে অ্যাপোপটোসিস বা পরিকল্পিত কোষের মৃত্যু ঘটায়। প্রাকৃতিক এবং সহজলভ্য ক্যানসার থেরাপি হিসাবে এর সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য বর্তমানে আরও ক্লিনিকাল গবেষণা চলছে। প্রকৃতি তার নিরাময় ক্ষমতা প্রমাণ করেই চলেছে। আমরা যে সাধারণ আগাছাটিকে অবহেলা করি হয়তো তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কিছু আরোগ্য উপাদান।

সুইডেনের বড়দিনে ডোনাল্ড ডাক

সুইডেনে ক্রিসমাস ইভ কেবল উপহার বা পারিবারিক ডিনারের জন্য নয়। এটি ডোনাল্ড ডাকের জন্যও বিশেষভাবে পরিচিত। ১৯৫৯ সাল থেকে প্রতি বছর ক্রিসমাস ইভে বিকেল ৩টায় দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ সব কাজ ফেলে এই ডিজনি কার্টুন স্পেশাল দেখতে বসেন। এই প্রোগ্রামটি একটি সাংস্কৃতিক ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠেছে। এমনকি স্ট্রিমিং-এর যুগেও প্রতি ক্রিসমাস ইভে সুইডেনে মোবাইল ডেটা ব্যবহার ২৮ শতাংশ কমে যায়। পরিবারগুলি টেলিভিশনের চারপাশে জড়ো হয় যা এটিকে দেশের অন্যতম ঐক্যবদ্ধ ঐতিহ্য করে তুলেছে। এই সরল ছুটির সম্প্রচারটি একটি পবিত্র আচারে পরিণত হয়েছে। এটি প্রমাণ করে কখনো-কখনো সবচেয়ে সাধারণ ঐতিহ্যগুলিই একটি সমাজের পরিচিতি ও বন্ধন তৈরি করতে পারে।

কিউআর কোড: আবিষ্কারকের উদারতা

১৯৯৪ সালে জাপানি ইঞ্জিনিয়ার মাসাহিরো হারা কিউআর কোড উদ্ভাবন করেন গাড়ি তৈরির সময় যন্ত্রাংশ ট্র্যাক করার জন্য। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল লাভের জন্য পেটেন্ট না করে তিনি এটিকে বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য করে দেন। তাঁর এই উদারতার কারণেই কিউআর কোড বিশ্বজুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং খুচরা ব্যবসা থেকে স্বাস্থ্যসেবা পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়। এটি এখন ওয়েবসাইট, পেমেন্ট, মেনু এবং এমনকি ভ্যাকসিন রেকর্ডের সঙ্গেও আমাদের দ্রুত সংযুক্ত করে। নিজের আবিষ্কারকে বাণিজ্যিকীকরণ না করে হারা নিশ্চিত করেছিলেন যে এটি সর্বজনীনভাবে ব্যবহারযোগ্য থাকবে। কিউআর কোড এখন ডিজিটাল বিশ্বের অন্যতম স্বীকৃত প্রতীক, যা প্রমাণ করে একটি উদার কাজ কীভাবে বিশ্ব প্রযুক্তিকে চিরতরে বদলে দিতে পারে।

বিএসএফের নজর এড়িয়ে নির্দ্বিধায় এপার-ওপার তরুণের

কাঁটাতার পেরিয়ে মালাবদল

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৪ অক্টোবর : ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া। দিনরাত সেখানে টহলদারি চালায় বিএসএফ। তার মধ্যেও কাঁটাতার পেরোনো যে নিতান্তই সহজ তা ফের একবার প্রমাণ হয়ে গেল। এক বিবাহিত ভারতীয় তরুণ দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করে ফিরে এল নিজের গ্রামে। গোটা ঘটনাটি সিনেমার গল্পের থেকে কম কিছু নয়। আর এতেই সীমান্তের নিরাপত্তা ফের একবার প্রশ্নের মুখে পড়ল। অভিযোগ, মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্দরান পখিহাগা গ্রামের তরুণ বছর ৩৫-এর সৌমেন তালুকদার সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের নীলফামারি জেলার কিশোরগঞ্জের তরুণী জবারানি রায়কে বিয়ে করেন। তারপর ফের দালালের মাধ্যমেই ভারতে ফিরে আসেন নবদম্পতি। এদিকে, সৌমেনের প্রথম স্ত্রী হিমানী রায় তালুকদার বিষয়টি জানতে পেরে গত ২২ অক্টোবর বিষয়টি নিয়ে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ পচাগড় গ্রাম থেকে সৌমেন ও জবারানিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুজনের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট ২০২৫ অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে।

জবারানির বিরুদ্ধে ২১ নম্বর ও সৌমেনের বিরুদ্ধে ২৪ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এছাড়া প্রথম স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলাও দেওয়া হয়েছে। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা এ নিয়ে বলেন, 'শুক্রবার অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হলে মাথাভাঙ্গার এসিজেএম রিঞ্জি ডোমা লামা তাঁদের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।' আগামী ২৭ অক্টোবর ফের তাঁদের আদালতে তোলা হবে বলে জানান মাথাভাঙ্গা আদালতের সরকারপক্ষের আইনজীবী বাবলু বর্মন। পুলিশ জানিয়েছে, জবানবন্দিতে দুজনেই স্বীকার করেছেন যে তাঁরা দালালের সাহায্যেই সীমান্ত পার হয়েছিলেন। দুজনের পরিচয় হয়েছিল ফেসবুকে। ধীরে ধীরে তা থেকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই প্রেমের টানেই সৌমেন নিজের সংসার ছেড়ে কাঁটাতার পেরিয়ে চলে যান বাংলাদেশে। দালালের সহযোগিতায় সেখানেই বিয়ে করে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে আসেন।

এদিকে নিরাপত্তার প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশকর্তার মন্তব্য, এই ঘটনার মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে সীমান্তে দালালচক্র সক্রিয়। তবে তারা কীভাবে বিএসএফের কড়া নজরদারি এড়িয়ে দুই দেশের সাধারণ মানুষকে সীমান্ত পেরোতে সাহায্য করেছে সেটিই এখন তদন্তের মূল দিক। গোটা ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জাও। তৃণমূলের জেলা সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কটাক্ষ, সীমান্তে নজরদারি এতটাই ঢিলেঢালা যে একজন ভারতীয় নির্বিঘ্নে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করে ফিরে আসছে। এটা অবিশ্বাস্য! এর দায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। অন্যদিকে, বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষের সাফাই, রাজ্য সরকার জমি না দেওয়াতেই সীমান্তের অনেক জায়গায় এখনও কাঁটাতার নেই। রাজ্য ও কেন্দ্র উভয়ের সমন্বয় ছাড়া এই সমস্যা মেটানো সম্ভব নয়। তবে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, যদি একজন তরুণ প্রেমের টানে দালালের মাধ্যমে কাঁটাতার পেরিয়ে গিয়ে আবার ফেরত আসতে পারেন, তবে কি সীমান্ত দিয়ে যে কোনও কিছুই পাচার করা সম্ভব? সেক্ষেত্রে দেশের সার্বিক নিরাপত্তাও প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

মাথাভাঙ্গা থানায় গ্রেপ্তার হওয়া সৌমেন তালুকদার ও জবারানি রায়।

> শুক্রবার অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হলে মাথাভাঙ্গার এসিজেএম রিঞ্জি ডোমা লামা তাঁদের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।
>
> **হেমন্ত শর্মা**
> আইসি, মাথাভাঙ্গা থানা

রক্তদান শিবির

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার রাতে দিলীপ নার্জিনারি নামে এক ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজন হয়। কামাখ্যাগুড়ির গৌতম ঘোষ সমাজসেবী রাজা বসুর কাছে ওই ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজনের কথা জানতে পেরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করেন দিলীপের প্রয়োজনে। গৌতমের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে দিলীপের পরিবার।

৩ লক্ষ ভোটার

প্রথম পাতার পর

নিশীথের বক্তব্যে সুর মিলিয়েছেন কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ বর্মন। তাঁর দাবি, 'এসআইআর হলে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকেই অবৈধ ভোটারদের নাম বেরিয়ে আসবে।'

তবে নিশীথের বক্তব্যে সায় নেই অন্য বিরোধীদেরও। কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার পালটা প্রশ্ন তুলেছেন, 'যিনি নিজেই কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, তিনি কীভাবে কোচবিহারের ভূমিপুত্রদের অবৈধ বলতে পারেন? এসআইআর এখনও শুরুই হয়নি। তাহলে নিশীথ কীভাবে জানলেন তিন লক্ষ ভোটার অবৈধ? তবে কি পূর্বপরিকল্পিতভাবে বিজেপি বৈধ ভোটারদের নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছে?'

তিনি আরও বলেন, 'এসআইআর হলে মৃত ব্যক্তি বা যাঁদের বাদ দেওয়া আইনসংগত, তাঁরা বাদ যেতেই পারেন। কিন্তু ধর্মের কারণে যদি কাউকে বাদ দেওয়া হয়, কংগ্রেস তার তীব্র বিরোধিতা করবে।' গিতালদহ–শুকারুরকুঠি এলাকার প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎবাবুর মন্তব্য, 'ওখানকার রাজবংশী মুসলমানরা বহু প্রজন্ম ধরে এখানকার বাসিন্দা, তাদের বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

এদিকে, নিশীথের বক্তব্যে সায় নেই সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়েরও। তাঁর কথায়, 'যাঁদের আধার কার্ড আছে এবং যাঁরা প্রকৃত ভোটার, তাঁরা এসআইআর-এর আওতায় পড়বেন না। তবে যাঁরা সত্যিই বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে এসেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এসআইআর প্রয়োজন।'

উৎসবের সাজ।। ছটপুজো উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে লখনউয়ের গোমতি নদীর ঘাট। শুক্রবার। -পিটিআই

এসপি-কে নিয়ে দু'ভাগ স্যোশাল মিডিয়া

প্রথম পাতার পর

দ্যুতিমান সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ পরিচিত মুখ। পুলিশের তরফে নিয়মিত সচেতনতামূলক ভিডিও তৈরি করে পোস্ট করা হত। বৃহস্পতিবার বদলির পর শুক্রবার সকালেও তিনি 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' নিয়ে প্রতারণার ফাঁদে না পড়ার বিষয়ে সচেতনতামূলক ভিডিও পোস্ট করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তাঁকে দেখা যায়। বিমান চৌধুরী নামে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, 'একজন প্রকৃত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ বদলি হলেন। রাত ১টায় বোম ফাটিয়ে যাঁরা সফল হলেন তাঁদের শুভেচ্ছা।' চিত্র পরিচালক শুভম ভৌমিক লিখেছেন, 'তিনি শুধু পুলিশ সুপার নন, একজন খাঁটি শিল্পী।' দ্যুতিমানের বদলিতে সংস্কৃতিকর্মী ও পরিবেশপ্রেমী হিসেবে তাঁর সমস্ত কাজ মার খাবে বলেই এই অংশের দৃঢ় বিশ্বাস।

তবে উলটোদিকেও অনেকে আছেন। সুমন কর্মকার লিখেছেন, 'কী ভাবছেন? এমনি এমনি বদলি হয়েছেন? সিসিটিভি ফুটেজ না থাকলে বদলি তো দূরের কথা, কোথাকার জল কোথায় গড়াত আমরা কেউই জানি না।' মণীন্দ্র বর্মন লিখেছেন, 'কি ভেবেছিলেন মশাই? আপনি কোচবিহারের ভগবান হয়ে গিয়েছিলেন? আইনের পোশাক পরে গুন্ডামি করে ছাড় পেতে চেয়েছিলেন?' দেবজ্যোতি চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'সম্মান করতাম তাঁর কাজের জন্য, ঘৃণাও রইল তাঁর কাজের জন্যই।' মৃদুল ঘোষ আবার লিখেছেন, 'শব্দবাজির তাণ্ডব, বিনা অপরাধে উর্দিবিহীন লাঠিচার্জ। উভয়েই কি সমান দোষী নয়?' রাজু সূত্রধরের মন্তব্য, 'আমার মতে এই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য দ্যুতিমানবাবুর প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস, তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা চাইবেন। কারণ তিনি খুব বিচক্ষণ একজন মানুষ।'

একটি মানুষ। তাঁকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার দু'ভাগ হয়ে পড়া। তবে এর জেরে কোচবিহারে যাতে আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির কোনও অবনতি না হয় সেজন্য সবাই আর্জি জানিয়েছেন।

প্রতিযোগিতা

কুমারগ্রাম, ২৪ অক্টোবর : শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে বিগত ১৭ বছর ধরে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কুমারগ্রাম ঝর্ণাপাড়ার গৃহশিক্ষক শানু ভট্টাচার্য। নানাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে বার্ষিক কুইজ প্রতিযোগিতা, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ, হাতের কাজের প্রদর্শনী, প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন করেন শানু। তাঁর এমন উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা তো বটেই, খুশি অভিভাবকরাও। শুক্রবার ঝর্ণাপাড়ার মনোরম পরিবেশে বার্ষিক কুইজ প্রতিযোগিতায় নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ৬ জন করে ৪টি টিমে মোট ২৪ জন পড়ুয়া অংশ নেয়।

অর্থের অভাবে বন্ধ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট

শুভদীপ চক্রবর্তী

সাহেবগঞ্জ, ২৪ অক্টোবর : ঘটা করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হয়েছিল। তবে কাজ শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বড়শাকদল এলাকায় প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়েছে। বর্তমানে সরকারি অর্থে তৈরি প্রকল্প কার্যত নষ্ট হতে বসায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিকাঠামোগত সমস্যা ও অর্থের অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২২টি সংসদে প্রায় ২০ হাজার মানুষের বাস। প্রত্যেকের বাড়িতে ঘুরে আবর্জনা সংগ্রহ করতে মাত্র দুটি গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। তা দিয়েই কোনওভাবেই আবর্জনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। শুধু তাই নয়, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিলে টাকা না থাকায় কর্মরত শ্রমিকদের বেতন দিতেও সমস্যা হচ্ছিল।

এদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতে পর্যাপ্ত তহবিল না থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গীতারানি সাহা রায়। তবে তাঁর দাবি, 'প্রকল্পটি বন্ধ নেই। কিন্তু সার তৈরি বন্ধ রয়েছে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল না থাকায় প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে ময়লা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু যতটা সম্ভব আবর্জনা সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে।'

তবে বাস্তবে তা হচ্ছে না বলেই জানাচ্ছেন এলাকাবাসী। ঠিক হয়েছিল, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটিতে এলাকার প্রত্যেক বাড়ি থেকে এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন বাজার থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে পৃথকীকরণ হবে। সেখান থেকে তৈরি করা হবে সার। তা থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের আয় হবে। বর্তমানে এলাকাবাসীদের অভিযোগ, প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে পড়ে থাকায় নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

দক্ষিণ বড়শাকদলে তালাবন্ধ প্রকল্পের মেইনগেট

রাস্তাঘাটে ও বাজারগুলিতে যত্রতত্র আবর্জনা ছড়িয়ে থাকছে। তাই সকলে চাইছেন, দ্রুত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি পুনরায় চালু করে সেখানে সার উৎপাদন করে তা বাজারজাত করা হোক। এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পটি বন্ধ থাকায় গোটা এলাকা ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। তবে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আরেক বাসিন্দা মন্টু বর্মন অবশ্য বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের আর্থিক কোনও সমস্যা থাকতে পারে। সেই কারণেই তা বন্ধ রয়েছে। এটি চালাতে গেলে প্রচুর শ্রমিক দরকার। আশা করব দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে প্রকল্পটি পুনরায় চালু হবে।'

কার্বাইড গানে

প্রথম পাতার পর

বোতলের পিছনে ফুটো করে তাতে গ্যাস লাইটার দিয়ে আগুন ধরাতেই বিস্ফোরণ ঘটে। শহরের মকদুমপুরের আরও এক চক্ষু চিকিৎসক সৌগত পোদ্দারের কাছে এদিনই হবিবপুর থেকে এসেছিলেন ২০ বছরের কিশোর বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্য, গ্রামের একটি ছেলে কার্বাইড গান তৈরি করেছিল। তাতে আগুন ধরে যায়। নেভানোর সময় তাঁর হাত লেগে যায় কার্বাইডে। ভুলবশত সেই হাত চোখে লাগে। তারপর থেকেই সমস্যা বেড়ে যায়। এখন চোখে ঝাপসা দেখছে। কার্বাইড গানে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া এমন ৮ জনের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন বলে মালদার চক্ষু বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত এমন পাঁচজনের চিকিৎসা করেছেন দেবদাস মুখোপাধ্যায়, দুজনের সৌগত পোদ্দার এবং একজনের মলয় সরকার। এক চিকিৎসকের দাবি, মানিকচকের মহানন্দটোলার এক শিশুকে চিকিৎসার জন্য পরিবারের লোকজন নেপালে নিয়ে গিয়েছে। তা ধরলে সংখ্যাটা ৯।

এমন ঘটনায় রীতিমতো বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা। দেবদাস বললেন, 'আপনারা যাদের জেন জেড বলেন, তারা বড্ড অবাধ্য। কোনও ভালো কথা শোনে না। ইউটিউবে অনেক ভালো জিনিসও রয়েছে। কিন্তু কেউ দেখে না।

দেখে কোনও খারাপ কাজ কে বা কারা করে বেড়াচ্ছে। আর তা দেখে খারাপটা শিখে নিয়ে বিপদে পড়ছে। হয়তো কেউ বাড়িতে বসেই সত্যিকারে বোম বা বন্দুক বানাচ্ছে।' গাজোলের শিশু ভৈরব রায়ের রেটিনার ৮০ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে বলে জানান চিকিৎসক সৌগত। নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ওয়াশ করে ভৈরবকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এমন ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। আম পাকাতে যেহেতু কার্বাইড ব্যবহার করা হয়, তাই মালদায় তা সহজলভ্য। বাড়িতে থাকা কার্বাইড দিয়ে গান তৈরি করতে উৎসাহিত হয়ে পড়েছে কিশোর-তরুণরা। চিকিৎসকদের বক্তব্য, কার্বাইড গান কোনও খেলার জিনিস নয়, আসলে বিস্ফোরক। মালদা শহরের চক্ষু চিকিৎসক অমিতেন্দু সাহা বলছেন, 'ক্যালসিয়াম কার্বাইড আর জলের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় দাহ্য গ্যাস অ্যাসিটিলিন। তার জেরেই বিস্ফোরণ ঘটছে। আর তা চোখে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে অভিভাবকদের সতর্ক হতে হবে। সন্তানদের বোঝাতে হবে এই বিস্ফোরক নিয়ে খেলা কতটা বিপজ্জনক।'

২ শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু

বহরমপুর, ২৪ অক্টোবর : পৃথক ঘটনায় মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা দুই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যুর খবর মিলল শুক্রবার। ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে নির্মাণকর্মী হিসেবে কেরলে পাড়ি দিয়েছিলেন বহরমপুর মহকুমার হরিহরপাড়ার বাসিন্দা বছর ৩৫-এর পিন্টু শেখ। এদিন ফোনে পরিবারের কাছে খবর পৌঁছোয়, গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় পিন্টুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি পারিবারিক অশান্তির কারণে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন না পিন্টু। শুধু বোন রঙ্গিলা খাতুন ও মা মদিনা বিবির সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন তিনি। শুক্রবার বোনের ফোনেই খবর আসে, ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে পিন্টুর দেহ। এদিকে তামিলনাড়ু পুলিশের তরফে জঙ্গিপুরের চাচন্ড গ্রামের বাসিন্দা বছর ৪২-এর পরিযায়ী শ্রমিক শুকুর আলির বাড়িতে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছোয়।

পিছু হটেছে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম

প্রথম পাতার পর

প্রত্যেকে ছিলেন মধ্যবিত্ত। স্বভাবত তাঁদের কাছে প্রচুর টাকা ছিল না। তখনকার দিনে সব আর্থিক সংস্থা, ব্যাংক ছিল ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে। ভারতীয়রা শিল্প গড়তে চাইলে ওইসব সংস্থা থেকে অর্থসাহায্য পেতেন না।

বাধ্য হয়ে জলপাইগুড়ির শিল্পপতিরা টাকা জোগাড় শুরু করলেন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী কিংবা অবাঙালি মহাজনদের কাছ থেকে। টাকা সংগ্রহ করতে কিছু বাঙালি চা বাগান মালিক পরিবারের গয়নাগাটি বন্ধক রাখার এমনকি বিক্রি করার নজিরও ছিল। ওই মালিকরা পরে জলপাইগুড়ি ব্যাংকিং অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন গড়ে তোলেন। যার নাম পরে হয় বেঙ্গল ডুয়ার্স ব্যাংক।

সময়ের সঙ্গে ভারত ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশে চা শিল্প গড়ে ওঠে। ফলে ভারতের চায়ের আর বিশ্বে একচেটিয়া বাজার থাকেনি। অথচ উৎপাদন খরচ বাড়তে থাকে। সংকট তৈরি হওয়ায় ইউরোপিয়ানরা বাগান বিক্রি করতে থাকেন। কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় জলপাইগুড়ির ভারতীয়রাও আর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারলেন না। তাই জলপাইগুড়ির প্রায় ১০০টি বাগান হস্তান্তর হয়ে যায়।

কেনে কয়েকটি বাণিজ্যিক কোম্পানি। ১৯৯১ সালের উদারীকরণও ডুয়ার্সের চা শিল্পে বিদেশি পুঁজি আনতে পারেনি। বরং বাগান মালিকরা বেশি লাভের আশায় অন্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ শুরু করেন।

নানা কারণে বড় বাগানগুলি দিনে-দিনে রুগ্ন ও অলাভজনক হয়ে ওঠে। তাই বড় পুঁজির বিনিয়োগ আর নেই। ডানকান্স, উইলিয়ামসন্স মেগোর-এর মতো কোম্পানির একসময় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল চা শিল্পে। তাঁরা এখান থেকে প্রচুর আয় করলেও সেই টাকা অন্যত্র বিনিয়োগ করতে থাকেন। সার, সিমেন্ট ইত্যাদি শিল্পেও চায়ের পুঁজি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদাহরণও রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পে লগ্নি শুরু করেন বাগান মালিকদের একাংশ। ১৯৯১ সালের উদার অর্থনীতির সময়কালে ডানকান্স, উইলিয়ামসন্স মেগোর-এর মতো কোম্পানিগুলি অধিক লাভের লক্ষ্যে বড় বাগানকে বঞ্চিত করে ইসলামপুর মহকুমায় নতুন চা বাগান তৈরি শুরু করে। এতে ধীরে ধীরে বড় বাগানগুলি আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। নতুন লগ্নি না হওয়ায় এবং নতুন আবাদ তৈরি না করায় বাগানগুলির উৎপাদনশীলতা কমতে থাকে। পুরোনো চা গাছ থেকে উৎকৃষ্ট মানের পাতা উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

চা শিল্প এখন গভীর সংকটে। যাঁরা নতুন লগ্নি করছেন, তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেই। তাঁরা মূলত ট্রেডার। বাগান পরিচালনার অভিজ্ঞতাও নেই। তাঁরা চটজলদি আয়ের ভাবনা নিয়েই বন্ধ কিংবা পরিত্যক্ত চা বাগানগুলির মালিকানা নিচ্ছেন। বর্তমান প্রজন্মও আর শ্রম নিবিড় চা বাগিচায় কায়িক পরিশ্রমে আগ্রহী নয়। আবার চাইলেই চা বাগানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাতা তোলা কিংবা অন্যান্য কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না যন্ত্রের উপযুক্ত চা গাছের পরিসর না থাকায়। যা করতে কোটি কোটি টাকা লগ্নি প্রয়োজন। সেই বিনিয়োগে এগিয়ে আসারও কেউ নেই।

অবস্থা এমনই যে, উত্তরবঙ্গের ২৭৬টি চা বাগানে এ বছর রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দিলেও কোনও কোনও মালিক কিস্তিতে মিটিয়েছেন। অধিকাংশই বাজার থেকে ধার করে বোনাসের টাকা জোগাড় করেছেন। চা শিল্প যে আর লাভজনক নয়, তার বড় প্রমাণ গুডরিক-এর মতো বড় শিল্পগোষ্ঠীর চলতি বছরে ডুয়ার্সের দুটি বাগান বিক্রি করে দেওয়া।

এই মুহূর্তে ডুয়ার্সের চা বাগান আর ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টদের হাতে নেই। অধিকাংশই কোনওভাবে অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন ও খরচের যে মডেল বড় চা বাগানে গত দেড়শো বছর ধরে চালু ছিল, ১৯৯১ সালের পরিবর্তিত শিল্পনীতির পর তা আর ক্ষুদ্র চা বাগান ও বটলিফ ফ্যাক্টরির মডেলের সঙ্গে পেরে উঠছে না। ডুয়ার্সে বাঙালি মালিকানাধীন বাগানগুলি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে একবার বড় রকমের হাত বদল হয়। এখন আরও কিছু হস্তান্তর শুরু হয়েছে। ফলে পুঁজিই যেখানে কার্যত 'আইসিইউ'-তে, সেখানে ক্রোনি পুঁজির বিকশিত হওয়ার আর অবকাশ নেই।

আশায় পদ্ম, ঘাসফুল

প্রথম পাতার পর

হোর্ডিং হাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে হুমকি চলছে। হুমকিটা কী? মুখের লবজ শুনলে মনে হয় বিজেপিওয়ালারা বলছেন, হুঁ-হুঁ বাছাধন, এবার পড়েছে ফাঁদে। এসআইআর হল কী তৃণমূল গেল! মুসলিম আর রোহিঙ্গারা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে বিজেপির ডাবল সেঞ্চুরি নিশ্চিত!

ভাবটা এমন যেন নির্বাচন কমিশন তো হাতে মোয়া তুলে দেবেই। যেন নির্বাচন কমিশনই বঙ্গের মসনদে বিজেপির অভিষেক করিয়ে দেবে। ভোট পক্ষে টানার পরিশ্রমের কাজটা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। উলটো দিকে দেখুন, তৃণমূল এসআইআর বিরোধী জান কবুল স্লোগান দিয়ে চলেছে। যেন এসআইআর ঠেকালে চতুর্থবারের মসনদ নিশ্চিত। রাজ্যে কাজের অভাব, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাওয়া, শিক্ষিতদের চরম বেকারত্ব, সর্বস্তরে দুর্নীতি-কেলেঙ্কারি ইত্যাদি কিছুরই যেন আঁচ পড়বে না আর।

তৃণমূল, বিজেপি- উভয়পক্ষ তাই এসআইআর নিয়ে দড়ি টানাটানিকেই মোক্ষ বলে ঠাউরে নিয়েছে। এসআইআর- এই যেন মেওয়া ফলবে। দারিদ্র্য, দুর্নীতি, বেকারত্ব, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি কত সহজে লুকিয়ে ফেলা গেল তো। মানুষের যন্ত্রণা, মানুষের সমস্যা ভোটের চর্চা থেকে যত দূরে রাখা যায়, ততই না লাভ। এতে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত দূরের কথা, দ্বিমতও নেই।

এসআইআর-এ আত্মঘাতী গোলের সম্ভাবনাও কিন্তু যথেষ্ট। বিজেপির অন্দরে এ নিয়ে এখন মহাশোরগোল। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে বিজেপির সলিড ভোটব্যাংক মতুয়াদের নেতারা চিন্তিত। নথিপত্রের অভাবে মতুয়া, নমশূদ্রদের অনেকে না ডি (ডাউটফুল) ভোটার হয়ে যান। হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার এনিয়ে দলকেই হুমকি দিচ্ছেন আজকাল। বিজেপি নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত এই সেমসাইড গোলের আভাস পেয়ে গোললাইন সেভ করার বিকল্প পথ খুঁজছে এখন।

বিকল্প পথটা কী? যাঁদের নথি নেই, তাঁদের দিয়ে নাগরিকত্বের আবেদন করাও। সেজন্য দলের পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে (সিএএ) আবেদন নথিভুক্ত করাতে শিবির খোলার পরিকল্পনা হচ্ছে। প্রচার হচ্ছে, আবেদন নথিভুক্ত হলে প্রাথমিকভাবে ভোটার না হতে পারলেও নাগরিকত্বের পথ প্রশস্ত হবে। পরের ধাপে না হয় ভোটার তালিকায় নাম তোলানো যাবে। এই ক্যাম্পে নাম লেখালে ডি-ভোটার হওয়া আটকানো যাবে বলেও প্রচার চলছে।

তৃণমূল আবার বিজেপির ছোড়া এসআইআর বলটা লুফে নিয়ে একটা উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি করতে মরিয়া এখন। তাতে সুবিধা হল, এসআইআরের ঢক্কানিনাদে ঢাকা পড়ে যাবে একের পর এক নারী নির্যাতন, দলে দলে চাকরি হারানো, বেকারত্বের হাহাকার। হারলে যত দোষ এসআইআর। তাছাড়া রাজ্যের শাসক এতে খুব বেশি বিপদ দেখছে না। সেটা মালুম হল সম্প্রতি রাজ্য সরকারের এক পদস্থ কর্তার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায়।

তিনি বলছিলেন, সরকার খোঁজ নিয়ে বুঝে গিয়েছে, সংখ্যালঘুদের অধিকাংশের নথিপত্র ঠিকঠাক আছে। যতই এসআইআর হোক, তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। আর বিজেপির ইচ্ছাকে সফল করতে জোর করে তেমন ভোটারদের বাদ দিলে যে শোরগোল উঠবে, তৃণমূলের ঝুলিতে তা পালটা প্রচারের তির হয়ে জমা পড়বে। আইন-আদালতেও জট পাকানো যাবে। রাজ্যের শাসক শিবির তাই এসআইআর-কে উইকেট বানানোর পরিকল্পনা করে রেখেছে।

এই স্রোতে ভেসে বাম ও কংগ্রেসও কখনো-কখনো এসআইআরের বিরোধিতা করছে। যদিও এসআইআরে এই দুই দলের না আছে লাভ, না আছে ক্ষতি। বরং মানুষের যন্ত্রণা, সমস্যা নিয়ে তারাও বেশি সরব নয় বলে ওই দুই দলে ক্ষোভ যথেষ্ট। আনখশির এক বামপন্থী সম্প্রতি ফেসবুকে আক্ষেপ করেছেন, অসন্তোষের গ্যাস লাইটার দোকানে ঝুলছে। আগুন জ্বালানোর লোক নেই। দোকানের মালিকেরও মৃত্যু হয়েছে।

খেলা জমুক চাই না জমুক, নজর ঘোরাতে তৃণমূল, বিজেপির এসআইআর নিয়ে এত কচলাকচলি।

মাথাভাঙ্গার সুটুঙ্গায় তিন ঘাটে ব্যবস্থা

মাথাভাঙ্গা, ২৪ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা শহরে সুটুঙ্গা নদীর তিনটি ঘাটে ছটপুজোর প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়েছে। শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শনি মন্দির ছটপুজোর ঘাট, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ত্রিনাথ কলোনি ঘাট এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের খাদনের ঘাটে পুরসভার তত্ত্বাবধানে চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি।

মাথাভাঙ্গা পুরসভার উদ্যোগে সুটুঙ্গার তিনটি প্রধান ঘাটে ছটব্রতীদের সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী পোশাক পরিবর্তনের কক্ষ এবং আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। পুরসভাই বহন করছে এসব ব্যয়। মাথাভাঙ্গা হিন্দিভাষী সেবা সংঘের সম্পাদক নারদ জয়সওয়াল বলছেন, 'ছটপুজো কর্মসূচি হিসেবে শনিবার নাহায় খায়, রবিবার খরনা, সোমবার সাঁঝিয়া অর্ঘ্য এবং মঙ্গলবার সুবহ অর্ঘ্য অনুষ্ঠিত হবে। গোবর্ধনপুজোর মাধ্যমে ইতিমধ্যে ছটপুজোর সূচনা হয়েছে।'

এবারের ছটপুজোয় গতবারের তুলনায় বেশি প্রসাদ বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা শহরের পশ্চিমপাড়া উদয়ন সংঘ ভবনে ১৫ জন কারিগর ও সহযোগীরা ঠেকুয়া তৈরিতে ব্যস্ত থাকবেন। গত বছর ১০ কুইন্টাল উপকরণ দিয়ে ঠেকুয়া তৈরি করা হয়েছিল। এবার ১২ কুইন্টাল উপকরণ দিয়ে ঠেকুয়া তৈরি করা হবে।

এবিষয়ে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'মাথাভাঙ্গা হিন্দিভাষী সেবা সংঘ এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চন্দ্রশেখর রায় বসুনিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সুষ্ঠুভাবে ছটপুজো সম্পন্ন করতে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছি। পুলিশ প্রশাসন এবং সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। পুজো চলাকালীন নদীতে দুর্ঘটনা এড়াতে স্পিড বোট এবং উদ্ধারকারী নৌকার ব্যবস্থা থাকবে।'

মাথাভাঙ্গা শহরে দীর্ঘদিন ধরে ছটপুজো শেষে শহরবাসীর মধ্যে ঠেকুয়া প্রসাদ বিলি করা হয়ে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

জেলাজুড়ে ছটের প্রস্তুতি...

ফাঁসিরঘাটে জোরকদমে চলছে সাঁকো তৈরি। শুক্রবার কোচবিহারে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ফাঁসিরঘাটে তিনটি সাঁকো

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ অক্টোবর : ছটব্রতীদের ভোগান্তি কমাতে উদ্যোগ নিয়েছে কোচবিহার পুরসভা। ভক্তদের পুজো দিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য তোর্ষা নদীর ফাঁসিরঘাটে এবার তিনটি সাঁকো তৈরি করবে তারা। ছটঘাটের পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার কোচবিহার পুরসভায় বিশেষ বৈঠক হয়। বৈঠক শেষ করে পুরকর্তা, পুলিশ-প্রশাসন একসঙ্গে ফাঁসিরঘাট পরিদর্শনে যান। খতিয়ে দেখেন সমস্তদিক। ভক্ত তো বটেই, দর্শনার্থীরাও যাতে ঘাটে এসে সমস্যায় না পড়েন, সেই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখছেন তাঁরা।

পুরসভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ, কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) সহ অন্য সদস্যরা। এছাড়াও কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায়, কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল সহ বিভিন্ন দপ্তরের নানা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে পুর চেয়ারম্যান বলেন, 'সম্প্রতি প্লাবনের ফলে একটি সাঁকো ভেসে গিয়েছে। কিন্তু, ছটব্রতীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, তাঁরা যাতে নদীর ওপারে গিয়ে ভালোভাবে পুজো দিতে পারেন, সে কারণে এবার আমরা তিনটি সাঁকো তৈরি করে দেব।' এছাড়া বিনপট্টি এবং বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় অন্যান্যবারের মতো এবারও ছটপুজোর ঘাটও পুরসভা তৈরি করে দেবে বলে তিনি জানান।

অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'আমরা তোর্ষা নদীর ফাঁসিরঘাট পরিদর্শন করেছি। প্রতিবছর এই ঘাটে হাজার হাজার মানুষ ছটপুজো দিতে আসেন। তাঁদের জন্য প্রতিবারের মতো এবারও অস্থায়ীভাবে সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এখানে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারিও চলবে।'

বিশেষ উদ্যোগ

- পুজো দিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য তোর্ষা নদীর ফাঁসিরঘাটে এবার তিনটি সাঁকো হবে
- ছটঘাটের পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার কোচবিহার পুরসভায় বিশেষ বৈঠক হয়
- পুরকর্তা, পুলিশ-প্রশাসন একসঙ্গে ফাঁসিরঘাট পরিদর্শন করেন
- দর্শনার্থীরাও যাতে ঘাটে এসে সমস্যায় না পড়েন, সেই বিষয়টিও লক্ষ রাখা হচ্ছে

গঙ্গা নিমন্ত্রণের শোভাযাত্রা

দিনহাটা ও তুফানগঞ্জ, ২৪ অক্টোবর : সামনেই ছটপুজো। পুজোর রীতি অনুযায়ী দিনহাটার ছটব্রতীরা গঙ্গা নিমন্ত্রণ করতে শুক্রবার দিনহাটা থানা দিঘির ঘাটে এসেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে এদিন দিনহাটা ছটপুজো কমিটির উদ্যোগে একটি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মহামায়াপাট থেকে শুরু করে শোভাযাত্রাটি সম্পূর্ণ শহর পরিক্রমা করে ঘাটে পৌঁছায়। কমিটির পক্ষে বিনোদ রজক জানান, সোমবার ছটপুজোর সন্ধ্যার্ঘ্য এবং মঙ্গলবার ঊষার্ঘ্য। ঊষার্ঘ্যের শেষে কমিটির তরফে ২.৫ কুইন্টাল ঠেকুয়া প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

ছটঘাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ছটঘাট পরিদর্শন করেন এসডিপিও ধীমান মিত্র, আইসি জয়দীপ মোদক ও দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী। ধীমান জানান, মূলত সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি ঠিকঠাক লাগানো হয়েছে কি না, সেই বিষয়গুলি এদিন খতিয়ে দেখা হয়েছে।

শুক্রবার তুফানগঞ্জে ছটঘাট পরিদর্শন করলেন পুরকর্তারা। প্রতিবছর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রায়ডাক নদীর ঘাটে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। পরিদর্শনে ছিলেন চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর, ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন সহ অনেকে। কৃষ্ণা বলেন, নিরাপত্তার পাশাপাশি ঘাটজুড়ে আলো ও প্যান্ডেলের ব্যবস্থা থাকবে।

বাড়ির সিলিন্ডার রেস্তোরাঁয়

নিয়ম না মানাই দস্তুর দিনহাটায়

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৪ অক্টোবর : নির্দেশ-বিধিনিষেধ থেকে সুরক্ষা, কোনও কিছুকেই পাত্তা দিতে নারাজ দিনহাটার হোটেল, রেস্তোরাঁর একাংশ। রাস্তার পাশের স্টলও চলছে একই কায়দায়। কোথাও চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে, কোথাও আবার ভ্যানের আড়ালে রাখা হচ্ছে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার। সেটাকেই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছে হোটেল, রেস্তোরাঁর একাংশ। অথচ, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী গৃহস্থের জন্য বরাদ্দ সিলিন্ডার কোনওভাবেই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করার নিয়ম নেই। অথচ, দেদারে এই সিলিন্ডারই ব্যবহার হচ্ছ শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং স্ট্রিট ফুডের স্টলে। পুলিশি অভিযান যে হয় না তা নয়, কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হচ্ছে না।

দু'দিন আগে পুলিশের বিশেষ অভিযানে পাঁচটি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতি এতটুকুও বদলায়নি। ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁর সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। পাশাপাশি প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাবও সামনে চলে এসেছে। আর তাই শহরের চপ, শিঙাড়ার দোকান থেকে মোমো চাউমিনের স্টল, সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ব্যবহারের রমরমা।

এই ব্যাপারে দিনহাটা হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৌরভ পোদ্দারের বক্তব্য, 'আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবসায়ীদের সতর্ক করি। যাতে কেউ ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ব্যবহার না করেন সেটা ব্যবসায়ীদের জানানো হয়। এরপরও যাঁরা নিয়ম মানছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ চাইলে ব্যবস্থা নিক, আমরা প্রশাসনের সঙ্গে আছি।'

শুক্রবার সংহতি ময়দানের সামনে, শীতলাবাড়ি রোড, গোসানি রোড সহ একাধিক এলাকায় চলা ফাস্ট ফুডের দোকানে দেখা গেল, সেখানে লুকিয়ে ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের ব্যবহার চলছে। এভাবে ডোমেস্টিক সিলেন্ডারের ব্যবহারের ফলে কৃত্রিম অভাব তৈরি হচ্ছে। অভিযোগ, সিলিন্ডার ডেলিভারির সঙ্গে যুক্তদের একাংশ অনৈতিকভাবে সেখানে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার পৌঁছে দিচ্ছেন। আবার অনেক রেস্তোরাঁ মালিকরা ঘরের নামে সিলিন্ডার নিয়ে সেটা দোকানে ব্যবহার করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ফাস্ট ফুড বিক্রেতার কথায়, বাণিজ্যিক সিলিন্ডার ভর্তে অনেকটাই টাকা লাগে, সেই সঙ্গে যেহেতু তাঁদের অস্থায়ী ভ্যানের মধ্যে দোকান, তার জেরে এত বড়, ভারী সিলিন্ডার নিয়ে তাঁদের যাতায়াতও কষ্টসাধ্য। তাই বেআইনি জেনেও এই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। যদিও এইসব যুক্তি শহরবাসী মানতে নারাজ।

এদিকে, এসডিপিও ধীমান মিত্র'র কথায়, 'এর আগেও আমরা ১২টি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার উদ্ধার করেছিলাম। কিছুদিন আগেও পাঁচটি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে। এই অভিযান চলতে থাকবে।'

প্রশ্ন যেখানে

- চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে, কোথাও আবার ভ্যানের আড়ালে রাখা হচ্ছে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার
- দেদারে এই সিলিন্ডারই ব্যবহার হচ্ছ শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং স্ট্রিট ফুডের স্টলে
- পুলিশের বিশেষ অভিযানে পাঁচটি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তারপরও পরিস্থিতি বদলায়নি

মূর্তির আবরণ উন্মোচন

তুফানগঞ্জ, ২৪ অক্টোবর : সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়া মূর্তি স্থাপন কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার শহরের লিচুতলা মোড়ে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হল। এদিন সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়ার আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর, কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সহ বিশিষ্টরা।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৫
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	৩

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	৩
ও নেগেটিভ	১

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৬
বি পজিটিভ	২৮
এবি পজিটিভ	১১
ও পজিটিভ	৫৫
ও নেগেটিভ	১

বিদ্যুৎবাহী তারে আতঙ্ক

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৪ অক্টোবর : ১১ হাজার ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তার। আর তারই গা ঘেঁষে রয়েছে তুফানগঞ্জ সুইমিং পুল ভবন। ফলস্বরূপ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ওই তারের সংস্পর্শে এলেই নিমেষের মধ্যে ঘটতে পারে ভয়ংকর বিপদ। ছাদের মাত্র এক হাত দূরে তার ও পোল থাকায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। আর এনিয়ে সুইমিং পুল কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যুৎ দপ্তর একে অপরের ওপর দায় ঠেলাঠেলি করছে।

যদিও এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ সুইমিং পুল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কমিটির সম্পাদক রমেনচন্দ্র বিশ্বাস বলছেন, 'বছর দশেক আগে তুফানগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের তৎকালীন স্টেশন ম্যানেজারকে সমস্যাটি লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম। পরবর্তীতে কেবল তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবহণ করা যায় কি না সেই প্রস্তাবও মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হয়। তারপরেও আগ্রহ দেখা যায়নি।' এই সমস্যার কারণে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ থমকে রয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিকে, এ সমস্যার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের এক জেলা আধিকারিকের দাবি, 'আমাদের তরফে কিছু আটকে নেই। বিদ্যুতের তার স্থানান্তরের জন্য যে সরকারি নিয়ম রয়েছে সুইমিং পুল কর্তৃপক্ষ তা মানেনি। সে কারণেই সমস্যা রয়ে গিয়েছে।'

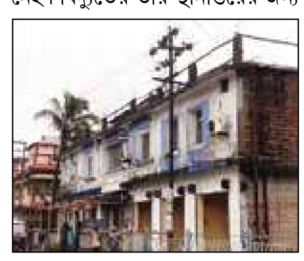

তুফানগঞ্জ সুইমিং পুল ভবন ঘেঁষে বিদ্যুতিক তার।

তুফানগঞ্জ শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এই পুলটি শহরের ফুসফুস বলে পরিচিত। এখানে মহকুমার সাঁতারু বাদেও সুদূর নিম্ন অসমের তরুণ-তরুণীরা সাঁতার কাটতে ভিড় জমান। এখানেই শেষ নয়, সুইমিং পুলের এই ভবনটিতে বছর পর বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবনে দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে? সেই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে। সুইমিং পুল এলাকার বাসিন্দা চিরঞ্জিত দাসের বক্তব্য, 'এখানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সামাজিক অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য ভবনটি ভাড়া দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। সেই মুহূর্তে অসাবধানতাবশত ওই তারের সংস্পর্শে এলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এ ব্যাপারে দমকলকেন্দ্রেরও পদক্ষেপ করা উচিত।' শহরের এক সাঁতারু অভিষেক রায়ের প্রতিক্রিয়া, 'সমস্যাটি আজকের নয় সুইমিং পুলের বিল্ডিং তৈরির সময়কাল থেকেই হাইটেনশন লাইনটি গিয়েছে। আমরা বহুদিন আগে সুইমিং পুল কমিটিকে জানিয়েছি কিন্তু সমাধান হয়নি।' সুইমিং পুলে আগত মানুষদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দ্রুত ওই তারগুলি সরানোর ব্যবস্থা করুক বিদ্যুৎ দপ্তর ও সুইমিং পুল কর্তৃপক্ষ এমনটাই দাবি স্থানীয়দের।

তোলা হল রাসদণ্ড

কোচবিহার, ২৪ অক্টোবর : সারাবছর বৈরাগীদিঘির জলে রাসচক্রের মূলদণ্ডটি ডুবিয়ে রাখা হয়। রাসপূর্ণিমার আগে সেটি দিঘি থেকে তুলে মদনমোহনবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মীরা সেটি বৈরাগীদিঘি থেকে তুলে নিয়ে যান। রীতি মেনে শালকাঠের সেই দণ্ডকে মাটিতে পুঁতে তার উপর রাসচক্র স্থাপন করা হবে। সেটি ঘুরিয়েই পুণ্যার্জন করবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'বৈরাগীদিঘিতে রাসচক্রের দণ্ডটি রাখা বা তোলার নির্দিষ্ট কোনও তিথি নেই। যেহেতু শালকাঠ জলে সতেজ থাকে তাই সারাবছর দিঘির জলে ডুবিয়ে রাখা হয়।'

সিলিং ভেঙে ফোন লুট

মাথাভাঙ্গা, ২৪ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মোবাইলের দোকানে বৃহস্পতিবার রাতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দোকানের ছাদের টিন সরিয়ে ও ফলস সিলিং ভেঙে ২০টি ফোন চুরি করে চম্পট দেয় চোর। চুরি হওয়া ফোনের মধ্যে রয়েছে ৫টি আইফোন ও নতুন ও সারাই করতে দেওয়া মিলিয়ে মোট ১৫টি অ্যানড্রয়েড ফোন। এই ঘটনায় মাথাভাঙ্গা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা থানা সূত্রে খবর, দোকানের ভেতরের সিসি ক্যামেরাগুলি চোরেরা উলটে দেওয়ায় চুরির সময়ের কোনও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তবে বাইরের একটি ক্যামেরা থেকে চোরদের দোকানে প্রবেশের কিছু ছবি পাওয়া গিয়েছে, যা তদন্তে সাহায্য করতে পারে বলে পুলিশের আশা। এই বিষয়ে মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

শীতলকুচি ব্লকের চ্যাংয়েরকুঠি খলিসামারি গ্রামের হাসানুজ্জামান ও মঞ্জুদার রহমান নামে দুই ভাই বছর দেড়েক আগে মাথাভাঙ্গা শহরের কলেজ মোড় সংলগ্ন ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কের পাশে ফোন বিক্রি ও সার্ভিসিংয়ের দোকান দেন। এদিন হাসানুজ্জামান বলেন, 'রোজকার মতো বৃহস্পতিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই। শুক্রবার সকালে দোকান খুলে দেখি ছাদের টিন খোলা ও ভেতরের ফলস সিলিং ভাঙা। দোকান থেকে উধাও ২০টি মোবাইল হ্যান্ডসেট।' তাঁর আরও দাবি, চোরেরা শুধু মোবাইল নয়, দোকানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

মাথাভাঙ্গা শহর ও আশপাশের এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয়রা পুলিশের নজরদারি ও টহলদারির দাবি করছেন।

তিন দশক পর নতুন রূপে ফুলদিঘি পার্ক

দেড় কোটি বরাদ্দে পাবে আধুনিকতার ছোঁয়া

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৪ অক্টোবর : ঐতিহ্যবাহী ফুলদিঘি পার্ক নতুন রূপ পেতে চলেছে। দিনহাটা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই পার্ক সেজে উঠবে আধুনিক সাজে। সেই উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে পার্কে গড়ে তোলা হচ্ছে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো। যেখানে নাগরিকদের জন্য থাকবে আরাম, আনন্দ, বিনোদন ও নান্দনিকতার সমন্বয়। পার্কটিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে শুরু হয়েছে উৎসাহ ও প্রত্যাশার ঢেউ। এই ব্যাপারে দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী জানান, এই পার্ক তৈরি হলে শিশু থেকে প্রবীণ- সকলেই একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। পার্কের ভিতরে আমরা আধুনিক মানের কফি হাউস তৈরি করছি, যা দিনহাটাবাসীর জন্য বিশেষ আকর্ষণ হবে।

শহরের এই পার্কই সেজে উঠবে নতুনভাবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, '১ নভেম্বর ফুলদিঘি পার্ক ও কফি হাউসের কাজের সূচনা হবে। এটা তৈরি হয়ে গেলে দিনহাটা শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে। নাগরিকদের আরামদায়ক পরিবেশ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা চাই শহরের মানুষ পরিবার নিয়ে এখানে সময় কাটান, বিশ্রাম নিন, আর নিজেদের শহর নিয়ে গর্ব করুন।' এই প্রকল্প নিয়ে শহরের মানুষও উচ্ছ্বসিত। সীমা সরকার নামে এক নাগরিকের কথায়, 'নতুন পার্ক তৈরি হলে সন্তানরা নিরাপদে খেলতে পারবে। পরিবার নিয়ে বিকেলে সময় কাটানো যাবে।' তরুণী রিয়া দাসের মতে, 'আধুনিক কফি হাউস আর সুন্দর পার্ক মানেই আমাদের মতো তরুণ প্রজন্মের নতুন আড্ডাস্থল। বন্ধুবান্ধব নিয়ে সময় কাটানোর দারুণ সুযোগ হবে।' রাজীব মুখোপাধ্যায় নামে এক তরুণের কথায়, 'এই ধরনের প্রকল্প শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আরও প্রাণবন্ত করবে। যাঁদের বিকেলের মধ্যে অফিস ছুটি হয়, অন্তত তাঁরা কাজের ক্লান্তি শেষে এখানে বসে মন ভালো করে নিতে পারবেন।'

১৯৯০ সালে তৎকালীন পুর চেয়ারম্যান দীপক সেনগুপ্তর উদ্যোগে ফুলদিঘি পার্ক প্রথমবার সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। একসময় এই পার্কই ছিল তিনহাত এলাকার মানুষের একমাত্র বিনোদনের কেন্দ্র। তখন শিশুদের খেলার ব্যবস্থা, বোটিং হত। কিন্তু দেখভালের অভাবে এবং অবহেলায় সব হারিয়ে যায়। এবার প্রায় তিন দশক পর আবারও সেই ঐতিহ্য ফিরে আসছে নতুন রূপে।

স্থানীয়দের আশা, পার্কের আধুনিকীকরণ হলে দিনহাটার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটবে। আনাগোনা বাড়বে পর্যটকদের। স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন। সব মিলিয়ে, ফুলদিঘি পার্কের নবরূপ শহরের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অনন্য মেলবন্ধন তৈরি করবে। ফুলদিঘি পার্কই হয়ে উঠবে শহরের নতুন প্রিয় গন্তব্য।

> “এই পার্ক তৈরি হলে শিশু থেকে প্রবীণ- সকলেই একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। পার্কের ভিতরে আমরা আধুনিক মানের কফি হাউস তৈরি করছি, যা দিনহাটাবাসীর জন্য বিশেষ আকর্ষণ হবে।
>
> **সাবির সাহা চৌধুরী**
> *ভাইস চেয়ারম্যান*

রংদার রোববার

কালি কলম মন

কালি ও কলম ছাড়া লেখালেখি অসম্ভব, এ ধারণা বদলেছে অনেককাল আগেই। কিবোর্ডে খটখট-- অক্ষর রূপ নেয় অনায়াসে। পরিবর্তনের এই ধারা মনে কতটা প্রভাব ফেলেছে তা জানতে অনেকেই উন্মুখ।

প্রচ্ছদ কাহিনী লিখলেন কৌশিক মৈত্র, জয়শীলা গুহ বাগচী ও রামসিংহাসন মাহাতো

ছোটগল্প ইন্দ্রনাথ ঘোষ

ট্রাভেল ব্লগ সাগ্নিক চক্রবর্তী

কবিতা পীযূষ সরকার, মাল্যবান মিত্র, বনি দে, মনামী সরকার, আশুতোষ বিশ্বাস, সমীর সরকার ও অন্তরা মণ্ডল

রোকোকে ঘিরে আবেগ সিডনিতেও

সিডনি, ২৪ অক্টোবর : তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ ইতিমধ্যেই হাতছাড়া।

শনিবারও কি আরও বড় ধাক্কা অপেক্ষা করছে ভারতীয় দল, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য? নিয়মরক্ষার অন্তিম ম্যাচে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার ঘিরে তেমনই জল্পনা। প্রশ্ন, সিডনিতেই কি থামতে চলেছেন রোকো জুটি?

হাজারো প্রশ্ন, জল্পনা, তর্ক, বিতর্ক। উত্তর এখনও সময়ের গর্ভে। তবে সম্ভাবনাকে পুরোপুরি

অস্ট্রেলিয়া বনাম **ভারত**
তৃতীয় ওডিআই
সময় : সকাল ৯টা
স্থান : সিডনি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। সবাইকে অবাক করে টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর একসঙ্গে সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটকে অলবিদা জানিয়েছিলেন বিরাট-রোহিত।

টেস্টেও সেই এক ছবি। শনিবাসরীয় সিডনিতে তেমনই কোনও আবেগঘন পরিবেশ তৈরির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নিজেদের দক্ষতার জোরে প্রায় দেড় দশক ক্রিকেট বিশ্বে রাজত্ব চালিয়েছেন। আঙুল তুলতে দেননি কাউকে। যদিও বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের 'ইয়ং ব্রিগেডে'র ধ্বজা পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে।

তৃতীয় ওডিআইয়ের জন্য সিডনিতে পৌঁছে গেলেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। শুক্রবার।

রোহিতকে ইতিমধ্যেই ওডিআই অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে বার্তা দিয়েই রেখেছেন নির্বাচকরা। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের স্বপ্ন বুকের মধ্যে লালনপালন করলেও, দিল্লি যে বহুত দূর, আঁচ পাচ্ছেন রোহিতও। সাত মাস পর প্রত্যাবর্তনে বিরাট এখনও খাতা খুলতে পারেননি। বর্ণময় কেরিয়ারে যা কখনও ঘটেনি। মাথা উঁচু করে তাই সরে যাওয়ার ভাবনা বিরাট-রোহিতের মনের কোনায় উঁকি মারছে না, কে বলতে পারে। একটা জিনিস অবশ্য পরিষ্কার-আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন বিরাট, রোহিত। যে আবেগের চোরাস্রোত সিডনিতে। শেষবার রোকোকে দেখার ইচ্ছেয় ইতিমধ্যেই হাউসফুল বোর্ড ঝুলছে।

পারথের পর অ্যাডিলেড, জোড়া জয়ে ইতিমধ্যেই সিরিজে কবজা জমিয়েছে মিচেল মার্শের অস্ট্রেলিয়া। সিডনিতে আগামীকাল মুখরক্ষার ম্যাচ। ঘুরেফিরে ম্যাচের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে সেই বিরাট-রোহিত। প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা (৮) কাটিয়ে অ্যাডিলেডে রোহিত রানে ফিরেছেন। ভারত হারলেও ৭৩ রানের ইনিংসে প্রথম এগারোয় থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ফিরেছেন হিটম্যান।

সিডনির তুলনামূলক ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে সমালোচকদের ফের জবাব দেওয়ার সুযোগ। বিরাট সেখানে 'শূন্যের' ঘোর কাটিয়ে বড় ইনিংসের খোঁজে। পয়মন্ত অ্যাডিলেডে নামার আগে রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী লাগছিল। নেটেও মিডাস টাচে ছিলেন। যদিও জেভিয়ার বার্টলেটের ইনকামিং ডেলিভারিতে বিরাটের অ্যাডিলেড-মিথ ভেঙে চুরমার। স্বপ্নভঙ্গ প্রিয় মাঠে রঙিন শেষের ভাবনা। ক্ষতে প্রলেপ দিতে বিরাট মরিয়া থাকবেন সিডনিতে জবাব দিতে।

বিরাট-রোহিত চর্চার বাইরে অধিনায়ক শুভমান গিল কিন্তু সমালোচকদের নিশানায়। টেস্টের পর ওডিআইয়ের দায়িত্ব। ব্যাটিংয়ে যার চাপ পরিষ্কার। সহজাত খেলাটা এখনও দেখা যায়নি। নেতৃত্বেও একাধিক ফাঁকফোকর। অ্যাডিলেডে হারের জন্য শুভমান ক্যাচ মিসকে দায়ী করেছেন। যদিও কারও কারও অভিযোগ, মাঝের ওভারে বাগে পেয়েও অজিদের চেপে ধরা যায়নি শুভমানের কিছু ভুল পদক্ষেপের জন্যই।

হারা ম্যাচে প্রাপ্তি অবশ্য ব্যাটে-

মুখরক্ষার ম্যাচে জয়ের খোঁজে গিলরা

বলে অক্ষর প্যাটেলের পারফরমেন্স, সহ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের রান পাওয়া। অ্যাডিলেডের পিচে ওয়াশিংটন সুন্দরও চেষ্টা করেছেন স্পিনকে কাজে লাগাতে। সিডনির নিয়মরক্ষার ম্যাচে যে অস্ত্রে আরও শান দিয়ে রাখার চেষ্টা থাকবে সুন্দর-অক্ষরদের। তবে পেস ব্রিগেডের হালহকিকতে জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি নিয়ে আঙুল উঠছে।

দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লির প্রায় 'মরা পিচে' বুমরাহকে টেস্ট খেলানোর যুক্তি অনেকেই খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষ টেস্টে বিশ্রাম দিয়ে ওডিআই সিরিজে কেন খেলানো হল না বুমরাহকে, অনেকেই অবাক। কেউ কেউ ঘুরেফিরে হর্ষিত রানা 'ফ্যাক্টর'-এর গন্ধ পাচ্ছেন। গম্ভীরের 'প্রিয় পাত্র'র নিয়ন্ত্রণহীন বোলিংয়ের পর যে প্রশ্নটা বাড়বে বই কমবে না, তা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যতই এই ইস্যুতে হেডকোচকে সমর্থন করুক না কেন। হর্ষিতকে নিয়ে অস্বস্তিতে থাকা টিম ম্যানেজমেন্ট প্রসিধ কৃষ্ণার কথাও ভাবছে বলে খবর। ভাবনায় কুলদীপ যাদবও।

দীর্ঘদিন পর মিচেল স্টার্ককে কেন ওডিআই সিরিজে ফিরিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, উত্তর চোখের সামনে। স্ট্রাইক বোলার। নতুন বল হোক বা মাঝের ওভার-স্টার্ক ম্যাজিক অব্যাহত। অ্যাডিলেডে ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে ওঠা রোহিতকে ফিরিয়ে ম্যাচের রং বদলে দেন। আগামীকাল অবশ্য জোশ হ্যাজেলউড বিশ্রামে। তবে বার্টলেটের বাড়তি সুইংয়ের সঙ্গে অ্যাডাম জাম্পার স্পিন থাকছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে। চাপ বাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার এক নম্বর উইকেটকিপার-ব্যাটার জোশ ইনগ্লিশ ফিরছেন।

অ্যাডিলেডে ২৬৪ রানের পুঁজি নিয়ে একসময় লড়াইয়ে থাকলেও রাশ আলগা করে ম্যাচ ও সিরিজ হাতছাড়া। ম্যাথু শর্টের পর কুপার কনোলি, মিচেল ওয়েনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে এলোমেলো হয়ে যায় ভারতীয় বোলিং। আগামীকাল? হোয়াইটওয়াশের লজ্জা নাকি সান্ত্বনার জয়, শুভমান ব্রিগেডের জন্য কী অপেক্ষা করছে সেটাই দেখার।

অ্যাডিলেডে খেলা শেষের পর সমর্থকদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন বিরাট কোহলি।

ক্রিজে সময় দিক, পরামর্শ অশ্বীনের

সিডনিতে বিরাটের বড় ইনিংস দেখছেন গাভাসকার

সিডনি, ২৪ অক্টোবর : সাত মাস পর মাঠে ফেরা।

যদিও প্রত্যাবর্তন একদমই সুখের হয়নি। জোড়া ম্যাচে জোড়া শূন্য। দেড় দশকের কেরিয়ারে আগে কখনও যা ঘটেনি। জোড়া ধাক্কায় বিরাট কোহলির রক্তচাপ বাড়াচ্ছে। সিডনিতে শনিবার সুযোগ, চাপ কাটিয়ে স্বমহিমায় ফেরার।

সিডনি দ্বৈরথে নামার প্রাক্কালে আতশ কাচের নীচে বিরাট কোহলি। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের পরামর্শ, শুরুতে রান নয়, উইকেটে টিকে থাকায় জোর দিক। তারপর সেট হয়ে নিজের সহজাত ব্যাটিং করুক। রবি শাস্ত্রীর আবার গোড়ায় গলদ দেখছেন। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, মাঝের সাত মাস ক্রিকেটের বাইরে থাকায় পথের কাঁটা।

রবি শাস্ত্রী বলেছেন, 'সাদা বলের ফরম্যাটে প্রথম এগারোয় জায়গা করে নেওয়ার লড়াই অত্যন্ত তীব্র। কারও পক্ষে রিল্যাক্স থাকা মুশকিল। সে বিরাট হোক বা রোহিত কিংবা যে কেউ। পরপর দুই ম্যাচে ব্যর্থ বিরাট। ফুটওয়ার্ক নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি চোখে পড়ছিল, যা সাধারণত হয় না। ওডিআই ফরম্যাটে বিরাটের রেকর্ড অবিশ্বাস্য। সেখানে টানা দুই ম্যাচে শূন্য, হতাশার।'

সুনীল গাভাসকারের মতে, বিরাটের থেকে সমর্থকদের বড় রানের প্রত্যাশা থাকে সবসময়। প্রথম দুই ম্যাচে যদিও আশাভঙ্গ। তবে বিরাটের অবসরের ভাবনাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। গাভাসকার বলেছেন, '১৪ হাজারের বেশি রান। ৫২টি ওডিআই শতরান। টেস্টে যতদূর সম্ভব ৩২টি একশো। হাজার হাজার রান করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। এমন একজনের একটা-দুটো ব্যর্থতা হতেই পারে। এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে ওর।'

কিংবদন্তির বিশ্বাস, সিডনিতেই বিরাটোচিত ইনিংস দেখা যাবে। বলেছেন, 'অ্যাডিলেড বিরাটে প্রিয় মাঠ। টেস্ট হোক বা ওডিআই, বরাবর রান পেয়েছে এখানে। বড় শতরান আশা করেছিল সবাই। যদিও তা হয়নি। আমার ধারণা, সিডনিতেই হয়তো বিরাট বড় ইনিংস খেলবে।'

অশ্বীন আবার সময় নিয়ে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন অফস্পিনার বলেন, 'জেভিয়ার বার্টলেট আগের দুটো বল আউটসুইং করেছিল। তারপর সোজা। লাইন মিস করে আউট। যে ফাঁদে পা দিয়ে লেগবিফোর বিরাট। আমার মতে, বিরাটের উচিত আগে কিছুটা সময় ক্রিজে কাটানো। ছন্দে ফিরে পেতে যা জরুরি। তারপর শট খেলুক।'

> সাদা বলের ফরম্যাটে প্রথম এগারোয় জায়গা করে নেওয়ার লড়াই অত্যন্ত তীব্র। কারও পক্ষে রিল্যাক্স থাকা মুশকিল। সে বিরাট হোক বা রোহিত কিংবা যে কেউ। পরপর দুই ম্যাচে ব্যর্থ বিরাট। ফুটওয়ার্ক নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি চোখে পড়ছিল, যা সাধারণত হয় না।
> -রবি শাস্ত্রী

শুধু বিরাট নয়, অশ্বীনের মতে, রোহিতের জন্যও প্রতিপক্ষ বোলাররা একই ফাঁদ তৈরি রাখে। কাগিসো রাবাদা হোক বা প্যাট কামিন্স—স্ট্র্যাটেজিতে চেনা ছবি। বারবার রোহিতও যে ফাঁদে পা দিয়ে উইকেট খুইয়েছে। রোহিতের সৌভাগ্য অ্যাডিলেডে শুরুতে নড়বড়ে থাকলেও সেই ফাঁদে পড়েনি। শেষপর্যন্ত বড় ইনিংস খেলেছে। সিডনিতে হয়তো বিরাটের ব্যাটে বড় ইনিংস দেখা যাবে।

জুটি বেঁধে গুজরাট ব্যাটারদের থামাতে তৈরি হচ্ছেন আকাশ দীপ ও মহম্মদ সামি। শুক্রবার।

গুজরাট অভিযানে আজ লক্ষ্মীর বাংলা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : উৎসবের মরশুম প্রায় শেষের পথে। তার মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ক্রিকেট পক্ষ। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ সপ্তাহে রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করে ফেলেছে বাংলা। সরাসরি জয়ের মাধ্যমে এসেছে ছয় পয়েন্ট। সঙ্গে মহম্মদ সামির ছন্দ।

উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষ দিনের সকালে সামির বল হাতে জ্বলে ওঠার পরই ছয় পয়েন্ট নিশ্চিত হয়েছিল বাংলার। সামির ফর্ম ও আত্মবিশ্বাস নিয়েই শনিবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে গুজরাটের বিরুদ্ধে রনজির দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলা। ঘরের মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামার আগে সকালের ইডেনে ঘণ্টা তিনেক চুটিয়ে অনুশীলন করেছে বাংলা দল। আর সেই অনুশীলনের মধ্যমণি হিসেবে ছিলেন সামি। গতকাল কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। আজ সকালে ইডেনের নেটে দীর্ঘসময় ঘাম ঝরিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার। বেলার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু বলছিলেন, 'সামির উপস্থিতি ও ছন্দ আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি। জাতীয় দলে ফেরার লক্ষ্যে দুর্দান্তভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ও। ওর অনুপ্রেরণা আমাদের দলের সবাইকে তাতিয়ে দিয়েছে।'

ইডেনের বাইশ গজে ঘাস রয়েছে। রয়েছে বাড়তি বাউন্সও। তাই শেষ ম্যাচের মতোই আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা গুজরাট ম্যাচেও চার পেসারে নামছে বাংলা দল। একটিই পরিবর্তন হতে চলেছে। অলরাউন্ডার বিশাল ভাট্টির পরিবর্তে শাহবাজ আহমেদ ফিরছেন বাংলা দলে। গতকালের পর আজ সকালেও বাংলার নেটে লম্বা সময় অনুশীলন করেছেন শাহবাজ। তাঁকে দেখে পুরো ফিট বলেই মনে হয়েছে। এহেন শাহবাজকে নিয়ে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছেন, 'শাহবাজের কাল খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।' প্রতিপক্ষ হিসেবে উত্তরাখণ্ডের তুলনায় গুজরাট শক্তিশালী দল। দলে রবি বিষ্ণোইয়ের মতো তারকা রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন উর্ভিল প্যাটেলের মতো ক্রিকেটাররও।

টিম বাংলা অবশ্য প্রতিপক্ষ নয়, নিজেদের নিয়েই আগামীর পরিকল্পনায় ডুবে। সকালের ইডেনে কোচ লক্ষ্মীরতন ও অধিনায়ক অভিমন্যু বেশ কয়েকবার পিচ দেখেছেন। ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁদের কথা বলতে দেখা গিয়েছে। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের মাঝে বাংলা ঘরের মাঠের সুবিধা পাচ্ছে না, এমন অভিযোগের কথা শোনা গিয়েছিল। গুজরাট ম্যাচের আগে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য

অনুপ্রেরণা সামি

অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছে। অধিনায়ক অভিমন্যুর কথায়, 'আমাদের সামনে তাকাতে হবে। অনেক কঠিন ম্যাচ ও লড়াই এখনও বাকি। দল হিসেবে আমরা মাঠে সেরাটা দেওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।'

সামিকে নিয়েও শেষ ম্যাচের সময় প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে তাঁর দূরত্বও 'এক্স' ফ্যাক্টর হিসেবে সামনে এসেছিল। যদিও শেষ ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে প্রায় ৪০ ওভার বল করার পাশে সাত উইকেট নিয়ে সামি নিজস্ব স্টাইলে সমালোচকদের জবাব দিয়েছিলেন। গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে সামি কীভাবে নিজেকে মেলে ধরেন, সেটাই এখন দেখার। সকালের অনুশীলন দেখে মনে হচ্ছিল, সামি কিন্তু জাতীয় দলে ফেরার লক্ষ্য এখনও ছাড়েননি।

শেষ তিন টি২০-তে ফিরছেন ম্যাক্সওয়েল

সিডনি, ২৪ অক্টোবর : আশায় ছিলেন ফিরবেন।

আশা পূরণ গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের। ভারতের বিরুদ্ধে পরবর্তী টি২০ সিরিজের শেষ তিন ম্যাচে দলে ফিরছেন অভিজ্ঞ স্পিন-অলরাউন্ডার। চোটের জন্য দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। ওডিআই সিরিজ এবং ঘোষিত প্রথম দুই টি২০ ম্যাচের দলে জায়গা হয়নি।

ম্যাক্সওয়েল জানিয়েছিলেন, তিনি আশাবাদী টি২০ সিরিজের শেষ কয়েকটা ম্যাচে খেলার জন্য। কবজির চোট নিয়ে ছাড়পত্র পাওয়ার পর সেই সুযোগ। শেষ তিন ম্যাচের দলে ম্যাড-ম্যাক্সকে সামলানোর চ্যালেঞ্জ থাকবে সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেডের সামনে।

ওডিআই সিরিজ ইতিমধ্যেই ২-০ অনতিক্রম্য ব্যবধানে পকেটে পুরেছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের বিরুদ্ধে ৫টি টি২০ খেলার পরই অ্যাসেজের চ্যালেঞ্জ। সেই ভাবনায় ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে একঝাঁক পরিবর্তন অজি ব্রিগেডে। ম্যাক্সওয়েলের পাশাপাশি টি২০ সিরিজে ফিরছেন বেন ডোয়ারশুইস, জোশ ফিলিপ্পেও।

টি২০ সিরিজের শেষ তিন ম্যাচে রাখা হয়নি জোশ হ্যাজেলউড

ছাড়া হল হ্যাজেলউডকে

ও সিন অ্যাবটকে। অ্যাসেজের প্রস্তুতি হিসেবে দুজনে যোগ দেবেন লাল বলের শেফিল্ড শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে। হ্যাজেলউডের পরিবর্তে দলে অভিষেক না হওয়া তরুণ পেসার মাহলি বিয়ার্ডমান। ২০২৪-এর যুব বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন বিয়ার্ডমান। ফাইনালে ১৫ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট নেন। এবার সুযোগ সিনিয়ার পর্যায়ে ভারতের বিরুদ্ধে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখার।

তৃতীয় ওডিআই ম্যাচের আগে শেফিল্ড শিল্ডে খেলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মার্নাস লাবুশেনকেও। নতুন রদবদলে সিডনিতে কাল অনুষ্ঠিত তৃতীয় ওডিআই ম্যাচের দলে নেওয়া হয়েছে জ্যাক এডওয়ার্ডস, ম্যাক কুহনেম্যানকে।

টি২০ সিরিজে দুই ম্যাচের পর শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন জোশ হ্যাজেলউড।

বিশ্বকাপ থেকে নাম তুলল পাকিস্তান

লাহোর, ২৪ অক্টোবর : জল্পনাতেই সিলমোহর। এশিয়া কাপের পর এবার যুব হকি বিশ্বকাপেও ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।

২৮ নভেম্বর থেকে ছোটদের হকি বিশ্বকাপের আসর বসছে চেন্নাই ও মাদুরাইতে। তবে পাকিস্তান সেখানে অংশগ্রহণ করবে না। পহলগাম সন্ত্রাস হামলার পর রাজগিরে অনুষ্ঠিত হকি এশিয়া কাপ থেকেও সরে দাঁড়িয়েছিল তারা। এবার যুব বিশ্বকাপে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও সেই পথে হাঁটল পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক হকি সংস্থাকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে পাক হকি ফেডারেশন।

সংস্থার সচিব রানা মুজাহিদ বলেছেন, 'ক্রিকেট এশিয়া কাপে ভারতের খেলোয়াড়রা আমাদের ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করেননি। মহসিন নকভির থেকে ট্রফিও নেননি। এর থেকেই আমাদের প্রতি ওদের মনোভাব বোঝা যায়।'

আরও তিন বছর মায়ামিতে মেসি

ফ্লোরিডা, ২৪ অক্টোবর : ইন্টার মায়ামির নতুন চুক্তিতে সই করলেন লিওনেল মসি। আরও তিন বছর মায়ামিতেই থাকছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

মেজর লিগ সকারে এই মরশুমের শেষ পর্যন্ত মেসির সঙ্গে চুক্তি ছিল ইন্টার মায়ামির। চুক্তি বৃদ্ধির বিষয়ে লিওর সঙ্গে গত কয়েক মাস ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির আলোচনা চলছিল। অবশেষে ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাবের সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হলেন এলএম টেন। বৃহস্পতিবারই মায়ামির ক্লাবটির তরফে সরকারিভাবে মেসির সঙ্গে চুক্তি বৃদ্ধির খবর ঘোষণা করা হয়।

চুক্তি নবীকরণের পর মেসি বলেছেন, 'আরও তিন বছর ইন্টার মায়ামিতে থাকতে পারব। খুব খুশি। আরও ভালো লাগছে কারণ, অবশেষে মায়ামির ফ্রিডম পার্কে খেলতে পারব।' ইন্টার মায়ামির তরফে সমাজমাধ্যমে যে ছবি পোস্ট করা হয়েছে সেখানে দেখা গিয়েছে, নির্মীয়মাণ ওই স্টেডিয়ামে বসেই চুক্তিতে সই করছেন মেসি।

২০২৮ সালে চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হবে, তখন মেসির বয়স হবে ৪১। ফলে এটা ধরে নেওয়াই যায় ইন্টার মায়ামি থেকেই কেরিয়ারে ইতি টানবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

কুড়ির বিশ্বকাপের লক্ষ্যে রনজিতে নজর বিষ্ণোইয়ের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : খেলছেন রনজি ট্রফি। লাল বলের ক্রিকেট। কিন্তু নজরে আগামী বছরের শুরুতেই থাকা টি২০ বিশ্বকাপ।

টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া সহজ নয়। বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদবদের মতো তারকা রয়েছেন। কিন্তু তারপরও রবি বিষ্ণোই আশা ছাড়ছেন না। আগামীকাল থেকে ইডেনে শুরু হচ্ছে বাংলা বনাম গুজরাটের রনজি ম্যাচ। সেই ম্যাচের লক্ষ্যে গুজরাটের হয়ে রনজি খেলতে রবি এখন কলকাতায়। আজ দুপুরের ইডেনে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে বিষ্ণোই বলছিলেন, 'জানি ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়া সহজ নয়। বরাবরই দুর্দান্ত প্রতিযোগিতা থাকে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তৈরি যাবতীয় চ্যালেঞ্জের জন্য। জানি না কুড়ির বিশ্বকাপে সুযোগ আসবে কি না। কিন্তু আপাতত রনজির মাধ্যমে নিজেকে তৈরি রাখছি।'

গত এপ্রিল-মে মাসে ইডেনে শেষবার এসেছিলেন আইপিএল খেলার জন্য। বেশ কয়েক মাস পর ক্রিকেটের নন্দনকাননে ফিরে বিষ্ণোই কিছুটা আবেগতাড়িত। বলছিলেন, 'ইডেন বরাবরই আমার প্রিয় মাঠ। এখানে খেলা উপভোগ করি।' আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা বাংলার বিরুদ্ধে ম্যাচ রবির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মহম্মদ সামি,

> জানি ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়া সহজ নয়। বরাবরই দুর্দান্ত প্রতিযোগিতা থাকে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তৈরি যাবতীয় চ্যালেঞ্জের জন্য। জানি না কুড়ির বিশ্বকাপে সুয়োগ আসবে কিনা। কিন্তু আপাতত রনজির মাধ্যমে নিজেকে তৈরি রাখছি।
> **রবি বিষ্ণোই**

আকাশ দীপের মতো জাতীয় দলের তারকা

বাংলা ম্যাচের জন্য অনুশীলনে রবি বিষ্ণোই।

ক্রিকেটাররা রয়েছেন দলে। রবির কথায়, 'বাংলা দুর্দান্ত দল। অভিমন্যু, আকাশ, সামিভাইদের মতো তারকারা রয়েছে। আজ অনুশীলনের সময় শাহবাজকেও (আহমেদ) দেখলাম বাংলা স্কোয়াডে। এই ম্যাচ নিশ্চিতভাবেই কঠিন হতে চলেছে আমাদের জন্য। দেখা যাক কী হয়।'

গুজরাটের সেরা তারকা জসপ্রীত বুমরাহ এখন অস্ট্রেলিয়ায়। বেশিরভাগ সময় ঘরোয়া ক্রিকেটে বুমরাহকে পাওয়াই যায় না। বুমরাহকে মিস করেন ঘরোয়া ক্রিকেটে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্রই বিষ্ণোই বলে দিলেন, 'বুমরাহভাই জাতীয় দলের সঙ্গে রয়েছে। ও টিম ইন্ডিয়ার ব্যাপারটা বুঝে নিক। আমরা ঘরোয়া ক্রিকেট দেখে নিচ্ছি।'

বিদেশিহীন চেন্নাইয়ানের বিপক্ষে এগিয়ে বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৪ অক্টোবর : 'ফাইনালে মোহনবাগান উঠবে মনে হয়। তাহলে তখন আবার আসবেন তো?'

বক্তার নাম ফ্রান্সিস ডি'সুজা। হোটেলের রিসেপশনে বসেন। ছোটখাটো চেহারার বয়স্ক মানুষটি হাসিখুশি তো বটেই, জমিয়ে 'গপ্পো' করতে ভালোবাসেন। এবং সেই গল্পের বেশিরভাগটাই জুড়ে থাকে ফুটবল। আগেকার দিনের মানুষ বলেই হয়তো তাঁর কাছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোনও অস্তিত্ব নেই। তিনি মোহনবাগানকেই চেনেন। শুধু তাই না, বেশ পছন্দও করেন বলে মনে হল। তাঁর মতে, এই সুপার কাপে মোহনবাগান এবং এফসি গোয়াই চ্যাম্পিয়নশিপের দাবিদার। ফ্রান্সিস খোঁজখবর রাখলেও এআইএফএফের দায়সারা মনোভাবের জন্য এখানে দর্শক কেমন হবে তা নিয়ে সন্দীহান ফুটবলের সঙ্গে জড়িত লোকজনই। এমনিতেই গোয়া এখনও বৃষ্টিস্নাত। সকাল থেকেই খেপে খেপে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। ফলে ম্যাচের সময়ে ঝেঁপে বৃষ্টি এলে সাধারণ মানুষ খেলা দেখতে আসার আগ্রহ দেখাবেন কিনা সন্দেহ।

স্থানীয় মানুষ কেন মোহনবাগান সমর্থকরাও কি আদৌ দলকে সমর্থন করতে এত দূরে আসতে চাইবেন? সম্ভাবনা বেশ কম। ইরান-পর্বের পর থেকে দুই পক্ষের মধ্যে দূরত্ব যে বেড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দলের সাফল্যেও তাঁরা আর তেমন আন্দোলিত হচ্ছেন না। তাছাড়া দুর্গাপুজো, কালীপুজোর খরচ সামলে কতটা তাঁদের পক্ষে আসা সম্ভব বলা মুশকিল। তবু তাঁদের খুশি করার আপ্রাণ চেষ্টাই এখন যেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেটা করতে গেলে ম্যাচ এবং ট্রফি জিততে হবে। ক্রমাগত সাফল্যই পারে ক্ষোভ প্রশমিত করতে। যে কোনও টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। শুরুটা ভালো হলে অনেক সময়ই গাড়ি তড়তড়িয়ে এগোয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে গ্রুপটা মূলত মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলময়। শনিবার মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়ান এফসি বলতে গেলে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি সবে শুরু করেছে। কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা এখনও দলটাকে গুছিয়ে তুলতে পারেননি। তবু তিনিই সার কথাটা বললেন, 'অবশেষে ভারতের ফুটবল মরশুম শুরু হতে চলেছে, এটাই বড় সুখবর। তবে টানা ৬ মাস বসে থাকার পর ৬ দিনে তিনটে ম্যাচ খেলা কঠিন কাজ।' মোহনবাগানে কোচিং করানোয় অনেকেরই খেলার ধরন তাঁর জানা। এটা ক্লিফোর্ডের বাড়তি সুবিধা কিনা জানতে চাইলে মোলিনার জবাব, 'দেখা যাক।' চেন্নাইয়ানকে বিনা বিদেশিতে মহড়া নিতে হবে জেমি ম্যাকলারেন-দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের। তাঁদের মধ্যে বাড়তি চেষ্টা নিশ্চয় থাকবে বাগানের প্রাক্তনী প্রীতম কোটালের। মোলিনাও বললেন, 'বিদেশি না থাকলেও ওদের বেশ কিছু ভালো ফুটবলার আছে।'

বেনোলিমের কাছাকাছি ছবির মতো উতোরদা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে ফুটবলারদের তেমন খাটালেনই না মোলিনা। ছোট মাঠ করে খানিকক্ষণ খেলানোর পর শুধুই শুটিং অনুশীলন হল। মোলিনার চিন্তা বাড়িয়ে বেশিরভাগই হয় বাইরে, এমনকি বিশাল উঁচু জাল টপকে আশপাশের বাড়ির বাগানে গিয়েও পড়ল। ম্যাচে এই রকমটা হবে না ধরে নিলে শনিবার ফতোরদায় ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামছে মোহনবাগান।

সুপার কাপের অনুশীলনে খোশমেজাজে মোহনবাগান দল। শুক্রবার।

সুপার কাপে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম **ডেম্পো এসসি**

সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট
স্থান : ব্যাম্বোলিম
সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম **চেন্নাইয়ান এফসি**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ব্যাম্বোলিম
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিও হটস্টার

জয় ছাড়া আজ কিছু ভাবছে না ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৪ অক্টোবর : গোয়ার আবহাওয়ার মতোই যেন এখন পরিবেশ লাল-হলুদ শিবিরের।

লম্বা সময়ের পর বাংলা থেকে বিদায় নিলেও গোয়ায় এখনও বর্ষা বহাল তবিয়তে থেকে গিয়েছে। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। কখনও রিমঝিম বৃষ্টি তো খুব অল্প সময়ের জন্য হালকা রোদের আভাস। যদিও বেলা বাড়তেই পুরোপুরি উঁকিঝুঁকি বন্ধ করেছেন সূর্যদেব। দিব্যি মনোরম আবহাওয়া এই সৈকত রাজ্যজুড়ে। ইস্টবেঙ্গলেরও অবস্থা এখন একইরকম। একদিকে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হার, তারপরেই সন্দীপ নন্দী ইস্যু কাঁটার মতো খচখচ করেই চলেছে। তবু তারই মধ্যে নিজেরা হাসিখুশি থাকার চেষ্টা। যাতে এসবের প্রভাব আবার সুপার কাপের ম্যাচে না পড়ে। তেমনি আবার সুপার কাপ না পেলে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ তো রীতিমতো সিরিয়াস। এখনও পর্যন্ত চারটি প্রতিযোগিতায় কোচিং করিয়ে একটাও ট্রফি দিতে পারেননি। তিনিও বুঝতে পারছেন, এবারও ব্যর্থ হলে সমর্থকদের যে ক্ষোভের তীর সন্দীপ নন্দীর দিকে ধেয়ে যাচ্ছে তার অভিমুখ ঘুরে যেতে সময় লাগবে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই সুপার কাপ তাঁর কাছে অগ্নিপরীক্ষা। বিশেষ করে যেখানে গ্রুপ থেকে একটাই দল সেমিফাইনালে যাবে। অর্থাৎ অঙ্ক জটিল না করে ডার্বি সহ গ্রুপের সব ম্যাচ জিততে হবে। আর তাই গোয়ায় স্ত্রীয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়া থেকে এদেশে প্রথম কোচিংয়ের মতো আবেগগুলো সরিয়ে রাখার কথা নিজেই বলছেন, 'গোয়ার প্রতি আমার একটা আলাদা দুর্বলতা রয়েছে। কারণ আমি এখান থেকেই এই উপমহাদেশে প্রথম কোচিং শুরু করি। তাছাড়া আমার স্ত্রীয়ের সঙ্গেও

ডেম্পোকে সম্মান

আলাপ এখানেই। যখন কোচিং করতাম তখন থেকে সমীর নায়েকের (ডেম্পো কোচ) সঙ্গে পরিচয়। এখনও যোগাযোগ আছে। একসময়ের সেরা দলটার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হল সুপার কাপ জয়। আশা করি ছেলেরা এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেশের সেরা ক্লাবের লড়াইয়ে ঢুকতে পারবে।' সমীর নায়েকের দল বহুদিন পর দেশের সেরা টুর্নামেন্টে নামছে। তিনিও বললেন, 'জানি ইস্টবেঙ্গল বড় দল। কিন্তু আমরাও তৈরি। তবে প্রস্তুতির সময় কম পাওয়াটা চিন্তার।'

এদিন বৃষ্টিভেজা সকালে খুব বেশিক্ষণ খাটিয়ে তিনি অবশ্য ছেলেদের ক্লান্ত করে দিলেন না। দুটো দলে ভাগ করে সিচুয়েশন অনুশীলন করালেন। মাঝে একবার দেবজিৎ মজুমদারের থাইতে হালকা লাগলেও বড় কিছু বলে মনে হল না। বরং গোটা দলই চনমনে এবং ফিট। যদিও নন্দকুমার শেখরকে নিয়ে প্রশ্ন উঠল। অস্কার বললেন, 'জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পাওয়ার পর থেকে সমস্যা হচ্ছে। তবে ও খুব চেষ্টা করছে এবং আমরাও চাই যে নন্দ নিজের পুরোনো ফর্মে ফিরে আসুক।' ডেম্পোতে বিদেশি ফুটবলার না থাকলেও অস্কার সম্ভবত ছয় বিদেশিকেই একসঙ্গে ব্যবহার করতে চলেছেন। শুরুটা ভালো করার জন্য নিজের সেরা দলকেই হয়তো সব ম্যাচে বেছে নিতে চলেছেন লাল-হলুদ কোচ।

ডেম্পো ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের মহম্মদ রশিদ ও সাউল ক্রেসপো। শুক্রবার।

নতুন করে বিতর্কে জড়ালেন মহসিন নকভি।

দুবাই না আবু ধাবি, হদিস নেই এশিয়া কাপ ট্রফির

দুবাই, ২৪ অক্টোবর : এশিয়া কাপ ট্রফি বিতর্কে নয়া মোড়।

পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারত এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রায় মাসখানেক আগে। মাঠে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করে ভারত। তারপর থেকেই ট্রফি নিয়ে নাটক চলছে। সম্প্রতি ট্রফি চেয়ে এসিসি প্রধান নকভিকে চিঠি পাঠিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। পালটা চিঠি দিয়েছিলেন নকভিও। এরইমাঝে এশিয়া কাপের ট্রফি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের দুবাইয়ের দপ্তর থেকে আবু ধাবিতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

এর মধ্যে এসিসি-র দপ্তরে গিয়েছিলেন ভারতীয় বোর্ডের এক কর্তা। সেখান থেকেই ওই বোর্ড কর্তা জানতে পেরেছেন দুবাইয়ের দপ্তরে ট্রফি নেই। আবু ধাবির অজানা কোনও জায়গায় তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও কেন ট্রফি সরানো হল

> আমরা মাঠে প্রায় একঘন্টা অপেক্ষা করেছিলাম। টেলিভিশনে যারা দেখেছেন জানেন, আমি মাঠে শুয়েছিলাম। অর্শদীপ রিল বানাতে ব্যস্ত ছিল। আমরা ভেবেছিলাম যেকোনও সময় ট্রফি আসবে। একঘন্টা কেটে গেলেও ট্রফির দেখা পাইনি।
>
> **তিলক ভার্মা**
> (এশিয়া কাপ ট্রফি পাওয়া প্রসঙ্গে)

তার সদুত্তর মেলেনি। যা নিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে ফের যুদ্ধং দেহি মনোভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমার যাদবরা এশীয় সেরা হওয়ার স্মারক হিসাবে কাঙ্ক্ষিত ট্রফি পাবেন কি না কারও জানা নেই। রহস্য ক্রমশ গভীর হচ্ছে। সঙ্গে বাড়ছে বিতর্কও।

এদিকে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এশিয়া কাপ ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার তিলক ভার্মা পুরো ঘটনাটি নিয়ে মুখ খুলেছেন। সেদিন রাতে দুবাইয়ের মাঠে ঠিক কী ঘটেছিল, শুনলে চমকে উঠতে হবে। তিলক জানাচ্ছেন, ভারতীয় দল ট্রফি নেওয়ার জন্য দুবাইয়ের মাঠে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল। তিলকের কথায়, 'আমরা মাঠে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম। টেলিভিশনে যারা দেখেছেন জানেন, আমি মাঠে শুয়েছিলাম। অর্শদীপ (সিং) রিল বানাতে ব্যস্ত ছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে কোনও সময় ট্রফি আসবে। এক ঘণ্টা কেটে গেলেও ট্রফির দেখা পাইনি।' এরপর কল্পনার ট্রফি হাতে এশিয়া কাপ জয়ের উদযাপন করেন সূর্যরা। তিলক জানালেন, সেই পরিকল্পনা অর্শদীপের মস্তিষ্ক প্রসূত। বলেছেন, 'অর্শদীপ বলেছিল ২০২৪, টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর যেমন সেলিব্রেট করেছিলাম, তেমনই আবহ তৈরি করতে। শুধু ট্রফি থাকবে না।'

সুপার কাপের প্রস্তুতিতে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : অবশেষে সুপার কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

শুক্রবার ১৮ জন ফুটবলারকে নিয়ে কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করে সাদা-কালো শিবির। শনিবার অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে অ্যাডিসন সিংয়ের। দলের তারকা মিডিও সজল বাগ অফিসের হয়ে খেলতে ব্যস্ত। তবে আশা করা হচ্ছে, তিনি সুপার কাপের আগে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

সুপার কাপে মহমেডান বেঙ্গালুরু এফসি, গোকুলাম কেরালা ও পাঞ্জাব এফসির সঙ্গে গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছে। ২৯ অক্টোবর গোয়া রওনা দিচ্ছে মহমেডান। ৩০ তারিখ তাদের প্রথম ম্যাচ বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে।

দলে ফিরলেন লিটন

ঢাকা, ২৪ অক্টোবর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজে বাংলাদেশ দলে ফিরলেন টি২০ অধিনায়ক লিটন দাস।

বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য

দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। সেই দলে রয়েছেন লিটন। গত মাসে এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে চোট পান বাংলাদেশ অধিনায়ক। তবে দল থেকে বাদ পড়েছেন মহম্মদ সইফুদ্দিন। দলে জায়গা হয়নি সৌম্য সরকারেরও। টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি হবে ২৭ অক্টোবর। পরের দুই ম্যাচ হবে ২৯ ও ৩১ তারিখ। সবক'টি ম্যাচই চট্টগ্রামে খেলা হবে।

শৈলেন্দ্র অকশন ব্রিজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজ শুরু হল শক্তিগড়ের পারিজাত ভবনে। শুক্রবার প্রথম দিনের খেলার পর দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন ভুবনমোহন রায়-পরেশ বর্মন, উৎপল ঘোষ-বাপ্পা ধর, সুখেন দাস-মিলন রায়, বাপ্পা পাল-হীবেশ বর্মন, বিজয় বিশ্বাস-বিরাজ দে, রামকৃষ্ণ রায়-রতন বিশ্বাস, এসপি বন্দোপাধ্যায়-দিলীপ সাহা, দেবাশিস কর-সুবল অধিকারী, পঙ্কজ বারুই-মিঠুন অধিকারী, পি গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস কর, প্রদীপ রায়-শ্যামল দাস, এম ভার্মা-প্রদীপ দে, বাবুল পালচৌধুরী-তপাই চক্রবর্তী, পিকে সিনহা-শ্যামল দাস, কিশলয় দত্ত-স্বপন সাহা।

টি২০ সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়া রওনা হলেন তিলক ভার্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদব ও শিবম দুবে।

সর্বোচ্চ লিগেও দলকে ফেরাতে চান শ্রীনিবাসন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৪ অক্টোবর : লম্বা সময় পরে ফের ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে। একটা সময় ছিল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ত্রাস ছিল এই ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। তারাই এখন সমীর নায়েকের কোচিংয়ে ফের দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার স্বপ্ন দেখে। আর তারই পদক্ষেপ হয়তো বা শনিবারের ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ।

পাঁচবারের জাতীয় ও আই লিগ চ্যাম্পিয়ন দল এবার সুপার কাপে সুযোগ পেয়েছে রিয়েল কাশ্মীর আসতে না পারায়। ক্লাব সভাপতি শ্রীনিবাসন ডেম্পো এক অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন তাঁর স্বপ্নের কথা, 'সমীর আর ওঁর দল নতুন করে শুরু করতে চলেছে। যার ভিত গত মরশুমে আই লিগে দলকে তুলে এনে ওরা শুরুটা করেছে। ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ এখনও জানি না। তবে আইএসএলে খেলার জন্য দল প্রস্তুতি নিচ্ছে।' ২০১৯ সালে আইএসএল-কে দেশের সর্বোচ্চ লিগ করে দেওয়ার প্রতিবাদে সিনিয়ার দল তুলে দেন শ্রীনিবাসন। তবে ফুটবলের মূলস্রোত থেকে বেশিদিন দূরে থাকতে পারেননি এই ফুটবল পাগল গোয়ান ব্যবসায়ী। এর আগেও খারাপ সময় এসেছে দলের। সেই সময় তাঁরা পার করেন যার হাত ধরে সেই আর্মান্দো কোলাসোকে অবশ্য বহু চেষ্টা করেও কথা বলানো গেল না। তিনি এখন এআইএফএফ সভাপতির পরামর্শদাতা।

ডেম্পোর সর্বকালের সফলতম কোচ এখন তাঁর প্রিয় দলের নবজাগরণের দিকে তাকিয়ে।

ইস্টবেঙ্গলকে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলতে তৈরি হচ্ছেন ডেম্পোর ফুটবলাররা।

জীবনকৃতি সম্মান পেজ-তিরকের

বাংলা থেকে বিশ্বসেরা আরও হবে : সৌরভ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : আক্ষরিক অর্থে তারকা সমাবেশ।

তারকাদের উপস্থিতিতে মধ্যমণি সেই বাংলা ক্রীড়াজগতের সেরা আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কার্যত এলেন, দেখলেন, ছেয়ে থাকলেন। তাঁর মাঝেই বাংলার উঠতি প্রতিভাদের উৎসাহ দিয়ে সৌরভ-বাণী, 'বাংলা থেকে আরও অনেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বেরিয়ে আসবে।'

ঝলমলে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সৌরভের পাশাপাশি ছিলেন ভারতীয় ক্রীড়াজগতের দুই নক্ষত্র লিয়েন্ডার পেজ ও দিলীপ তিরকে। প্রথমজন বিশ্ব টেনিসের মঞ্চে ভারতীয় তেরঙা উড়িয়েছেন বারবার। দিলীপ তিরকে সেখানে দীর্ঘদিন সামলেছেন জাতীয় হকি দলের নেতৃত্ব। কৃতী দুই তারকার হাতে জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হল কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিকদের তরফে। সৌরভ, তিরকে, পেজ-তিন কিংবদন্তি ভাসলেন অতীতে। সাফল্যের কথা, উঠে আসার কথা শোনালেন। উৎসাহ জোগালেন সামনে দর্শকের সারিতে থাকা একঝাঁক উঠতি প্রতিভাদের।

বর্ষসেরা সম্মান পেলেন ভারতীয় দলের পেসার আকাশ দীপ। অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্নে মূল মঞ্চে ছিলেন না আকাশ। সৌরভ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে মঞ্চে ডেকে নেন। পুরস্কার পেলেন টেবিল টেনিসে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জয়ী, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপক ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। সুপার কাপে খেলার ব্যস্ততার কারণে বর্ষসেরা পুরস্কার অনুষ্ঠানে থাকতে পারেননি মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু। সংবর্ধিত হন ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কোচ কিবু ভিকুনা। সবমিলিয়ে চাঁদের হাট। যা স্পর্শ করছিল সৌরভ, লিয়েন্ডার, তিরকেদের।

> যে কয়েক দশক টেনিস খেলেছি, হৃদয়জুড়ে ছিল কলকাতা। প্রয়াত বাবাকে অনুসরণ করেছি আমি। আমার বিশ্বাস বাংলার প্রতিটি বাচ্চা অলিম্পিক পদক জেতার ক্ষমতা রাখে।
>
> -লিয়েন্ডার পেজ

তিনজনই মাতলেন অতীত স্মৃতি, কলকাতা আবেগে। সাতবারের অলিম্পিয়ান, অলিম্পিক ব্রোঞ্জ জয়ী লিয়েন্ডার বলেছেন, 'যে কয়েক দশক টেনিস খেলেছি, হৃদয়জুড়ে ছিল কলকাতা। প্রয়াত বাবাকে অনুসরণ করেছি আমি। আমার বিশ্বাস বাংলার প্রতিটি বাচ্চা অলিম্পিক পদক জেতার ক্ষমতা রাখে।' দিলীপ তিরকের বর্ণময় জার্নির অনেকটা জুড়ে রয়েছে 'সিটি অফ জয়'। সবার সঙ্গে এদিন যা ভাগ করে নিলেন।

দিলীপ তিরকে বলেন, 'আমার বাড়ি ওডিশার সুন্দরগড়ে হলেও ১৯৯১-'৯২ সালে কলকাতায় দেড় বছর কাটিয়েছি সাই ক্যাম্পাসে। সেই থেকে এই শহরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। সৌরভ আছে এখানে। লিয়েন্ডারও। সবাই মিলে ক্রীড়া উন্নয়নে কাজ করতে চাই।' সৌরভের মুখে কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের তরফে পাওয়া অনূর্ধ্ব-১৭-র বর্ষসেরা পুরস্কার পাওয়ার কথাও উঠে এল। বলেছেন, 'অনূর্ধ্ব-১৭-য় বর্ষসেরা হয়েছিলাম। আজ যাঁরা পুরস্কার পেলেন, তাদের অভিনন্দন, শুভেচ্ছা আগামীর সাফল্যের। আশা করব, বাংলা থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তৈরি হবে।'

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মঞ্চে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লিয়েন্ডার পেজ ও দিলীপ তিরকে। শুক্রবার।

ফাইনালে যুব সংঘ

মাদারিহাট, ২৪ অক্টোবর : শালকুমার একাদশের সেফালি নট্ট ও সুলতান রহমান শালকুমার ফ্রেন্ডশিপ চ্যাম্পিয়ন কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল যুব সংঘ বাংলাদেশ বর্ডার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ১১-১০ গোলে হারিয়েছে পাকসাম ভুটান এফসি-কে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। যুবর একমাত্র গোল করেন ম্যাচের সেরা ম্যাক্সওয়েল। ভুটানের গোলস্কোরার দীনেশ গুরুং। রবিবার ফাইনালে যুবর প্রতিপক্ষ অসমের রাইমোনি এফসি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন ম্যাক্সওয়েল। -নীহাররঞ্জন ঘোষ

কোচবিহারের কোচ ছাব্বির

দিনহাটা, ২৪ অক্টোবর : বেঙ্গল অ্যামেচার কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ও জেলা কাবাডি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ২৫-২৬ অক্টোবর হাওড়ার বাগনানে বাঙ্গালপুর আজাদ হিন্দ ক্লাবের তত্ত্বধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৬ সাব-জুনিয়ার কাবাডি প্রতিযোগিতা। শুক্রবার কোচবিহার জেলা দল উওরবঙ্গ এক্সপ্রেসে রওনা হয়েছে। দলে রয়েছেন অস্মিতা বর্মন, তন্নেসা দাস, দীপা বর্মন, মামনি দাস, সুমনা খাতুন, মাসুদা খাতুন, সুপর্ণা বর্মন, স্বস্তিকা বর্মন, বৃষ্টি বর্মন, সুপর্ণা রায় সিংহ, অনামিকা মহন্ত। দলের সঙ্গে রয়েছেন কোচ ছাব্বির হোসেন ও ম্যানেজার শিপ্রা রায় সিংহ।

চ্যাম্পিয়ন পোড়ঝার

কুমারগঞ্জ, ২৪ অক্টোবর : দিওর জড়লই ড্রাইভার কমিটির ১৬ দলীয় দিনরাতের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল পোড়ঝার দল। রানার্স কুরুমসুর দল। চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ট্রফির সঙ্গে দশ হাজার টাকা। রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফি সহ সাত হাজার টাকা।

উত্তরের খেলা

জাতীয় গেমসে মেহেবুব

আলিপুরদুয়ার, ২৪ অক্টোবর : জাতীয় স্কুল গেমস কাশ্মীরের শ্রীনগরে শুরু হচ্ছে ২৮ অক্টোবর। সেখানে উশুতে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে রাজ্য বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে আলিপুরদুয়ারের মেহেবুব আলম। সে ৪৮ কেজি বিভাগে নামবে।

দ্য গ্রেটেস্ট শোয়ে স্ট্রংম্যান আদিত্য

দিনহাটা, ২৪ অক্টোবর : মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয় আয়োজিত দ্য গ্রেটেস্ট শোয়ের চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত হল পাওয়ার লিফটিং ও ট্র্যাডিশনাল যোগাসনের সিনিয়ার ও ভেটেরান্স বিভাগের প্রতিযোগিতা।

পাওয়ার লিফটিংয়ে মেয়েদের ৮২ কেজি বিভাগে প্রথম হয়েছেন মুলটি দেবনাথ। ছেলেদের ৫২ কেজি বিভাগে প্রথম প্রিয়াংশু সাহা। ছেলেদের ৫৬ কেজি বিভাগে প্রথম আদিত্য সাহা। ৬০ কেজিতে প্রথম সাগর চক্রবর্তী। ৬৭.৫ কেজি বিভাগে প্রথম হয়েছেন শুভ পাল। ৬৭.৫ কেজি ঊর্দ্ধ বিভাগে সেরা হারাধন শীল। স্ট্রংম্যান অফ দিনহাটা হয়েছেন আদিত্য সাহা।

পাওয়ার লিফটিংয়ে আদিত্য সাহা (বাঁয়ে) ও পুরস্কার নিচ্ছেন সমৃদ্ধা দাস।

সিনিয়ার যোগাসন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগে প্রথম গৌরব সাহা এবং ভেটেরান্সে প্রথম বিপুল বর্মন। মহিলাদের সিনিয়ার বিভাগে প্রথম সমৃদ্ধা দাস এবং ভেটেরান্সে প্রথম দেবলীনা আচার্য।

ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা

বাবার আক্ষেপ মেটাচ্ছেন প্রতীকা

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর : হতে পারতেন একজন সফল সাইকোলজিস্ট। কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ে উঠেছেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ব্যাটিং স্তম্ভ। তিনি হলেন ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল।

বৃহস্পতিবার চলতি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৩৪ বলে ১২২ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছেন প্রতীকা। একই সঙ্গে ওডিআই ক্রিকেটে দ্রুততম ১০০০ রান করার নজির গড়েছেন তিনি। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে প্রতি ম্যাচেই ভরসা দিচ্ছেন প্রতীকা।

মাত্র তিন বছর বয়সে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন প্রতীকা। বাবা প্রদীপ রাওয়াল বিসিসিআই লেভেল ওয়ান আম্পায়ার। বাবার অনুপ্রেরণায় ক্রিকেট খেলা শুরু প্রতীকার। স্কুলে পড়ার সময় ক্রিকেটের পাশাপাশি বাস্কেটবলও চুটিয়ে খেলতেন প্রতীকা। এমনকি জাতীয় পর্যায়ে ট্রফিও রয়েছে। তবে পরিবারের পরামর্শে ক্রিকেটকেই বেছে নেন।

পড়াশোনাতেও দুর্দান্ত ছিলেন প্রতীকা। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। পরে সাইকোলজি নিয়ে স্নাতক হন। পড়াশোনা ও ক্রিকেটের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছিলেন প্রতীকা। বাবা প্রদীপ রাওয়ালের কথায়, 'আমি নিজে ক্রিকেটার হতে পারিনি। তাই প্রতীকাকে ক্রিকেটার বানাতে চেয়েছিলাম। অতিমারির সময়ে বারান্দায় নেট লাগিয়ে ও অনুশীলন করত। প্রতিদিন ৪০০-৫০০টি করে বল খেলত। যেদিন প্রতীকা জাতীয় দলে সুযোগ পায়, সেদিন আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম আমি।'

আপাতত মেয়ে প্রতীকার হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি দেখার স্বপ্ন দেখছেন প্রদীপ।